গোপন করিলেন না। তাহাতে ভয়ার্ত্ত হইয়া তিনি ভগিনীকে সমস্ত অপরাহ্ন-কাল ধরিয়া বুঝাইলেন, "উপস্থিত বিষয়ে সত্য কথা বলিলে সর্ব্বনাশ হইবে; অতএব তুমি ইহা অস্বীকার কর।" তিনি বলিলেন, "আমি ইহা মিথ্যাই মনে করিয়া রাজার নিকটে তোমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছি। আর ইহা অস্বীকার করিলে তোমার রাজভক্তিই প্রকাশ পাইবে।" কিন্তু ভূম্যধিকারিণী উত্তর করিলেন, আমি এক অপরাধ প্রচ্ছন্ন করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিয়া ঈশ্বর ও রাজার নিকট কি আর এক অধিকতর অপরাধে জড়িত হইব? যখন রাজা আমার বাক্যের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর রাখিয়াছেন, তখন আমি কখনই মিথ্যা বলিতে পারিব না। যে ব্যক্তি এই কথা রাজার শ্রবণ-গোচর করিয়াছে, তাহার খল স্বভাবের নিন্দা করি, কিন্তু সে মিথ্যা দোষারোপ করে নাই। আমি তাহাকে সে অপরাধে অপরাধী করিতে পারিব না।

পর দিন উক্ত ভূম্যধিকারিণী রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজাকে কিঞ্চিৎ অন্তরালে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট সমুদায় স্বীকার পূর্ব্বক বলিলেন, আমি নিজে অপরাধী হইয়া তদ্বিষয়ে অন্যকে অপরাধী করিতে পারি না। রাজা এই ললনার সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং পরে তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

মহাসমুদ্রে সেতু বন্ধন।

ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র ভারত মহা-সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া লঙ্কার সহিত দাক্ষিণাত্যের যোগ সাধন করিয়াছিলেন। রামায়ণে ইহার বিষয় বিশেষ বিবৃত আছে। জলপতি বরুণদেব বন্ধন জ্বালায় অস্থির হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা ত্যাগ কালে বিনয় ও সাধ্য সাধনা করাতে সেতুর তিন স্থান ভঙ্গ করিবার আদেশ হয়। কিন্তু কলিকালে কালিঞ্জরের রাজা পুনর্ব্বার সেতুর সংস্কার কার্য্য সমাধা করেন। সাগর তখন আপত্তি করিয়াছিলেন কি না "মহাবংশ" পুস্তকে তাহার কোন উল্লেখ নাই। তবে এখন আমরা সেতুর বিলোপ দেখিয়া মনে করিতে পারি যে জলপতি এবারে কোন অনুরোধ না করিয়া সবলে বন্ধন ছিন্ন করিয়া থাকিবেন। যাহাই হউক রামেশ্বরের সেতুর সংস্কার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সে বৎসর ডিউক অব বকিংহাম (যখন মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা ছিলেন) এই সেতুর পুনঃসংস্কার জন্য সচেষ্ট হন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি না দেওয়াতে তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। অধুনা

সিংহল ক্রমশঃ যেরূপ উন্নত হইতেছে, তাহাতে ভারতের সহিত তাহার যোগ সাধন আবশ্যক। মান্দ্রাজের সহিত সংযুক্ত হইলে একজন শাসনকর্ত্তার দ্বারাই মান্দ্রাজ ও সিংহল সুশাসিত হইতে পারে। এই সেতু দ্বারা যে উভয় দেশেরই মহোপকার সাধন হইবে, ইহা বলা বাহুল্য।

ইংলিস চ্যানেলে সেতু বা সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হইয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে সংযুক্ত হয়, বহু দিন হইতে এই প্রস্তাব চলিতেছে। কত প্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল উদ্ভাবিত হইল, কিন্তু অদ্যাপি একটিও ফলোদায়ক হয় নাই। ইংরাজ ও ফরাসিস্‌দিগের দীর্ঘসূত্রতায় আমেরিকানগণ লাভবান হইলেন। তাঁহারা কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিলেন—ইংলিস চ্যানেলের সেতুবন্ধ কৌশল ব্রুকলিন চ্যানেলে নিয়োজিত হইল। সেতু প্রস্তুত হইল, নিউইয়র্ক নগর সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল।

ব্রুকলিন সেতুর কৃতকার্য্যতা দর্শনে রুশীয়গণ বেরিং প্রণালী বন্ধনে প্রয়াসী হইয়াছেন। বেরিং প্রণালী উত্তর ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থল। ইহার বিস্তার ইংলিস চ্যানেলের অপেক্ষা অনেক বড়, তবে ইহার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাবলী থাকাতে সেতুবন্ধন অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক হইবার সম্ভাবনা। এই সেতুর উপর দিয়া রেলপথ নির্ম্মিত হইবে এবং লৌহ অশ্ব এক নিশ্বাসে আসিয়া হইতে আমেরিকায় উত্তীর্ণ হইবে। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রুসিয়ার সংশ্রব ভদ্রজনক নহে, আমেরিকানগণ এখন এই চিন্তায় আকুল হইয়াছেন।

প্রসিদ্ধ পারস্যাধিপতি জরাক্সিস্ ডার্ডেনেলিসে নৌকার সেতু স্থাপন করিয়াছিলেন—এক্ষণে এই প্রণালীতে সেতু বন্ধন করিবার উদ্যোগ হইতেছে। তুরস্কের সুলতান ইহার ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এই সেতু দ্বারা ইউরোপ ও আসিয়া এক হইয়া যাইবে।

অবিনশ্বর স্বর।

নশ্বর মানবের স্বর অবিনশ্বর। এই কথায় যদি কোন নূতনত্ব থাকে, তাহা হইলেই আশ্চর্য্যের বিষয়, নতুবা ইহাতে বিস্ময়জনক ব্যাপার কিছুই নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে বাল্মীকি বা বেদব্যাস হোমর বা কালিদাস কতকাল মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদিগের গীতস্বর বর্ত্তমান রহিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পর যে সকল তত্ত্বদর্শী ও কবি মনোভাব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের স্বর শিশক অক্ষরে কাগজ মধ্যে কৃষ্ণমসি দ্বারা মুদ্রিত আছে। তান, লয় ও

ভাব সহকারে গীত ও পঠিত হইলেই তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি হইয়া থাকে। যতকাল ভাষা বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল এই স্বরও ধ্বনিত হইবে, সুতরাং ইহাও একপ্রকার অবিনশ্বর। কিন্তু আমরা যে ভাবে স্বরকে অবিনশ্বর বলিয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, ইহা তাহা নহে। ইহা জীবিত ব্যক্তির উচ্চারিত কণ্ঠস্বর। আমরা গতাসু হইলেও আমাদিগের উচ্চারিত স্বর জীবিত থাকিবে—আমাদিগের কণ্ঠনিঃসৃত বাক্য সকল চিরকাল উদ্গীরিত হইবে। শিশুর রোদন, শোকার্ত্ত রমণীর বিলাপন, প্রণয়ীর হৃদয়োচ্ছ্বাস, বাগ্মীর উত্তেজনা চিরকাল সংরক্ষিত হইয়া ভাবী বংশের কৌতূহল বৃদ্ধি করিবে। সকলে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে স্বরের এই নিত্যতা রক্ষা একটী সামান্য শিল্পযন্ত্র দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। মানব মর, কিন্তু তাঁহার আত্মা অমর, ইহা নিতান্ত সত্য হইলেও একান্ত প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; সুতরাং ভাবী বংশীয়দিগের নিকট তাহার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষীকৃত করিবার জন্য বহুকাল হইতে প্রয়াস হইতেছে। শরীরকে রাখিবার জন্য "মমী" "প্রস্তরীভূত" দেহ প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ভূরি ভূরি পরীক্ষা হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুতেই কৃতকার্য্যতা লাভ হয় নাই। নখ, কেশ, দন্ত, কপাল ও কঙ্কাল যত যত্নে সংরক্ষিত হইলেও মনস্তুষ্টিকর নহে। এই জন্য "স্বর" রক্ষার জন্য এত যত্ন! অল্প দিন হইল প্রেততত্ত্ববাদীরা (Spiritualist) মন্ত্র বা কৌশলে পরলোক হইতে লোকদিগকে মর্ত্ত্যে আকর্ষণ করিয়া "বক্তার" করিতেন। দুঃখের বিষয় তাহাদিগের সেই মন্ত্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর প্রতারণা বা কল্পনার সময় নাই, বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রগাঢ় গবেষণায় সে সমস্তই অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। যে দিন হইতে টেলিফোঁর আবিষ্কার হইয়াছে, বিদ্যুচ্ছক্তি প্রভাবে তারযোগে স্বর সকল এক দেশ হইতে অন্য দেশে নীত হইতেছে, সেই দিন হইতেই এই স্বরকে অবিনশ্বর করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

দশ বৎসর অতীত হইল টমাস এ ইডিসন একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া ছিলেন যে ইহাদ্বারা উচ্চারিত স্বর সকল লিপিবদ্ধ, সংরক্ষিত ও পুনরাবৃত্তীকৃত হইবে; সঙ্গীত, অভিনয় ও বক্তৃতা উক্ত প্রক্রিয়া যোগে সংরক্ষিত হইয়া পুনরায় শ্রুতিগোচর হইবে। এইরূপ বিজ্ঞাপনে সকলে সন্দিহান হইয়াছিল এবং পরীক্ষা সময়ে অকৃতকার্য্য হওয়াতে তাঁহাকে বিশেষ অপ্রতিভ হইতে হয়। তথাপি তিনি নিরাশ বা ভগ্নোদ্যম হন নাই। অটল অধ্যবসায় ও প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত স্বীয় নির্ম্মিত যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে নিযুক্ত রহিলেন। সম্প্রতি তাঁহার পরিশ্রমের সাফল্য এবং বৈজ্ঞানিক জগতে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তাঁহারা এই অভিনব অপূর্ব্ব যন্ত্রের নাম ফনোগ্রাফ। ইহাতে টেলিফোঁ বা টেলিগ্রাফ সহযোগে স্বর সকল সন্নিবিষ্ট করিতে হয় না, সামান্য শিল্প কৌশলে আশ্চর্য্যরূপে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। যন্ত্রটী আকারে একটী শিলাইয়ের কলের ন্যায়। একখণ্ড কঠিন মোম একটুকু কাঁচ ও একটী সূক্ষ্ম সূচীই ইহার প্রধান উপাদান। স্বর সকল সূচীবিদ্ধ হইয়া সংরক্ষিত হয়। এই যন্ত্রের আবিষ্কারের পূর্ব্বে যাঁহারা গতাসু হইয়াছেন, তাঁহাদের স্বর ইহাদ্বারা রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যাঁহারা আপনাদের স্বর ইহাতে সংবদ্ধ করিয়া গতাসু হইয়াছেন, তাঁহাদের স্বর পুরুষানুক্রমে নিত্য কাল আবৃত্তি হইতে থাকিবে। স্বর একবার লিপিবদ্ধ বা সূচীবিদ্ধ হইলে যে কোন সময়ে যতবার ইচ্ছা পুনরাবৃত্তীভূত হইবে। ইডিসন ফনোগ্রাফ গ্রাফো ফোঁ নামক আর একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহাদ্বারা উচ্চস্বর সকল উচ্চারিত হইয়া থাকে, ইহা বধিরদিগের একান্ত প্রয়োজন। এক্ষণে ফনোগ্রাফে দুইটী ডায়াগ্রাম ব্যবহার করিতে হয়; একটী দ্বারা স্বর লিপিবদ্ধ করা ও অপরটীর দ্বারা আবৃত্তি করা হয়। যাহাতে এক ডায়াগ্রামেই এই উভয় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, ইডিসন তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

ক্রমশঃ

শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন দত্ত প্রদত্ত পারিতোষিকের নিমিত্ত দেশীয় স্ত্রীলোকের রচনা।

১৮৯০ সালের ৩০এ ডিসেম্বরের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে বাবু ব্রজমোহন দত্তের পারিতোষিক রচনা সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মহাশয়ের অভিপ্রায়ানুসারে আমরা আহ্লাদের সহিত তাহা পাঠিকাগণের গোচর করিতেছি। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন জন্য রাজপুরুষগণ যে উৎসাহ দান করিতেছেন, তাহার জন্য আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞ। আমাদের পাঠিকাগণের অনেকে এই পারিতোষিক রচনার প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। আমরা আশা করি বর্ত্তমান বর্ষেও অনেকে রচনা প্রেরণে অগ্রসর হইবেন। লেখিকারা কেবল অর্থ লাভকেই লক্ষ্য মনে করিবেন না। এরূপ কার্য্য দ্বারা আত্মোন্নতি, খ্যাতিলাভ এবং দেশের কল্যাণ সাধনেরও সহকারিতা করা হয়। বিজ্ঞাপনটী এই :—

"শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত প্রদত্ত পারিতোষিক পাইবার নিমিত্ত ১৮৮৯—৯০ সালে কোন উত্তম রচনা প্রেরিত না হওয়ায় ১৮৯০—৯১ সালে ৪০৲ টাকা

করিয়া দুইটি পারিতোষিক দেওয়া যাইবে স্থির করা হইয়াছে। "বঙ্গ মহিলার অনুষ্ঠিত গার্হস্থ্য শিল্প" এইটি রচনার বিষয় হইবে।

পারিতোষিক দিবার নিয়ম।—

(১) বঙ্গদেশে জন্ম এমন সকল শিক্ষিত স্ত্রীলোকই, বয়স যতই হউক, এই পারিতোষিকের নিমিত্ত রচনা পাঠাইতে পারিবেন।

(২) যে রচনার নিমিত্ত পারিতোষিক দেওয়া যাইবে, তাহা বাঙ্গলা বা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইবে।

(৩) এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার ছয় মাসের মধ্যে রচনাগুলি পরীক্ষার নিমিত্ত সেণ্ট্রাল টেক্সটবুক কমিটীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক রচনার সঙ্গে রচয়িত্রীর স্বামী, পিতা বা অভিভাবকের এইরূপ নির্দ্দেশপত্র দিতে হইবে যে তাঁহার বিশ্বাসমতে রচয়িত্রী রচনা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই।

পারিতোষিক প্রার্থিনীরা ১৮৯১ সালের ৩০শে জুনের পর না হয় এমন সময়ে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে সেণ্ট্রাল টেক্সটবুক কমিটীর সেক্রেটরীর নিকট আপন২ রচনা পাঠাইয়া দিবেন। যে খামের মধ্যে রচনার কাগজ থাকিবে, তাহার উপর "Brajamohan Dutt Prize Essay" এই কথা লিখিয়া দিতে হইবে। যাঁহার রচনার নিমিত্ত পারিতোষিক দেওয়া হইবে, তাঁহার নাম গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

কোন রচয়িত্রী এক বৎসর পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলে এবং ইচ্ছা করিলে আবার পারিতোষিকের নিমিত্ত রচনা করিতে পারেন। এইরূপ পরবর্ত্তী প্রতিযোগিতায় যদি তাঁহার রচনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে; কিন্তু তাঁহার নীচেই যে রচয়িত্রী যোগ্যতা প্রদর্শন করেন, পারিতোষিক তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে।

যদি পরীক্ষকেরা এরূপ বিবেচনা করেন যে, যে রচনাগুলি প্রেরিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটিও পারিতোষিক পাইবার উপযুক্ত নয়, তাহা হইলে পারিতোষিক দেওয়া যাইবে না।"

নূতন সংবাদ।

১। প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল ত্রিহুত ষ্টেট্ রেলওয়ের অন্তর্গত সমস্তিপুরে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের প্রতি স্থানীয় বাঙ্গালীদিগের বিশেষ যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। অত্রত্য রেলওয়ের ট্রাফিক

ইন্‌সপেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র দে, ভূতপূর্ব্ব মেডিকেল আফিসার শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী, হস্পিটাল আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু ভবনাথ ভট্টাচার্য্য ও অত্রত্য শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণ এই বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা। ২০।২৫টী বালিকা ইহাতে অধ্যয়ন করিতেছে। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের ভিক্টোরিয়া কালেজের জুনিয়র পরীক্ষোত্তীর্ণা জনৈক ছাত্রী শিক্ষয়িত্রীর ভার গ্রহণ করিয়াছেন। রেলওয়ে হইতে এই বিদ্যালয়ে মাসিক ৭৲ টাকা সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। ত্রিহুতে স্ত্রী-বিদ্যালয়ের এই প্রথম সূত্রপাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

২। পার্লেমেণ্টের অন্যতম সভ্য সোয়ান সাহেব ও তাঁহার পত্নী ভারত বাসীদিগের পরমহিতৈষী। তাঁহারা কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহদান করিয়াছেন এবং কলিকাতার অনেক বিদ্যালয়াদি পরিদর্শন করিয়াছেন। বিবী সোয়ান স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিয়াও শ্রোতৃবর্গকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিয়াছেন।

৩। রুসীয় যুবরাজ রাজ-পুতনা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ করিয়া জানুয়ারীর শেষভাগে কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন।

৪। ১লা জানুয়ারি জয়নগর বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। দেশস্থ বহুসংখ্যক ভদ্রলোক মিলিত হইয়াছিলেন, কলিকাতা হইতেও কয়েকটী বন্ধু উপস্থিত হন। বিদ্যালয়ের সম্পাদক বাবু গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রাচীন তন্ত্রের লোক হইয়াও স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি জন্য যেরূপ উৎসাহশীল, তাহাতে তিনি আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

বামারচনা।

শিবচন্দ্র স্বর্গে *

একি সমাচার, শোক পারাবার
উথলে শুনিয়া হৃদয়ে আজ,
বঙ্গের কুমার শিবচন্দ্র আর
নাই মর্ত্ত্যে আজ সেই ভক্তরাজ।
পরহিতে রত পর সেবা ব্রত
পর তরে তাঁর পবিত্র জীবন,
অশীতি বরষে পর হিতোদ্দেশে
যুবকের ন্যায় সাহস উদ্যম।
ধর্ম্ম পথে রত সদা শুদ্ধচিত
ধর্ম্মের জীবনে দীনতার ভাব।
ধনী হয়ে ধন গর্ব্ব হয়েছিল সব খর্ব্ব
চির শান্তচিত বিনীত স্বভাব
বহু দিন হতে অটল ভক্তিতে
সত্য একেশ্বরে করিয়া বিশ্বাস,
ভক্ত শিব আজি মর্ত্ত্যধাম ত্যজি
চলিলেন চির চিন্ময় আবাস।

সুমতি মজুমদার
সমস্তিপুর।

* কোন্নগর নিবাসী পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ভক্ত শিবচন্দ্র দেব মহোদয়ের শোকে এই কবিতাটী লিখিত হইল।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১৩ সংখ্যা। | মাঘ ১২৯৭—ফেব্রুয়ারি ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মাঘোৎসব—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে প্রায় দুই সপ্তাহ কাল মহাসমারোহে এই মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। ব্রাহ্মিকাগণও তাঁহাদিগের বিশেষ উৎসাহ ও ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের একত্র সম্মিলন চেষ্টা দেখিয়াও আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

সিজার-উইচের শুভাগমন—রুশীয় যুবরাজ গত ২৬এ জানুয়ারি কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বড় লাট ও ছোট লাটের বাটীতে ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। ভারত ভ্রমণে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ও গ্রীক যুবরাজ আসিয়াছেন।

নূতন রেলওয়ে—বঙ্গনাগপুর রেলওয়ের পূর্ব্ব ও পশ্চিম অংশ বুকরা নামক স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাইবার পথ অনেক সোজা হইবে।

নূতন গবর্ণর—মান্দ্রাজের নূতন শাসনকর্ত্তা লর্ড ওয়েনলক সস্ত্রীক মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়া শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—গত ২৪এ জানুয়ারি সেনেট গৃহে উপাধি বিতরণ সভা হয়। এ বৎসর ৫৮টী ছাত্র এম এ, ৪২১ বি এ, ১৫৮ বি এল, ১ এম ডি ও ৬টী এম বি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে ৬ জন রমণী। তাঁহাদিগের উপাধি গ্রহণ কালে মহা

আনন্দ ধ্বনি হয়। রাজপ্রতিনিধি একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিলে বাইস চান্সেলর অনরেবল ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটী সুদীর্ঘ ও সুন্দর বক্তৃতা করেন। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য তিনি যাহা বলিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

রাজবৃত্তি—ইংলণ্ডেশ্বরী বার্ষিক ৩,৮৫,০০০ এবং রাজপরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তি ১,৫৮,০০০ পাউণ্ড পান। অন্যান্য দেশের রাজবৃত্তির সহিত তুলনায় ইহা অল্প। জর্ম্মণ সম্রাট ৬,৯০,০০০ রুসীয় সম্রাট ২০ লক্ষ, অষ্ট্রীয় সম্রাট ৯,৩০,০০০ এবং ইটালীরাজ ৬,৫০,০০০ পাউণ্ড পান। এক পাউণ্ডের মূল্য প্রায় ১০ টাকা।

রুসীয় সম্রাজ্ঞী—ইনি যেমন সাধ্বী পতিব্রতা, তেমনি সন্তান-বৎসলা। প্রতিদিন তারযোগে যুবরাজের সংবাদ লন এবং তাঁহার জন্য সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন যুবরাজকে রাজধানীতে প্রত্যাগত দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। রুসীয় রাজবংশের যেরূপ গৃহ শক্র তাহাতে উদ্বেগের কথা বটে। ঈশ্বর যুবরাজকে রক্ষা করুন।

স্ত্রী ভক্ত চরিত।

সিদ্ধ শবরী।

বিশ্বাস, ভক্তিবাসনা, সাধুসেবা প্রভৃতি সদ্‌গুণনিচয় আমাদিগকে এককালে ত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং আমরা পূর্ব্বতন ভক্তচরিত শ্রবণ করিয়া কিছু মাত্র প্রীতি পাই না; বরং অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা করি। "বিশ্বাসে পাইবে বস্তু, তর্কে বহু দূর" ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে যে এই একটী মহামূল্য বাক্য প্রসিদ্ধ আছে, তাহাতেও আমাদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই। বিশ্বাসহীন জীবনে,—ভক্তিহীন দেশে ভক্তচরিতালোচনা বিড়ম্বনা বলিয়াই বোধ হয়। যাহাহউক মিথ্যা গল্প বলা ও মিথ্যা গল্প শোনার প্রথা সকল দেশেই আছে; আজি না হয়, সেই হিসাবেই সিদ্ধ-শবরীর কথার আলোচনা করা যাউক।

রামায়ণ প্রমাণে শ্রীরামচন্দ্রের পঞ্চবটী গমনের পূর্ব্বে সেই বনে একটী চণ্ডাল কন্যা বাস করিতেন। তৎকালে পঞ্চবটীতে যে সকল ঋষি তপস্বীর আবাস ছিল, চণ্ডাল-তনয়া তাঁহাদিগের নিকটেই থাকিতেন, কিন্তু গোপনে,—কেহ তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতেন না। শবরী শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া শেষ রাত্রে গোপনে ঋষিগণের কুটীর দ্বারে রাখিয়া আসিতেন। যে পথ দিয়া ঋষিগণ নদী স্নানে যাইতেন, শবরী গোপনে গোপনে সেই পথের কণ্টক কর্করাদি স্থানান্তর

করিয়া সম্মার্জনী দ্বারা পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। ক্রমে এই সকল বিষয় ঋষিগণের গোচর হইল। কে গোপনে গোপনে এই সকল সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, জানিবার জন্য সাধুগণের কৌতূহল হইল, অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে, শবরীই ঐ সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। শবরীর সাধুসেবা ও ভক্তিবাসনা দর্শনে একজন ভক্তের হৃদয় আর্দ্র হইল। তিনি দয়াপরবশ হইয়া শবরীকে রামমন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন। শবরী কৃতার্থ হইল। নীচজাতীয়া স্ত্রীকে শিষ্যা করায় ঐ ভক্তের প্রতি অন্যান্য কর্ম্মজ্ঞানাভিমানী ঋষিগণ বড়ই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে শবরীগুরু ঋষিশ্রেষ্ঠ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন "যাহার ভক্তি আছে, সে সর্ব্ব বর্ণের শ্রেষ্ঠ।"

এইরূপে কিছু কাল গত হইলে, গুরুদেব শিষ্যা শবরীকে কহিলেন, "আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে,—আমাকে শীঘ্রই লোকান্তর গমন করিতে হইবে,—আমার ভাগ্যে প্রভু শ্রীরাম চন্দ্রের বনলীলা দর্শন ঘটিবে না। তুমি এই আশ্রমে থাকিয়া সাধুসেবা ও স্বীয় প্রভুর ভজন সাধন কর। তুমি প্রভুর লীলা দর্শন করিবে।" শবরী গুরুবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া গুরু-আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন। গুরুদেব স্বধামে গমন করিলেন।

একদিন ঋষিগণ নদীর যে ঘাটে স্নানাহ্নিক করিতে ছিলেন, শবরী সেই ঘাটে স্নান করিতে যান। ঋষিগণ শবরীকে দেখিয়া অত্যন্ত অশ্রদ্ধার সহিত তিরস্কার করিতে লাগিলেন। নিরপরাধা শবরী নীরব। তৎক্ষণাৎ সেই স্থানের জল রক্ত ও কীটময় হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে ঋষিগণ ঘৃণাবিরক্তচিত্তে পলায়ন করিলেন। শবরী ভজনানন্দিত মনে গুরুর আশ্রমে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যখন তিনি কিছু ভাল ফলমূল পান, আপনি না খাইয়া, কবে প্রভু রামচন্দ্র আসিবেন, তাঁহার জন্য রাখিয়া দেন। এমন কি, কোন ফলমূল খাইতে খাইতে মিষ্ট বোধ হইলে, সেই অর্দ্ধভুক্ত উচ্ছিষ্ট ফলমূলই প্রভুর জন্য রাখিয়া দেন। উৎকট প্রেমে আচার বিচার নাই।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে শ্রীরামচন্দ্র সেই বনে আগমন করিলেন। বনে প্রবেশ করিয়াই "আমার শবরী কোথা" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শবরী পিপাসু চাতকীর ন্যায় তাঁহার আগমনপথ চাহিয়াছিলেন, প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়াই তাঁহার চরণে গিয়া নিপতিত হইলেন। দয়াল প্রভু তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন, তখন শবরী তাঁহার অনুপম রূপসাগরে নিমগ্ন হইলেন। দরদরিত প্রেমধারা গলিত হইতে লাগিল। অনুজ লক্ষ্মণ ঠাকুর উভয়ের প্রেমোচ্ছ্বাস দর্শনে বিগলিত হইতে লাগিলেন। শবরীর আনন্দের সীমা

নাই। তিনি তাঁহার কুটীর দ্বারে পত্রাসন রচনা করিয়া প্রভুকে তদুপরি বসাইলেন এবং অতি যত্নে রক্ষিত ফল মূল আহার করিতে দিলন। প্রভু সেই ভক্তদত্ত শুষ্ক ও উচ্ছিষ্ট ফলাদি মহানন্দে ভোজন করিলেন। শুদ্ধভক্তিময়ী সিদ্ধ শবরী প্রভু ভক্তবাৎসল্য দর্শনে আত্মহারা হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর প্রভু নদীতটে গমন করিয়া নদীর জল শোণিতাক্ত ও কীটাকুলিত হইয়াছে কেন, ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলে কেহই তাহার কারণ বলিতে পারিলেন না। তখন তিনি নিজেই বলিলেন,—"তোমরা শবরীকে অবজ্ঞা করিয়াছিলে, সেই ফলে জল ঐরূপ হইয়াছে। পুনরায় শবরীর পাদস্পর্শ মাত্রে ঐ জল পবিত্র হইবে।" ভক্তিবিরোধী ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ প্রভুর বাক্যের সত্যতা পরীক্ষার্থ তদোক্ত অনুষ্ঠান করিলে নদীজল নির্ম্মল হইল। তখন সকলেই শবরীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভু এইরূপে স্বয়ংই শবরী উপলক্ষে ভগবদ্ ভক্তির মহিমা প্রচার করিলেন।

আজিকার বাজারে এই বিবরণ ফুৎকারে উড়িয়া যাইবারই কথা। কিন্তু যাহার বিশ্বাস আছে,—ভক্তি আছে,—ভক্তি—ভক্ত—ভগবানে অভেদবুদ্ধি আছে; তিনি বুঝিবেন, ঐ বিবরণে কিছু আছে,—কি না আছে।

যদুবংশ।

আর্য্যবংশের মধ্যে যদুবংশ অতি বিস্তৃত। সভ্য জগতে এমন স্থান নাই যাহাতে যদুবংশীয়েরা বাস না করেন। যদিও দেশ ও ধর্ম্ম ভেদে এই বিশাল বংশের অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্মচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন, তথাপি অনুপূর্ব্বিক ঐতিহাসিক বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায় যে সভ্য জগতের অর্দ্ধেক রাজবংশ ও রাজ্য এই বিশাল বংশ তরু শাখা প্রশাখায় বর্দ্ধিত। এই বংশে ভুবনবিখ্যাত বীর ও রাজগণ উদ্ভূত হইয়া সময়ে সময়ে সসাগরা পৃথিবীর উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। এই বিশাল বংশে, যে দুই মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা জনসমাজে এক নামে অভিহিত হইয়া অদ্যাবধি লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকেন, আমরা যথা স্থানে তাঁহাদের বিষয় আলোচনা করিব।

পুরাণ পাঠে জানা যায় যে নহুষ তনয় যযাতির পুত্র যদু হইতে যদুবংশের উদ্ভব। মহারাজ যযাতির দুই স্ত্রী; প্রথমা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা—নাম দেবযানী; দ্বিতীয়া—দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বার কন্যা,—নাম শর্ম্মিষ্ঠা।

মহারাজ যযাতি, দেবযানীর গর্ব্ভে যদু ও অনু এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ভে তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য ও পুরু নামক পাঁচটী পুত্র লাভ করেন। এই পুত্রগণের মধ্যে যদু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। পুরাণ বলেন, পিতৃ আজ্ঞা অবহেলা করায়, যদু নিজের জ্যেষ্ঠ স্বত্বাধিকারে বঞ্চিত হয়েন। পুরাণ যে কেন শাস্ত্রানুসারে যদুর প্রতিলোমজত্বের বিষয় উল্লেখ করেন নাই, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে মহামুনি ব্যাস (১) যদুর প্রতিলোমজত্ব দোষ না ধরিয়া কেবল পিতৃআজ্ঞা অবহেলনকারী বলিয়া পিতৃ রাজ্য হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন, (২) আবার তিনিই বলিয়াছেন যে,—"অধমাদুত্তমায়ান্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ।" (৩) বিষ্ণু বলেন—"প্রতিলোমাস্তু আর্য্যবিগর্হিতাঃ।" (৪) গোতম বলেন—"প্রতিলোমাস্তু ধর্ম্মহীনাঃ।" (৫) দেবল বলেন,—"বহির্বর্ণাঃ প্রথিতাঃ প্রতিলোমজাঃ" এস্থলে দেবযানী উৎকৃষ্টবর্ণ ব্রাহ্মণ কন্যা, আর যযাতি তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতি ক্ষত্রিয়। প্রথমোক্ত শ্লোকটীতে প্রকাশ যে অধম বর্ণ হইতে উত্তমবর্ণার গর্ভজ সন্তানই প্রতিলোমজ। এই প্রতিলোমজের প্রতি শাস্ত্র যে রূপ ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে যে শাস্ত্র, সবর্ণাগর্ভজ পুত্র বিদ্যমান থাকিতে বা অনুলোমজ বর্ত্তমানে প্রতিলোমজকে জ্যেষ্ঠের সম্মান প্রদান করিবেন ইহা সম্ভব নয় সত্য, কিন্তু আমরা বলি যে পুরাণ, যদুর সময় বোধ হয়, শাস্ত্র ভুলিয়া গিয়া থাকিবেন। যদি কেহ বলেন যে যদু অনু সেই দোষেই রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই; কিন্তু পুরাণ, যদু ও অনুর সে দোষটী পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, আর যদি তাহাই হইবে তবে জ্যেষ্ঠ স্বত্বানুসারে তুর্ব্বসু রাজা হইতে পারিলেন না কেন? সুতরাং এস্থলে শাস্ত্রে ও পুরাণে অনৈক্যতা দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক প্রথম চারিটী পুত্র পিতার বিরাগভাজন হওয়ায় সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরুই পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। এই পুরু হইতে পৌরব বংশ। এই বংশে কুরু নামে যে মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারই বংশে ভুবনবিখ্যাত কৌরবগণ সমুদ্ভূত হয়েন, সুতরাং পৌরব ও কৌরব একই বংশ। যযাতির পরিত্যক্ত চারি পুত্র পিতৃরাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিজ নিজ অদৃষ্ট পরীক্ষার্থে চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যদু ও তাঁহার বংশধরগণ সিন্ধুনদ হইতে সুদূর কাস্পীয়ান সাগর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। এই যদুর রাজধানী অদ্যাপি "যদুকাতাক্বা" নামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ২য় অনু, তৎকালের বেদরহিত পূর্ব্ব দেশে "অঙ্গ" নামে রাজ্য স্থাপন করেন। ৩য় তুর্ব্বসু, হিমালয়ের পরপার

(১) মহাভারত আদিপর্ব্ব যযাতি উপাখ্যান, (২) ব্যাস সংহিতা প্রথম অধ্যায়। (৩) বিষ্ণু সংহিতা। (৪) গোতম সংহিতা ৪র্থ অধ্যায়। (৫) পরাশর ভাষ্য ২য় অধ্যায় ধৃত।

বিশাল ভূখণ্ডে—তিব্বত নামক দেশে নিজ বংশতরু রোপণ করেন। ৪ ক্রহ্যু, পৌরাণিক দ্রাবিড় দেশে আধিপত্য স্থাপন করেন, ইঁহারই বংশাবলী বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং দেশ ও ভাষাভেদে তাঁহাদের রীতি, নীতি ও ধর্ম্মের বিস্তর বিভিন্নতা হয়। এই ঘটনার বহু দিন পরে মহামুনি ব্যাস সর্ব্বজন হিতকর উপদেশ পূর্ণ মহাভারত প্রণয়ন করেন। সুতরাং তিনি মহারাজ যযাতি বংশকে স্বইচ্ছায় অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে না দিয়া উহা যযাতির অভিশাপ বলিয়া, যযাতির বংশীয় বিধর্ম্মীদিগের দোষ খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন, অন্য পক্ষে ইহার মূলে এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন যে পুত্রের পক্ষে পিতৃ আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে, গান্ধার (ক্যাণ্ডাহার), বাহ্লিক (বাক) তিব্বত (চীন), উত্তর কুরু ও মঙ্গোলীয়া প্রভৃতি দেশ ভারতের সীমা। * ইহার পর বোধহয় মহাজঙ্গল ছিল। পার্ব্বতীয় দেশ সমূহে অল্পসংখ্যক লোক বাস করিত। পূরাণ বলেন যে ঐ সকল দেশ সাধারণ মনুষ্যের অগম্য এবং উক্ত দেশ সকলের অধিবাসীরা যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দৈত্যনামে আখ্যাত, ইহারা সংখ্যায় তিন লক্ষ। ইহাতে বোধ হয় যে এখন যেস্থান বহুলোকাকীর্ণ ও মহা মহা সাম্রাজ্যে পরিণত, সেই সকল স্থান অতি পুরাকালে অল্পলোকের বাসস্থান ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এই জন্য যদুগণের পশ্চিম এসিয়া—এমন কি ইয়ুরোপ ও আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গল অধিকার পূর্ব্বক অসভ্য বন্য লোকদিগকে জয় করা সহজ হইয়াছিল। তাহা হইলে কি হয়, প্রধান প্রধান যদুগণ পূর্ব্বদিকে ক্রমেই অগ্রসর হইয়া পঞ্চনদ ও নর্ম্মদার কূলে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। পুরাণ কথিত মাহিষ্মতী পুরী ইঁহাদেরই স্থাপিত। হৈহয়, কীর্ত্তবীর্য্য ও তালজঙ্ঘ প্রভৃতি বীরগণ এই যদুকুলের শাখাবংশসম্ভূত হইয়া বহুকাল সাম্রাজ্য ভোগ করেন। এই যদুকুলের অন্যতম শাখা সূর্য্যবংশীয় নৃপতিদিগকে পরাজয় করিয়া মথুরাপুরী হস্তগত করেন, এমন কি ইঁহারা দক্ষিণাপথ হইতে গোদাবরী, কাবেরী ও কৃষ্ণা নদীর তটেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া আপনাদের বল বিক্রম বহু কাল অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ইঁহারা সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপ হইতে সূর্য্যবংশীয়দিগকে বিতাড়িত করেন, এবং দ্বারকা পুরী ইঁহাদের কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার পূর্ব্বে ভারতে এই বিশাল বংশ যদু, ভোজ, বৃষ্ণি, শিনি, চেদি, দেবী ও অন্ধক এই সপ্ত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। হরিকুলেশ বলরাম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, প্রথমোক্ত যদুকুলকে অলঙ্কৃত করেন এবং বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই বংশ, হরি বংশ বলিয়া প্রথিত।

* উইলিয়ম কুক টেলর আদিম ইতিহাস—১০। ১১ পৃষ্ঠা দেখ।

হৈহয় ও তালজঙ্ঘ যখন সূর্য্যবংশীয় সগর নৃপতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহার বহু পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয়েরা ভারতে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, অযোধ্যানগরী তাঁহাদের রাজধানী ছিল। অযোধ্যাভূষণ শ্রীরামচন্দ্রের পর হইতে ক্রমে ক্রমে সূর্য্যবংশীয়দিগের তেজ, চন্দ্রবংশীয় পৌরবগণ কর্ত্তৃক হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার পূর্ব্বেই পৌরবগণ ভারত সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। পূর্ব্ব ভারতে পৌরবগণের রাজধানী মগধ, মহাবীর জরাসন্ধ তাহার অধিপতি। জরাসন্ধ নিজের দুই কন্যা যদুপতি উগ্রসেনের পুত্র কংসকে প্রদান করেন। (আমরা "হরিবংশে" কংসের জন্ম বিবরণ লইয়া যে একটী গল্প দেখিতে পাই, তাহা এস্থলে আলোচনা করা অনাবশ্যক, সুতরাং কংসকে আমরা উগ্রসেনের পুত্র বলিতে বাধ্য হইলাম।) দুর্বৃত্ত কংস জরাসন্ধকে সহায় পাইয়া নিজ পিতাকে সিংহাসন চ্যুত করতঃ কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া সমস্ত যাদবগণের অধিপতি হইয়া বসিলেন। এদিকে জরাসন্ধও বৃহৎ যদুসৈন্যের সাহায্য পাইয়া ক্রমে ক্রমে হস্তিনার সহকারী রাজগণকে স্ববশে আনিয়া একেবারে অদম্য হইয়া উঠিলেন। জরাসন্ধের ও কংসের দুরাচরণে ভারত অচিরে যেন একটী পাপের নিলয় হইয়া উঠিল। যে সকল নৃপতি কংসের ও জরাসন্ধের দুষ্কর্ম্ম সমূহকে ঘৃণা করতঃ বিপক্ষতা অবলম্বন করিলেন, পাপমতি জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কারাবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই কারাবরুদ্ধ হতভাগ্যগণের মধ্যে অধিকাংশই যাদব। এই সময়ে যদুবংশাবতংস বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র অতি পবিত্র, যাঁহারা ইহাকে লম্পট বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বিষয়ে আদৌ অবগত নহেন। পূত চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উক্তরূপ দোষারোপকারীগণ নিজ কল্পনা সমুদ্র মন্থন করিয়া করিয়া অতি যত্নে যে হলাহল উৎপন্ন করেন, তাহাই কৃষ্ণের লম্পটত্ব প্রমাণ করে মাত্র; কিন্তু পুরাণ কখনও তাঁহার প্রতি উক্ত দোষারোপ করেন না। ইহার কোন দোষের কথা দূরে থাকুক, ইনি সচ্চরিত্র ও বিশ্বপ্রেমিকত্ব জন্য একটী আদর্শ মনুষ্য বলিয়া বর্ণিত। (ক্রমশঃ)

বিবিধ তত্ত্ব কথা।

স্তোত্র শ্রবণ।

এক ভট্টাচার্য্য এক যজমানের গৃহে বটুক-স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। কতক গুলি বালিকা ভট্টাচার্য্যের স্তোত্র পাঠ শুনিতেছে। ভট্টাচার্য্য মধ্যে মধ্যে সুর করিয়া সংস্কৃত উচ্চারণ করিতেছেন আর স্থানে স্থানে স্তোত্রের লিখিত বিষয় গদ্গদ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তরঞ্জন করিতেছেন। বটুক-স্তোত্রের প্রারম্ভে আছে—

"কৈলাস শিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুং।
শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ পার্ব্বতী পরমেশ্বরম্।"

ভট্টাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, কৈলাসে পার্ব্বতী দেবী বটুকেশ্বর শিবের মাহাত্ম্য শুনিবার ইচ্ছায় শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া একটী বালিকা অপর একটী বালিকাকে বলিল "ভাই! সে কালে দেবতারাও ত স্ত্রীপুরুষে একত্র বসিয়া ধর্ম্মকথা বলাবলি করিতেন! এখনকার লোকে তাহা করে না কেন?"

বালিকা ঠিক্ কথাই বলিয়াছে। এখনকার লোকে স্ত্রীপুরুষের একত্র উপবেশনকেও নিন্দা করে। কেন করে, তাহার অর্থ বুঝি না। উহাতে দোষ কি? দোষ ত নাই, প্রত্যুত গুণ আছে। স্বামীই স্ত্রীজাতির গুরু, স্বামীর নিকটেই তাহাদের ধর্ম্ম শিক্ষা করা উচিত। স্বামীর নিকটে ধর্ম্ম শিক্ষা করিলে স্ত্রী স্বামীর তুল্যধর্ম্মিণী হইয়া ইহ পরলোকে সুখিনী হইতে পারেন। অন্যের নিকট, সমাজের নিকট, পুস্তকের নিকট ও বন্ধুর নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করা স্ত্রীর আবশ্যক নহে। করিলে স্বামীর মতে ঐকমত্য না হইতেও পারে। এ দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরাও আভাসে ঐ কথাই বলিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী স্বামীর সহিত এক যোগে এক ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে রত থাকিবেন, এই হিসাবে তাঁহার অন্য নাম সহধর্ম্মিণী। যে নারী উহা উলঙ্ঘন করে, সে সহধর্ম্মিণী নহে। সমুদায় তন্ত্র শাস্ত্র দেখ দেখিতে পাইবে, সর্ব্বত্রই শিব শিবানী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শিবানীকে ধর্ম্মকথা বলিতেছেন এবং শিবানীও শিবের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতেছেন। ইহার মর্ম্ম কি? উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এই যে, জগতের সমুদায় নারী শিবানীর নিদর্শনে স্বামীর নিকট ধর্ম্ম শিক্ষায় শিক্ষিতা হউক। তাহা হইলেই যথাকালে "শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া" এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সফল হইবে। তাহা হইলেই যথাকালে নরনারী এক হৃদয় হইয়া মনুষ্য জন্মের পূর্ণতা অনুভব করিয়া পরলোকেও পতিপত্নী যোগ অনুভব করিতে সমর্থ হইবে।

স্ত্রী শিক্ষা।

এ শিক্ষা বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত

নহে। ইহাতে বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত কোন প্রসঙ্গও নাই, পুস্তকের কথাও নাই। ইহা আমার একটী পরিজ্ঞাত ঘটনার কথা। ঘটনাটী এই—

হিন্দু স্ত্রীলোকের পুরাণ শুনিতে বড়ই প্রবৃত্তি। কএক বৎসর অতীত হইল, আমার কোন বন্ধুর গৃহে প্রাতে পুরাণ পাঠ এবং অপরাহ্ণে কথকতা হইত। তাহাতে গ্রামের অধিকাংশ নরনারী অপরাহ্ণে আমার সেই বন্ধুর গৃহে কথকতা শুনিতে যাইত। কথা উত্থাপন হওয়ায় কিছু দিন পরে একটী বিস্ময়কর ঘটনার কথা শুনা গেল। কথাটী এই—"সীতারাম মুখোপাধ্যায়ের কন্যা পিতা মাতার অজ্ঞাতে শ্বশুরালয়ে গমন করিয়াছে।"

এমন অনেক স্ত্রীলোক আছে, যাহারা সন্তান সন্ততি না হওয়া পর্য্যন্ত বাপের বাড়ী থাকিতেই ভাল বাসে। আবার এমন অনেক পিতা মাতা আছেন, যাঁহারা কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে ভাল বাসেন না। সীতারাম ও সীতারামের কন্যা উভয়েই ঐ শ্রেণীর লোক। সীতারামের জামাতা অনেকবার সীতারামের কন্যাকে গৃহে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হয় নাই। আজ যে সীতারামের কন্যা পিতা মাতাকে না বলিয়া রাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে গেল, ইহার কারণ কি! এই কথা গ্রামের সর্ব্বত্রই আন্দোলিত হইল। ৪।৭ দিন পরে সীতারামের কন্যা শ্বশুরালয় হইতে সীতারামকে যে পত্র লিখিয়াছিল, সেই পত্রে তাহার ঐরূপ গমনের কারণ ব্যক্ত হইয়াছিল। পত্রখানির কিয়দংশ, এই—

"গিরিরাজদুহিতা সতী রাজকন্যা হইয়াও ভিখারী মহাদেবের ভিখারিণী হইয়াছিলেন এবং পিতাকর্ত্তৃক স্বামীর অবমাননায় প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দানবরাজদুহিতা শচী যখন ত্রিলোকের অধীশ্বরী, তখন তাঁহার পিতা মাতা ভাই ভগিনী রসাতলে গিয়াও উদ্বেগশূন্য হইতে পারেন নাই। এত দিনের পর আমি বুঝিয়াছি, বাপের বাড়ী বাড়ী নহে, শ্বশুর বাড়ীই বাড়ী। পিতামাতা ভাই ভগিনীর সম্পদে বিপদে স্ত্রীজাতির সম্পদ বিপদ হয় না। স্বামীর সম্পদেই সম্পদ, স্বামীর বিপদেই বিপদ। স্বামীর সুখেই সুখ, স্বামীর দুঃখেই দুঃখ। * * * * *"

কি আশ্চর্য্য ঘটনা! কি আশ্চর্য্য জ্ঞানোদয়! কি অদ্ভুত পত্র! কি অনির্ব্বাচ্য শিক্ষা লাভ! যদি কোন স্ত্রী নীতি, ধর্ম্ম ও পবিত্রতা শিখিতে চায়, তবে তাহাকে ঐরূপ শিক্ষা দাও। যদি কোন নারী সুখ দুঃখ চিনিতে চায়, তবে তাহাকে সীতারামের কন্যার উপদিষ্ট পথ অনুসরণ করিতে বল। আমাদের বিবেচনায়, বৃথা বড় বড় অঙ্কপুস্তক না পড়াইয়া ও তাহার জটিল চাতুর্য্যে পণ্ডিতা না করিয়া যদি তাহাদিগকে পৌরাণিক আখ্যায়িকার মর্ম্মসকল হৃদয়-

জয় করাইবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলেই এ জগৎ স্বর্গধাম হইবে, সন্দেহ নাই।

পুত্র ও জননী।

পুত্র স্নান করিতেছে, এমন সময় তাহার জননী আসিয়া বলিলেন, কাল আমার সংক্রান্তির ব্রত উদ্যাপন, তজ্জন্য আজ একখান কাপড় আনিতে হইবে। পুত্র শুনিল, কিন্তু প্রত্যুত্তর করিল না। পুত্রের আহারের সময়েও জননী পুনর্ব্বার ঐ কথা বলিলেন, পুত্র এবারেও হাঁ না কিছুই বলিল না। জননী ভাবিলেন, পুত্র অন্যমনস্ক আছে, তাই আমার কথায় মনোযোগ করে নাই। কিয়ৎকাল পরে পুত্র যখন পরিচ্ছদে পরিবৃত হইয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, জননী তখন পুনর্ব্বার তাহাকে বস্ত্রের কথা বলিলেন। এবার সেই সুপুত্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বিরক্তি সহকারে বলিয়া উঠিল, কতবার বলিতে হইবে? আমি শুনিয়াছি। জননী পুত্রের বৈরক্তি দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, বাপু হে! তুমি লক্ষ বার "চাঁদ ধরে দাও,চাঁদ ধরে দাও" বলিয়া কাঁদিয়াছিলে, তাহাতে আমি একবারও বিরক্ত হই নাই। আমিত তোমাকে দুইবারের পর তিনবারমাত্র বলিয়াছি!!!***

পাঠক পাঠিকা! বুঝিয়াছ? জননী যে আপশোসের কথা বলিলেন তাহা কত গভীর? তাহার অর্থ কত দূর বিস্তৃত? ঐ অর্থ পর্য্যালোচনা করিয়া কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মের বশ্য হওয়া প্রত্যেক নরনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

একটী বৈদিক গল্প।

দেবতারা, অসুরেরা ও মানুষেরা একদা সভা করিয়া বিচারারম্ভ করিল। বিচারের বিষয় দুঃখ। "আমাদের দুঃখ হয় কেন?" এই একই প্রশ্ন সকলের মনে জাগরূক! বিচারে স্থির হইল যে, আমাদের দুঃখের কারণ আমরা নিজে নিজে জানিতে ও স্থির করিতে পারিব না, এ বিষয় পিতামহকে (ব্রহ্মাকে) জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। তিনি আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, সুতরাং তিনিই আমাদের দুঃখের কারণ জ্ঞাত আছেন। আমরা মোটামুটি এই মাত্র বুঝিতে পারি যে, আমাদের দোষেই আমাদের দুঃখ হয়, কিন্তু আমাদের মধ্যে কাহার কি দোষ, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। নিজের দোষ নিজের জ্ঞানে উদিত হয় না। অতএব, এ বিষয় সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকট বিদিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। অনন্তর দেব, অসুর, মানব, ইহারা সকলেই লোক-পিতামহ ব্রহ্মারে দর্শন কামনায় তপস্যারম্ভ করিল। দীর্ঘকাল তপস্যার পর, পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদের নিকট প্রত্যক্ষ আবির্ভূত হইলেন এবং "দ" এই মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিয়া পুনর্ব্বার অদৃশ্য হইলেন।

অনন্তর দেবগণ, অসুরগণ ও মানবগণ পিতামহ ব্রহ্মার ঐ শব্দের অর্থ পর্য্যা

লোচনায় প্রবৃত্ত হইল। দেবতারা ভাবিতে লাগিল, পিতামহ আমাদিগকে কি বলিয়া গেলেন? "দ" শব্দের অর্থ কি? আমরা যে দোষে দুঃখ পাই, পিতামহ হয়ত আমাদের সেই দোষ সংশোধন করাইবার জন্য "দ" বলিয়া সঙ্কেত করিয়া গিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, আমাদের স্বভাবে কি দোষ আছে। অনুসন্ধানে স্থির হইল, আমরা বড় অদান্ত অর্থাৎ আমরা অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ—ভোগবিলাসে রত। বোধ হয় পিতামহ আমাদিগকে বলিয়াছেন, দমধ্বং—দমন কর—ইন্দ্রিয়বেগ সংযত কর।

এদিকে অসুরেরা পিতামহোক্ত "দ" শব্দের অর্থ চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া মনে মনে স্থির করিল, পিতামহ হয়ত আমাদের দুঃখবীজ দোষ পরিত্যাগ করাইবার জন্য সঙ্কেতে "দ" শব্দ বলিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। এখন দেখা যাউক, আমাদের স্বভাবে কি দোষ আছে। বিশেষ অনুসন্ধানের পর তাহারা স্থির করিল, আমরা অত্যন্ত নির্দ্দয়, সর্ব্বদাই দেবতার মনুষ্যের ও পশুর উৎপীড়নে রত আছি, তাই আমাদের দুঃখ হয়। অনুমান হয়, লোক পিতামহ ব্রহ্মা আমাদের বলিয়াছেন, দয়ধ্বং—দয়া কর।

উঁহাদের পরে মনুষ্যেরাও পিতামহোক্ত "দ" শব্দের অর্থ চিন্তায় মনোনিবেশ করিল। মনুষ্যেরা দেখিল, আমাদের স্বভাবে কৃপণতার আতিশয্য আছে অর্থাৎ আমরা সর্ব্বদাই স্বার্থগৃধ্নু থাকি, স্বার্থ ত্যাগ করিতে আমাদের বড়ই কষ্ট হয়। অনুমান হয় উক্ত দোষই আমাদের দুঃখবীজ এবং সেই বীজ ধ্বংস করাইবার জন্য করুণাময় পিতামহ আমাদিগকে বলিয়াছেন, দ অর্থাৎ দদধ্বং—দান কর, স্বার্থ ত্যাগ-বুদ্ধি প্রবলা কর।

গল্পটীর তাৎপর্য্য এই যে, দান্ত হওয়া, জীবের প্রতি দয়া করা এবং অত্যন্ত স্বার্থপর না হওয়াই সুখের ও ধর্ম্মের কারণ। দম, দান, দয়া এই তিনটী দৃঢ়তররূপে স্বভাবগত বা অভ্যস্ত করিতে না পারিলে ধর্ম্ম উপার্জ্জন হইবে না; সুখী হইতেও পারিবে না। কারণ, ঐ তিনটীই ধর্ম্মের ও সুখের প্রধান অঙ্গ।

আপিচ, মানব প্রকৃতিতে দেবভাব, অসুরভাব ও মানবভাব সমস্তই বিদ্যমান আছে, পরন্তু সময়ে সময়ে ঐ ভাবের প্রাবল্য ও দৌর্ব্বল্য হইয়া থাকে। কখন বা দেবভাব প্রবল ও অন্যান্যভাব দুর্ব্বল হয়, কখন বা আসুরভাব প্রবল ও অন্যান্য ভাব দুর্ব্বল, আবার কখন বা মনুষ্যভাব প্রবল ও অন্যান্য ভাব দুর্ব্বল হয়। যখন যাহা হয় তখন তাহা বুঝিয়া লইয়া ইন্দ্রিয় দমন, দয়া ও দানাদি কার্য্য বিধেয়।

একটী সমস্যা।

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় একদা এক রাক্ষসী অদ্ভুত রাজাকে সম্বোধন

করিয়া বলিল, মহারাজ! আমার ৪ চারিটী প্রশ্ন আছে। আপনি অথবা আপনার সভ্যেরা যদি আমার সেই প্রশ্ন চতুষ্টয়ের সদুত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলে তৎশ্রবণে যে তৃপ্তি হইবে তাহাতেই আমার ভোজনস্পৃহা শান্ত হইবে। সদুত্তর না পাইলে আপনার সভাস্থ সভ্যদিগকে ভক্ষণ করিয়াও তৃপ্ত হইব না, সুতরাং আপনার রাজ্য অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক হইব। রাজা রাক্ষসীর এই ভয়ানক বাক্য শ্রবণে ব্যথিত ও ভীত হইলেন এবং বলিলেন, প্রশ্নবাক্য বলুন। রাক্ষসী বলিল, (১) এখানে আছে —সেখানে নাই। (২) সেখানে আছে, এখানে নাই। (৩) এখানেও আছে, সেখানেও আছে। (৪) এখানেও নাই, সেখানেও নাই।

সপ্তাহ মধ্যে ঐ নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন চতুষ্টয়ের সদুত্তর দিতে হইবে, কিন্তু ষষ্ঠ দিবস অতীত হইলেও কোনও সভ্য উহার সদুত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না। পরে সপ্তম দিবসে কালিদাস রাক্ষসীকে নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন।

"রাজপুত্র! চিরং জীব, মা জীব মুনিপুত্রক।
জীব বা মর বা সাধো। ব্যাধ। মা জীব মা মর।"

অর্থ এই যে, (১) রাজপুত্র অধিক কাল বাঁচুক। (২) মুনিপুত্র শীঘ্র মরুক। (৩) সাধু মরুক অথবা বাঁচুক। (৪) ব্যাধও মরুক অথবা বাঁচুক। এই ৪ কথাতেই রাক্ষসীর প্রশ্ন চতুষ্টয়ের প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে। যথা—

ধনি সন্তান ধনমদে মত্ত হইয়া কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান রহিত হয়, নিরন্তর ইন্দ্রিয় পোষণে ব্যাসক্ত হইয়া ভবিষ্যতের চিন্তা করে না এবং শেষে যে পরকালের তাড়ানা আছে তাহা মনে করে না। সুতরাং তাদৃশ ধনি-সন্তানের সম্বন্ধে সেখানে অর্থাৎ পরলোক অতি ভয়ানক। এজন্য বলা হইল তাদৃশ ধনিসন্তানের না মরাই ভাল। মরিলেই সর্ব্বনাশ। ১

মুনিপুত্র এই লোকে নানা ক্লেশ স্বীকার করিয়া পরাৎপর পরমেশ্বরের আরাধনায় কাল কর্ত্তন করিতেছে, সেজন্য সে ইহলোকের সুখে বঞ্চিত হইলেও পরলোকে তাহার জন্য স্বর্গদ্বার খোলা রহিয়াছে। ২

সমদর্শী সাধু ব্যক্তি ইহলোকেও নিরুদ্বেগ, নির্ভয় ও সুখী এবং পরলোকেও তাহার জন্য শান্ত শিবলোক বিস্তৃত। ৩

ব্যাধ ইহলোকে দুঃখী এবং ইহলোকে হিংসাদি কার্য্য করায় পরলোকেও তাহার জন্য নরক অনাবৃত। ৪ অতএব রাজপুত্রের সুখ এই স্থানে আছে, সমস্ত স্থানে নাই। মুনিপুত্রের সুখ এখানে নাই, কিন্তু সেখানে আছে। সমদর্শী সাধুর অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীর সুখ এখানেও সেখানেও আছে। ব্যাধের নীচকার্য্য দৈন্য নিবন্ধন এখানেও সুখ নাই এবং পাপাচারী বলিয়া সেখানেও সুখের সম্ভাবনা পর্য্যন্তও নাই।

সভ্যদেশীয় কুসংস্কার।

অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত আছে, তাহা সকলেই জানেন, এবং তাহা শুনিয়া কেহই বিস্মিত হন না। যেখানে জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করে নাই, অথবা কেবল আংশিক ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে যে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার আধিপত্য করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু যে সকল জনসমাজ বর্ত্তমান সভ্যতা ও বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত, সেখানেও এমন অনেক কুসংস্কার প্রচলিত আছে যাহা শুনিলে বোধ হয় অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। ইউরোপীয় দেশ সমূহের অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে নানাপ্রকার ভ্রান্ত সংস্কার প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি স্থল বিশেষে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেও উহার অধীন দেখিতে পাওয়া যায়। তবে যাঁহারা বিশেষ জ্ঞানী, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমরা এবার সভ্যদেশ প্রচলিত কয়েকটী কুসংস্কারের উল্লেখ করিব।

আলপিনের ঐন্দ্রজালিক শক্তি— ইংলণ্ডের ও ইউরোপের অন্যান্য কোন কোন দেশের অশিক্ষিত লোকদের অন্তঃকরণে আলপিনের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা এইরূপ যে মাটিতে আলপিন পড়িয়া আছে দেখিয়া যে তাহা কুড়াইয়া লয়, তাহার সমস্ত দিন সুখে যায়; কিন্তু যে তাহা কুড়াইয়া লয় না, তাহার সমস্ত দিন দুঃখে যায়।

ইংলণ্ডের করণওয়াল প্রদেশে ম্যাড্রন্ ওয়েল্ নামে একটী কূপ আছে, তাহার জলে গাত্র ধৌত করিলে বেদনা আরোগ্য হয়, এই বিশ্বাসে অনেক লোক সেখানে যায় এবং উহার জলের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু আর এক কারণে ঐ কূপটী বিশেষ বিখ্যাত। অনেকের সংস্কার এই যে কোন বিশেষ মাসের তিথি বিশেষে ঐ কূপের জলে আলপিন বা সূচী ফেলিয়া দিয়া তাহার নিকটস্থ ভূমিতে চাপ দিলে কূপে যে সকল বুদ্বুদ উঠে, তদ্দর্শনে অনিশ্চিত ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই ইংলণ্ডের ডার্বি প্রদেশে বেঞ্জামিন হড্‌সন্ নামক একব্যক্তি পত্নীহত্যা অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তাহার মৃত পত্নীর জামার জেবে একটী ক্ষুদ্র থলীতে কতকগুলি আলপিন ও একখানি কাগজ পাওয়া যায়। ঐ কাগজে পদ্যে নিম্নলিখিত ভাবের কয়েকটী কথা লিখিত ছিল:—

"আমি এই আলপিনগুলি পুড়াইতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু বেন্ হড্‌সনের

(স্বামীর) মন ফিরাইতে ইচ্ছা করি। যতক্ষণ তিনি আমার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা না কহেন, ততক্ষণ যেন তিনি পানাহার না করেন, কথা না কহেন এবং কোন সুখ না পান।"

ইহাতে বোধ হয় স্বামী স্ত্রীতে পূর্ব্বে প্রণয় ছিল, পরে কোন কারণে মনান্তর হয়। তখন স্ত্রী স্বামীর প্রণয় পুনর্ব্বার পাইবার প্রত্যাশায় আলপিনের শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের অন্য কোন কোন প্রদেশে অবিবাহিতা নারীগণ প্রায়ই অন্যাসক্ত প্রণয়পাত্রের প্রেম লাভের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। আমাদের দেশেও অশিক্ষিতা নারীগণ স্বামী অন্যাসক্ত হইলে তাঁহার মন ফিরাইবার জন্য ঔষধ প্রয়োগাদি করিয়া থাকে। ইহাকে গুণ করা বলে। অজ্ঞাতসারে ঐরূপ ঔষধ খাইয়া অনেক স্বামীর বুদ্ধিশক্তির লোপ হইয়া গিয়াছে এরূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়।

হাত হইতে সাবান পিছলাইয়া যাওয়া—অনেক লোক হাত হইতে সাবান পিছলাইয়া যাওয়া অত্যন্ত অমঙ্গলসূচক বলিয়া বিশ্বাস করে। স্কটলণ্ডস্থ হাইলণ্ডের একস্থানে এসম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটী প্রচলিত আছে:—কেট্ এণ্ডেরসন্ নাম্নী একটী স্ত্রীলোক একদিন একটী পর্ব্বতগুহাস্থ কূপে কাপড় কাচিতে গিয়াছিল। গুহায় যাইবার সময় সে পথিমধ্যে একটী দোকান হইতে এক পোয়া সাবান কিনিয়া লইয়া যায়। ঐ সাবান তাহার হাত হইতে পিছলাইয়া জলে পড়িয়া যাওয়াতে সে ঐ দোকান হইতে আবার এক পোয়া সাবান কিনিয়া লইয়া গেল। বিক্রয়কারিণী বৃদ্ধা তাহাতে শঙ্কিত হইয়া কেট্কে একটু সতর্ক হইতে বলিল। কিন্তু কেট্ তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল। ঐ সাবান খানিও তাহার হাত হইতে কস্কাইয়া জলে পড়িয়া যাওয়াতে সে আবার সাবান কিনিতে গেল। এইবারে বৃদ্ধা অত্যন্ত ভীতা হইয়া তাহাকে কাপড় কাচিতে যাইতে নিষেধ করিল। কিন্তু সে কোনও কথায় কর্ণপাত না করিয়া আবার কূপের নিকট চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধার আশঙ্কা এত প্রবল হইয়া উঠিল যে সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কেটের অনুসন্ধানে চলিল। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিল কেট নাই, তাহার বস্ত্রগুলি পড়িয়া রহিয়াছে। তখন সে আর পাঁচজনকে ডাকিয়া আনিল এবং তাহাদের অনুসন্ধানে কূপের তল হইতে কেটের মৃতদেহ পাওয়া গেল।

অন্যের ব্যবহৃত জল—ইংলণ্ডের রট্ল্যাণ্ড শায়ারে অনেকের ধারণা এই যে অপর কেহ যে জলে হাত ধুইয়াছে, সে জলে হাত ধুইবার পূর্ব্বে জলের উপর ক্রুশাকৃতি চিহ্ন (+) দেওয়া উচিত। নতুবা যে ব্যক্তি প্রথমে হাত ধুইয়াছে, তাহার সহিত দ্বিতীয় ব্যক্তির বিবাদ

হয়। ডিবন শায়ারেও এই কথা অনেকে বিশ্বাস করে এবং তথাকার লোকেরা জলের দোষক্ষালনের জন্য কেবল ক্রুশাকৃতি চিহ্ন যথেষ্ট নহে মনে করিয়া সেই জলে থুথু নিক্ষেপ করে। ডিবন্ শায়ারের লোকের আর একটী সংস্কার এই যে একটী নির্দ্দিষ্ট বয়সের পূর্ব্বে শিশু সন্তানের হস্তের তলদেশ ধৌত করাইয়া দিলে ভবিষ্যতে সে দরিদ্র হয়। করণওয়ালের লোকের বিশ্বাস এই যে বাম হস্তের তলদেশ চুল্‌কাইলে অর্থব্যয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু দক্ষিণ হস্তের তলদেশ চুল্‌কাইলে অর্থ লাভ হয়। আমাদের দেশেও ইহার অনুরূপ কুসংস্কার প্রচলিত আছে। আমাদের দেশেরও অনেকের বিশ্বাস আছে যে হস্তের (বিশেষতঃ দক্ষিণ হস্তের) তলদেশ চুল্‌কাইলে ধন লাভ হয়, পদতলের অগ্রভাগ চুল্‌কাইবার ফল ভ্রমণ, মধ্যভাগ চুল্‌কাইবার ফল ধনলাভ, শেষভাগ (গোড়ালি) চুল্‌কাইবার ফল কলহ এবং পিট চুলকাইবার ফল প্রহার লাভ। পদতল চুল্‌কান সম্বন্ধে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, তাহা এই—

"আগ্ চলে, মাঝ ফলে, শেষ বলে।"

এক টেবিলে তের জন;—এক টেবিলে এক সময়ে তের জন লোক আহার করিতে বসিলে এক বৎসরের মধ্যে তাহাদের এক জনের মৃত্যু হইবে এই বিশ্বাস কেবল ইংরেজদিগের নহে, কিন্তু রুষীয় ও ইটালীয়দিগের মধ্যেও বিলক্ষণ প্রবল। মুর বলেন, মাদাম ক্যাটালানি একবার কতকগুলি লোককে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। তিনি যখন দেখিলেন যে ভোজনকারীর সংখ্যা তেরজন মাত্র, তখন তাঁহার গৃহের উপর তলে একজন ফরাসী কাউণ্টেস্ বাস করিতেন, মাদাম তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া ত্রয়োদশের দোষ খণ্ডন করিলেন।

কোয়েটেলেট বলেন যে, বিভিন্ন বয়সের তের জন লোকের মধ্যে একজন যে এক বৎসরের মধ্যে মরিবে ইহা অনেকটা সম্ভব; কিন্তু ঐ সংখ্যা বর্দ্ধিত করিলে ঐ সম্ভাবনা কমা দূরে থাকুক আরও বাড়িবে। কারণ, লোকের সংখ্যা যত অধিক হইবে, তাহাদের মধ্যে একজন না একজনের মৃত্যুর সম্ভাবনা সেই পরিমাণে বাড়িবে ভিন্ন কমিবে না। আডিসন্ তাঁহার স্পেক্টেটর নামক পত্রিকায় এই কুসংস্কারকে অত্যন্ত বিদ্রূপ করিয়াছেন।

লবণ সম্বন্ধে কুসংস্কার;—ইংলণ্ডের উত্তর প্রদেশের লোকে আহার করিবার সময় অপরের প্যাত্রে লবণ দেওয়া অমঙ্গলসূচক বলিয়া বিশ্বাস করে। যাহাকে লবণ দেওয়া হয়, তাহার বিপদ ঘটে। কিন্তু আর একবার লবণ দিলে এই অমঙ্গল নিরাকৃত হয়। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের বিশ্বাস এই যে কাহারও উচ্ছিষ্ট লবণ খাইতে নাই, তাহাহইলে ঐ লবণ যাহার উচ্ছিষ্ট,

তাহার পরিমায়ু হ্রাস হয়। ইংলণ্ডের লোকের আর একটী সংস্কার এই যে কাহারও দিকে লবণ পড়িয়া যাওয়া অমঙ্গলসূচক। মিঃ পেলান্ট বলেন, "ইংরাজ ও জর্ম্মণ জাতির মধ্যে লবণ পড়িয়া যাওয়ার ভয় অত্যন্ত প্রবল। এ সম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাস এই যে ইহাতে ভবিষ্যৎ বিপদ, বিশেষতঃ পারিবারিক বিপদ সূচিত হয়। এই অমঙ্গল নিরাকরণের জন্য মাথা ডিঙ্গাইয়া আগুতে কিঞ্চিৎ লবণ নিক্ষেপের প্রথা প্রচলিত আছে।" লবণ পাত্র উল্টাইয়া লবণ ছড়াইয়া ফেলা অত্যন্ত অশুভসূচক বলিয়া গণ্য। ইহাতে সুহৃদ্ভঙ্গ, অস্থিভঙ্গ ও অন্যান্য শারীরিক বিপদের সম্ভাবনা। মাথা ডিঙ্গাইয়া একটু লবণ ফেলিয়া দিলে এই সকল বিপদ কিয়ৎপরিমাণে দূর হইতে পারে বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। কেহ কেহ এই কুসংস্কারের এইরূপ কারণ দেখান যে লবণ সকল পদার্থকে সুস্বাদু করে বলিয়া পূর্ব্বকালের লোকেরা লবণকে বন্ধুতার চিহ্নস্বরূপ মনে করিতেন এবং অতিসাবধানে অতিথিদিগের মধ্যে উহা পরিবেশন করিতেন; এবং কেহ অসাবধান হইয়া লবণ ফেলিয়া দিলে বন্ধুতার হানি হইবে বলিয়া মনে করিতেন।

প্রণয়ীকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে কোন কোন স্থানে উপর্য্যুপরি নয় দিবস প্রাতঃকালে একটী কবিতা উচ্চারণ করিয়া লবণ পুড়াইবার প্রথা আছে। কবিতাটীর ভাব এই ;—

আমি লবণ পুড়াইতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু আমার প্রণয়ীর হৃদয় ফিরাইতে ইচ্ছা করি। যতদিন তিনি আমার কাছে আসিয়া কথা না কহেন, ততদিন যেন তিনি সুখ ও নিদ্রা হইতে বঞ্চিত থাকেন।

লবণ আহার করা সম্বন্ধেও নানারূপ কুসংস্কার প্রচলিত আছে। কোথাও যাইতে হইলে লবণ সঙ্গে থাকা নিতান্ত আবশ্যক। অনাহারে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও অনেক স্থলে আহারীয় দ্রব্যের সহিত লবণ না দিলে সে তাহা গ্রহণ করে না। আমাদের দেশে সংস্কার এই যে যাহার লবণ খাওয়া যায়, তাহার অনিষ্ট করিতে নাই। এ দেশের দস্যুগণও এই সংস্কারকে মান্য করিয়া চলে। তাহারা যাহার লবণ খাইয়াছে, প্রাণান্তেও তাহার অনিষ্ট করে না, এবং যাহারা অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা রাখে, কদাচ তাহার লবণ খায় না। উত্তর পশ্চিমেও এই সংস্কার প্রচলিত আছে এবং 'নিমক হারাম' শব্দ কৃতঘ্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বলেন যে আরব প্রভৃতি দেশে মরুভূমি ভ্রমণের সময় প্রায়ই লোকে লবণ সঙ্গে রাখে, কারণ উহা তৃষ্ণানিবারক এবং ঐরূপ স্থানে কাহাকেও লবণ খাইতে দেওয়া বিশেষ বন্ধুতা বা দয়ার পরিচায়ক। এই জন্য যে এরূপ ব্যক্তির অনিষ্ট করে, সে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ বলিয়া ঘৃণিত হইয়া থাকে।

সম্ভবতঃ মুসলমানদিগের সংস্রবে আসিয়া আমাদের দেশেও এই সংস্কার প্রবেশ করিয়াছে যে যাহার লবণ খাওয়া যায়, তাহার অনিষ্ট করিতে নাই।

সতীধর্ম্ম।

১ম প্রবন্ধ।

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার উক্তি)

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা ॥১॥

পতিই যাহার ব্রত পতিই জীবন,
পতি ভিন্ন অন্য ধনে নাহি যার মন ;
গৃহকর্ম্মে দক্ষা যেই সন্তান-জননী,
'ভার্য্যা' এ সার্থক নাম ধরে সে রমণী।১

অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ ॥২॥

মানবের অর্দ্ধ অঙ্গ জানিবে ভার্য্যায়,
মানবের শ্রেষ্ঠতম ভার্য্যাই সহায় ;
মানবের ত্রিবর্গের ভার্য্যাই আশ্রয়, (১)
ভার্য্যাগুণে লোকে ভবসিন্ধু পার হয়।২।

ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ সভার্য্যা গৃহমেধিনঃ।
ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে ভার্য্যাবন্তঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ ॥৩॥

ভার্য্যার আশ্রয়ে লোকে হয় ক্রিয়াবান্,
ভার্য্যাই গৃহীর গৃহ-আশ্রম-নিদান ;
ভার্য্যার প্রণয়ে লোক সদানন্দে রয়,
ভার্য্যার সদ্‌গুণে লোক লক্ষ্মীমন্ত হয়।৩।

সখায়ঃ প্রবিবিক্তেষু ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু ভবন্ত্যার্ত্তস্য মাতরঃ ॥৪॥

ভার্য্যাই বিজন-বন্ধু মধুরভাষিণী,
পিতা হেন ধর্ম্মকর্ম্মে সদুপদেশিনী ;
রোগে শোকে দুঃখে লোক হইলে বিহ্বল,
ভার্য্যাই মাতার ন্যায় দেয় শান্তি-জল।৪।

কান্তারেষ্বপি বিশ্রামো জনস্যাধ্বনিকস্য বৈ।
যঃ সদারঃ স বিশ্বাস্যস্তস্মাদ্দারাঃ পরা গতিঃ ॥৫॥

সংসার-কান্তার-মাঝে বিশ্রাম যে চায়,
একমাত্র ভার্য্যা তার বিশ্রাম ধরায় ;
সেই ত বিশ্বাসপাত্র ভার্য্যা যার রয়,
ভার্য্যাই পরম গতি জানিবে নিশ্চয়।৫।

সংসরন্তমপি প্রেতং বিষমেষ্বেকপাতিনম্।
ভার্য্যৈবান্বেতি ভর্ত্তারং সততং যা পতিব্রতা ॥৬॥

বিষম নরকে যদি গতি হয় তার,
তবু তারে ভার্য্যা নাহি করে পরিহার ;
পতিত পতিকে সতী করিয়া উদ্ধার,
তারি সনে স্বর্গধামে করয়ে বিহার।৬।

ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
তদ্বদ্ ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে ॥৭॥

জোরে টানি' আনি' সর্প গর্ত্তমধ্য হ'তে,
সাপুড়িয়া তার সনে খেলে নানামতে ;
তেমনি সঙ্কটে করি' পতির উদ্ধার,
সতী নারী তার সনে করয়ে বিহার।৭।

আত্মাত্মনৈব জনিতঃ পুত্রইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাদ্ ভার্য্যাং নরঃ পশ্যেৎ মাতৃবৎ পুত্রমাতরম্ ॥৮॥

নিজ আত্মা ভার্য্যাগর্ভে হইলে উদয়,
তাহাকেই 'পুত্র' বলি' বুধজনে কয় ;

---

(১) "ত্রিবর্গ"—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম।

অতএব অপত্য-জননী যে রমণী,
পতি তারে হেরে যেন আপন জননী।৮।

ভার্য্যায়াং জনিতং পুত্রমাদর্শেষিব চাননম্।
হ্লাদতে জনিতা প্রেক্ষ্য স্বর্গং প্রাপ্যেব পুণ্যকৃৎ ॥৯॥

যেমতি দর্পণমধ্যে আপন মূরতি,
তেমতি ভার্য্যার গর্ভে যে হেরে সন্ততি,
কি আনন্দ লভে সে যে বলা নাহি যায়,
পুণ্যবান্ হাতে হাতে যেন স্বর্গ পায়।৯।

সুসংরব্ধোঽপি রামাণাং ন কুর্য্যাদপ্রিয়ং নরঃ।
রতিং প্রীতিং চ ধর্ম্মং চ তাস্বায়ত্তমবেক্ষ্য হি ॥১০॥

রতি প্রীতি ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহা কিছু আছে,
সে সকল লভে লোক রমণীর কাছে;
অতএব ক্রোধভরে হারাইয়া জ্ঞান,
নারীর কদাচ না করিবে অকল্যাণ।১০।

দহ্যমানা মনোদুঃখৈর্ব্যাধিভিশ্চাতুরা নরাঃ।
হ্লাদন্তে স্বেষু দারেষু ঘর্ম্মার্ত্তাঃ সলিলেষিব ॥১১॥

কত শত মনোদুঃখ কত শত শোক,
এ সকলে দহ্যমান হয় যবে লোক;
আপন ভার্য্যায় সব যাতনা জুড়ায়,
আতপ-তাপিত যথা সলিলধারায়।১১।

আত্মনো জন্মনঃ ক্ষেত্রং পুণ্যং রামাঃ সনাতনম্।
ঋষীণামপি কা শক্তিঃ স্রষ্টুং রামামৃতে প্রজাম্ ॥১২॥

ভার্য্যাই জনম-ক্ষেত্র আপন আত্মার,
হেন পুণ্য সনাতন ক্ষেত্র নাহি আর;
প্রজাপতি হইলেও কি সাধ্য তাঁহার,
সৃজিতে রমণী বিনা এ বিশ্বসংসার।১২।

ভার্য্যাং পতিঃ সম্প্রবিশ্য স যস্মাজ্জায়তে পুনঃ।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং পৌরাণাঃ কবয়ো বিদুঃ ॥১৩॥

পতিই প্রবেশ করি' আপন ভার্য্যায়,
পুত্ররূপে জন্ম লাভ করে পুনরায়;
ভার্য্যা তাই 'জায়া' নাম করয়ে ধারণ,
শাস্ত্রে ইহা পৌরাণিক কবির বচন।১৩

(ক্রমশঃ)

গৃহ ও সুখ।

প্রথম অধ্যায়।

আজ ফাল্গুন মাসের ১ম দিবস। অনেক দিনের পর প্রকৃতি আজ জাগিয়াছে—কাহার আহ্বানে প্রকৃতির জড়তা, অবসাদ ও অবসন্নতা সহসা অদৃশ্য হইয়াছে কে বলিবে? ঐ প্রকৃতিই আজ হাসি মুখে সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে—আজ আমি জাগিয়াছি, যে ঘুম ভাঙ্গাইয়াছে—প্রকৃতি আজ তাহাকেই ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছে। সংবৎসরের পর আজ নূতন বসন্ত বায়ু প্রবাহিত হইয়া প্রশস্ত প্রান্তরের চারিদিক্ প্রাণ পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। জড় জগৎ আজ জীবন্ত হইয়া প্রাণি-জগৎকে সাদরে আলিঙ্গন করিতেছে। প্রান্তরের সুবিমল সান্ধ্য সমীরণ মৃদুমন্দ লহরী তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে শ্রীধরপুরের প্রান্তবর্ত্তী পর্ণকুটীর গুলিকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে। কোথাও কোন শব্দ নাই—কোন গোলমাল নাই, তথাপি নন্দকুমারের বোধ হইতেছে যেন চারি

দিক হইতে বৃক্ষ লতা—পশু পক্ষী কুটির-বাসী নরনারী বালক বালিকা সকলে সমস্বরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেছে—কি এক সুমিষ্ট ভাব আজ তাঁহার প্রাণে উদয় হইয়াছে! কত প্রকার সাংসারিক চিন্তার গুরুভার তাঁহার প্রাণ মনকে অবসন্ন করিয়াছিল, কিন্তু সুবিমল স্বচ্ছ আকাশে যেমন ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড দাঁড়াইবার স্থান না পাইয়া আপনাআপনি লুক্কায়িত হয়, ঠিক্ সেইরূপ নন্দকুমারের আনন্দ পূর্ণ প্রাণে তাহারা স্থান না পাইয়া অদৃশ্য হই-তেছে। সুমিষ্ট মধুর বসন্তবায়ু তাঁহার প্রাণের উল্লাসকে তরঙ্গপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি মনে মনে বিধাতাকে স্মরণ করিলেন এবং চারিদিকে তাঁহারই স্তুতি বন্দনা হইতেছে শুনিয়া—তাঁহারই আরতি হইতেছে দেখিয়া—তাঁহারই মহিমাতে চারিদিক পূর্ণ হইয়াছে অনুভব করিয়া আনন্দভরে বারবার তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সংসারকে তাঁহা-রই লীলাভূমি মনে করিতে না করিতে তাঁহার গৃহের কথা স্মরণ হইল—সেই মিষ্টভাষী ক্রীড়াপ্রিয় ক্ষুদ্র শিশুগুলিকে স্মরণ হইল—সেই প্রেমলতার প্রতিমূর্ত্তি প্রিয়দর্শন প্রিয়তমার কথা স্মরণ হইল—আদরের ছবি স্নেহের ভগ্নী নিরুপমার কথা স্মরণ হইল—তাহার সেই চিত্তবিনোদন—ক্ষুদ্র বালিকার আধ আধ মিষ্ট কথায় মা—মা রব তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। এমন সময়ে নন্দকুমার দেখিলেন যে নিজের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গৃহে প্রবেশ করিতে না করিতে সেই ক্ষুদ্র বালিকা বিস্তৃত নয়নে একটিবার তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, অমনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অস্ফুটস্বরে মা—মা—মা—বলিতে বলিতে হামাগুড়িয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। নন্দকুমার মিষ্টতার আধার—আনন্দের ক্ষুদ্র পুত্ত-লিকা সেই বালিকাকে ক্রোড়ে লইলেন এবং স্নেহভরে বালিকার কোমল গণ্ডে শত শত চুম্বন দিতে লাগিলেন। কন্যাকে নীরব দেখিয়া নিরুপমা সহসা ভয়চকিত চিত্তে বহির্বাটির দিকে তাকা-ইলেন এবং দেখিলেন দাদা আসিয়া তাঁহার কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া নীরবে আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। ভগ্নী হর্ষোৎফুল্লচিত্তে বৌকে ডাকিয়া বলি-লেন:—বৌ দাদা আসিয়াছেন।

তাড়িতের সংস্পর্শে সমস্ত শরীর যেমন কম্পিত হইয়া উঠে, সহসা এই সংবাদে সাবিত্রীর হৃদয় তেমনি কম্পিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীর পদশব্দ শুনিয়া এবং ভগিনীর সহিত নানা প্রকার প্রলাপ আলাপ শুনিয়া পুলকিতচিত্তে গাত্রোত্থান করিলেন। যে হৃদয় এই সংবাদের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া এই মাত্র চকিত হইয়া উঠিয়াছে, এখনও সে হৃদয়ের উত্তেজনা প্রশমিত হয় নাই,

সংবাদটিকে সত্য বলিয়া অনুভব করিয়া গাত্রোত্থান করিতে না করিতে মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে নন্দকুমার গৃহ প্রবেশ করিলেন এবং ভগ্নী ও গৃহিনীর সম্মুখে আসিয়া ভাগিনীটিকে ভগ্নীর ক্রোড়ে দিলেন। বালিকার আনন্দ-কোলাহলে কুমারী আর তার ছোট ভাই খোকোন জাগিয়া উঠিল। জাগরিত হইয়া দেখে যে খুকি একাই গৃহের সমস্ত আনন্দ সম্ভোগ করিতেছে—ছোট বাবু তাহা বুঝিতে পারিয়াই হউক অথবা কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়াছে বলিয়াই হউক, বৈশাখের বেলাবসানের ন্যায় গভীর গর্জ্জনে গৃহ প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া অশ্রুবারিতে গৃহতল সিক্ত করিতে লাগিলেন। পিতার স্নেহ চুম্বন প্রাপ্ত হইয়া মেজাজটী আরও একটু গরম হইল, এমন সময়ে নন্দকুমার এক কলের পুঁতুলে দম লাগাইয়া দর দালানে তাহাকে ছাড়িয়া দিবা মাত্র সে ক্ষুদ্র ভদ্রলোকটি দুই হাতে একটি জয়-ঢাক বাজাইতে বাজাইতে দালানের এক দিক হইতে ছুটিয়া অন্যদিকে চলিল। তখন খোকাবাবু অশ্রুজল সম্বরণ করিতে করিতে ক্রন্দনের স্বরে হাসির তরঙ্গ তুলিয়া সেই ক্ষুদ্র জয় ঢাকওয়ালার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন, সকলে এই ক্ষুদ্র শিশুর কোমল মুখে রাম ধনুর উদয় দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। পাঁচ বৎসরের বালিকা কুমারী আসিয়া শান্তভাবে পিতার ক্রোড়ে বসিয়া একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল,—

কু। বাবা! সেই গেল শনিবারে একটি বাবুর অসুখের কথা বলে ছিলে। তিনি কেমন আছেন?

বাবা। মা, সে বাবুটি মারা গিয়াছেন, এত ডাক্তার দেখান হলো, সকলে এত কষ্ট স্বীকার করে তাঁহার সেবা করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বাঁচান গেল না।

কু। বাবা সে বাবুটির আর কে আছে?

বাবা। তোমার মত একটি মেয়ে, খোকার মত একটি ছেলে আর তাহাদের মা আছেন।

কু। বাবা এদের কে দেখবে, এরা কি করবে? কোথা থেকে খেতে পাবে? এমন সময় নন্দকুমারের স্ত্রী ও ভগ্নী দুজনেই সন্তপ্তচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "সে বাবুটির মৃত্যুর আগে স্ত্রী কি একবার আসিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন?" নন্দকুমার বলিলেন, না দেখা হয় নাই, সে বাবুর বাড়ী কলিকাতা হইতে অনেক দূরে, আসিতে সময় লাগে। তিনি আসিয়া স্বামীর মৃত দেহ দেখিতে পাইয়াছিলেন। নিরুপমা ও সাবিত্রী দুজনে স্ত্রী-জনোচিত হৃদয়ের আবেগে নানাপ্রকার দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। কুমারী তাহার বাবাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল "ঐ ছোট ছেলে মেয়ে আর তাহার মায়ের কি হবে!"

বাবা। বাবুটির কিছুই ছিল না। কেবল নূতন এই কর্ম্মটুকু হয়ে ছিল। এখন সেই অসহায়া বিধবা এবং তাহার ছেলে মেয়েকে পরমেশ্বর দেখিবেন।

কু। বাবা, পরমেশ্বর কি করিয়া দেখেন? তিনি কি আমাদের দেখে থাকেন?

বাবা। যাহাদের কোন উপায় নাই, তিনিই তাহাদের এক একটি উপায় করিয়া দেন।

কু। কি করে উপায় করেন আমাকে বল না? তুমিত বলেছ তাঁর হাত পা নাই, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি আকাশে আছেন, আবার আমাদের প্রাণের ভিতর থাকিয়া আমাদের সকল কথা জানিতে পারেন, তবে তিনি কি করে লোকের বিপদ আপদে সাহায্য করেন আমাকে বুঝাইয়া দাও না।

বাবা। পরমেশ্বর আমাদের সকলের প্রাণে এমন ভাল বাসার ভাব রোপণ করিয়াছেন যে আমরা কাহারও কোন বিপদের কথা শুনিলে প্রাণে ক্লেশ পাই, হৃদয়ে বেদনা লাগে, তাহাদের অভাবের কথা স্মরণ করিলে সাহায্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মায়। আমাদের বাসায় যত লোক আছেন, সকলেই এই অসহায় পরিবারের দুঃখ কষ্ট দূর করিবার জন্য মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করিবেন বলিয়াছেন।

কু। তাহাতে কত হইয়াছে?

বাবা। মাসে প্রায় ৭।৮ টাকা হইবে।

কু। ইহাতে কি চলিবে?

বাবা। খুব কষ্টে চলিবে। তাঁহারা আমাদের মত পাড়াগাঁয় থাকেন, অল্প খরচে সে সব স্থানে চলিতে পারে, তবুও ৭।৮ টাকায় হবে না।

কু। বাবা, তুমি মাসে কত দিবে বলেছ?

বাবা। মাসে আট আনা করিয়া দিব বলিছি।

কু। কেন, তুমি পঞ্চাশ টাকা পাও, আরও আমাদের জমীর খাজনা আদায় হয়, ধান আসে, কেন মাসে এক টাকা করে দিতে পার না?

বাবা। যেমন পাই, তেমনই খরচও আছে। তোমাদের জন্যই আমার কত খরচ হয়, তাহাত তোমরা জান না।

কু। আচ্ছা আমাকে যে মাসে মাসে একটি করে টাকা দাও, আমি তা চাই না, বাবা তুমি সেই টাকাটি ঐ গরিবদের জন্য মাসে মাসে খরচ কর।

পিতা কন্যার স্বার্থত্যাগ, দুঃখীর প্রতি ভালবাসা ও টান দেখিয়া বিগলিত হৃদয়ে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে কন্যার লাবণ্য পূর্ণ মুখে ঘন ঘন চুম্বন দিয়া বলিলেন মা—পরমেশ্বর সেই বিপন্ন পরিবারের দুঃখ কষ্ট কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য এই দেখ তোমাকেও উপলক্ষ করিয়াছেন। ভাবিয়া দেখ দেখি তোমার টাকাটি

ইহাদের জন্ম খরচ করিতে কে শিখাইল? এই ঈশ্বরের হাত।

কু। বাবা ঠিক্ বলিয়াছ কে যেন আমার প্রাণের ভিতর থেকে বলে দিলে তোর ঐ একটী টাকা তুই কেন তাদের জন্ম খরচ কর্ না? ঠিক বলেছ বাবা ঈশ্বর এই রকম করে মানুষের দ্বারা তাঁহার কাজ করাইয়া লন। আমি এমনি করে তাঁর কথা শুনিতে আর সেই কথার মত কাজ কর্‌তে চেষ্টা করিব।

নন্দকুমার স্নেহভরে কন্যাকে নিজের বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিলেন মা, তোমার ইচ্ছামত আমি সেই পরিবারের জন্ম প্রতি মাসে এক টাকা করিয়া দিব, আর তোমার এইরূপ দয়া বৃত্তিকে উৎসাহ দিবার জন্ম তোমাকেও পূর্ব্বের মত একটাকা করিয়া দিব।

এঞ্জিলম্।

এঞ্জিলম্ একখানি উৎকৃষ্ট চিত্র। ইহার আকার দীর্ঘে ২৫২ ও প্রস্থে ২১২ ইঞ্চ। চিত্রিত বিষয়টী অতি সামান্ত হইলেইও চিত্র খানি সামান্ত নহে। একটী কৃষক স্বীয় পত্নীর সহিত ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেছেন। হঠাৎ সায়ংকালীন উপাসনাজ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইল, কৃষকদম্পতি ব্যস্ত হইয়া কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং গাঢ় মনোনিবেশ সহকারে অবনতমস্তকে একবারে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পার্শ্বে কৃষিকর্ম্মোপযোগী দ্রব্য সকল নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সায়ং কিরণ ও ছায়া যুগপৎ প্রকৃতির বিকাশ ও মলিনতা সাধন করিতেছে। চিত্রকর কেবল ইহাই চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু চিত্রখানি এরূপ গম্ভীর ও সহজ ভাবসম্পন্ন, যে দেখিলেই চমৎকৃত হইতে হয়। ভাবগ্রাহী ব্যক্তির ইহা অমূল্য রত্ন। সম্প্রতি যে রূপ অত্যুচ্চ মূল্যে ইহা বিক্রীত হইয়াছে, শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। চিত্রকর জিয়ান ফ্রাঙ্কস্রি মিলেট (Jean Francois Millet) চিত্রখানি সম্পূর্ণ হইলে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পারিস নগরস্থ প্রদর্শনীতে প্রদর্শনার্থ প্রেরণ করেন। ইহা বিক্রয় করিয়া তিনি ৩৬০ ডলার (ন্যূনাধিক ৭৫০ টাকা) প্রাপ্ত হন। ক্রেতা ১৮৭০ অব্দে ইহাকে ৬০০ডলারে পুনরায় বিক্রয় করেন। কিছুদিন পরেই আবার ইহা ১০০০ ডলারে বিক্রীত হয়। ক্রমে ১৮৮১ অব্দে ইহা ৩২০০০ ডলারে বিক্রীত হইয়াছিল, সম্প্রতি ইহা ১১০০০০ ডলারে (প্রায় তিন লক্ষ টাকা) বিক্রীত হইয়াছে। ক্রেতা নিউইয়র্কবাসী একজন সম্ভ্রান্ত লোক, তাঁহার নাম জেমস্ এফ্ সটন। বলা বাহুল্য যে গুণবান্ ক্রেতা এই দুর্লভ রত্ন সংগ্রহ দ্বারা স্বীয় চিত্রানুরাগিতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

চিত্রকর মিলেট একজন কৃষক

সন্তান, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেনি অন্তর্গত গ্রাভিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৭৫ অব্দে তাহার মৃত্যু হয়। তিনি ৩১ বৎসর শিল্প ব্যবসায় করিয়াছিলেন। এই কাল মধ্যে তিনি প্রায় ৮০ খানি চিত্র অঙ্কিত করেন, সমস্ত গুলিই কৃষি-সম্বন্ধীয় বা গোষ্ঠ বিষয়ক। সোয়ার "The Sower" নামক একখানি চিত্র, ২৫০০০ ডলারে বিক্রীত হয়, তাহাও এঞ্জিলসের অনুরূপ।

গুণগ্রাহিতা শক্তি।

বাগানে কত রকম ফুল ফুটিয়া থাকে। জবা, চাঁপা, গোলাপ, রজনীগন্ধা, কত ফুল ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে যাহারা কেবল সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্যে ফোটে, কেবল ফুটিতে হয় বলিয়া ফোটে, তাহারা ফুটিয়া ঝরিয়া পড়ে, জলবিম্বের মত কাল সাগরে লুকাইয়া যায়। আর যাহারা সৌরভ দিবার জন্যে, দশ জনের জন্যে ফোটে, তাহারা সময়ে ঝরিয়া পড়িতে চায়, কিন্তু তাহাদের সুগন্ধে পাগল হইয়া সৌরভ ব্যবসায়ীরা শুধু শুধু ঝরিয়া পড়িতে দেয় না, মধুর সৌরভে অনেক সুগন্ধি জিনিষ করে। সেই "গোলাপ জল" "বেলী আতর" "ফুলল তৈল" প্রভৃতি জিনিসে ফুলের সৌরভ মাখিয়া রাখে, সৌখীন ব্যক্তিরা তাহা গায়ে মাখিয়া "সুগন্ধময়" হইয়া থাকে; কত ঔষধে ব্যবহার হয়, কত খাদ্যে ব্যবহার হয়, যে রকমেই ব্যবহৃত হউক, ফুলের স্মৃতি, ফুলের কবিতা, ফুলের সৌরভে প্রস্তুত, দেখিলে ফুলের কথাই মনে পড়ে।—ফুলের জগতে যাহা দেখিতে পাই, আমাদের মানব জগতেও এইরূপ। সংসার-উদ্যানে কত রকমেরই ফুল ফোটে—প্রহ্লাদ, ধ্রুব, নারদ, হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, আত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী, গৌতমী, সতী, সীতা, দময়ন্তী, খনা, লীলাবতী, বিদ্যোত্তমা প্রভৃতি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ফুল হইতে জগা, খগা, গণেশ, মালতী, রমণী, মহামায়া প্রভৃতি, কত আগাছার ফুলও ফুটিয়া থাকে। প্রথমোক্ত ফুলগুলি বনে ফুটিয়াও নিজ নিজ সৌরভে জগৎ মাতাইয়াছেন। তাহাদের সৌরভে—স্বর্গীয় সৌরভে ব্যবসায়ীরা এমন অপূর্ব্ব আতর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে, যে "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ" তাহার সৌরভ বৃদ্ধি বই হ্রাস হইবে না! সেই অমৃতময় সুগন্ধ যাঁহারা একবিন্দুও গায়ে মাখিতে পারেন, তাঁহারাও অমরত্ব লাভ করিতে সক্ষম হন। আর শেষোক্ত ফুল ও আগাছার ফুল কখন ফোটে, কখন শুকায়, কেহ তাহা লক্ষ্যও করে না; তাহারা শেষ হইলে আর তাহাদের চিহ্নও থাকে না! যাহাহউক সুগন্ধি ফুল বড় অপূর্ব্ব, বড়

মধুর, কিন্তু জগতে যদি সৌরভ ব্যবসায়ীরা না থাকিত, তাহা হইলে ফুলের সৌরভ ফুলের সহিতই লয় পাইত, দশজনে সে সৌরভ আঘ্রাণ করিত বা কাজে লাগাইত কি করিয়া? আর সাধের মল্লিকা, গোলাপগুলিও (নবদেহ ধরিয়া) ঘরে ঘরে চির নূতন হইয়া রহিত কি করিয়া? আমাদের জগতেও যদি গুণগ্রাহকেরা না থাকিতেন, তাহাহইলে জগতের রত্ন স্বরূপ মহাপুরুষ ও মহিলাগণ চিরদিন পূজিত হইতেন কি করিয়া? বহু শতাব্দী পরেও, তাঁহাদের পদাঙ্ক ধরিয়া আজিকার মনেব প্রতি পাদক্ষেপ করিতে চাহিত কি করিয়া? আর "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এ মহা বাক্যই বা লোকে হৃদয়ঙ্গম করিত কি করিয়া? অতএব গুণগ্রাহকের মহত্ত্ব কখনই উপেক্ষণীয় নহে। ঈশ্বরদত্ত সদ্গুণ গুলিকে সুমার্জ্জিত ও বিকশিত করিয়া নিজের হৃদয়, মন ও আত্মাকে উন্নত হইতে দেওয়াই গুণী ব্যক্তির কার্য্য। আর গুণীর সেই গুণের মর্ম্ম গ্রহণ করাই গুণগ্রাহকের কার্য্য। গুণী যে খানেই থাকুন যতদূরেই থাকুন গুণগ্রাহক তাঁহাকে নিজ হৃদয়ে পূজা করিতে সক্ষম হন; তিনি কোন সুকাজ কিরূপে করিতেছেন, গুণগ্রাহক মনশ্চক্ষে তাহা দেখিতে পান; গুণগ্রাহক গুণীর পবিত্র হৃদয়ের ইতিহাস জানেন, জানেন বলিয়াই তাঁহাকে পূজা করেন। এই জন্যেই আমরা দেখিতে পাই, বিদেশে, সমুদ্র পারে, ম্যাট্‌সিনী, গ্যারিবল্ডি স্বদেশের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, রাণা প্রতাপসিংহের মত জননী জন্মভূমির প্রীত্যর্থে আত্ম বলি দিয়াছেন, তাঁহাদের মহা মহিমায় মুগ্ধ হইয়া বঙ্গতনয় আজি তাঁহাদের উপাসক হইয়াছেন, তাঁহাদের অমৃতময় জীবন চরিত লিখিয়া জীবন পবিত্র করিতেছেন। এ দিকে ভগিনী ডোরা, কুমারী নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি দেবীগণের অলৌকিক পরার্থপরতা, দেবোচিত ত্যাগস্বীকার, প্রভৃতি অসাধারণ গুণে, শতক্রোশ দূরবর্ত্তিনী, অবরোধবাসিনী বঙ্গ মহিলাও তাঁহাদের পদধূলি কামনা করিতেছেন! যে বৃত্তি হইতে লোকে গুণের প্রতি এত আকৃষ্ট হয়, সেই বৃত্তির নাম গুণানুরাগ বৃত্তি—অথবা প্রবন্ধের নামানুসারে আর একটু নামাইয়া বলিতে হইল যে, যে শক্তি লোকের মনকে গুণের দিকে এত টানিয়া লয়, সেই মানসিক শক্তির নাম গুণগ্রাহিতা শক্তি।

(ক্রমশঃ)

—:*:—

রাণী রাসমণি।

সামান্য কৈবর্ত্ত কুলে লইয়ে জনম,
　　মানসিক শক্তিবলে
　　আশ্চর্য্য বুদ্ধিকৌশলে
দারিদ্র্যের শত বাধা করি অতিক্রম,
　　উন্নতি-উচ্চ-শিখরে
　　আরোহণ করি পরে
গরিব দুঃখীর দুঃখ করিতে মোচন,—
　　প্রতিজ্ঞা হইল তাঁর,
　　কেবা হেন আছে আর
পরদুঃখে দিবা নিশি কাঁদে যাঁর মন ?
　　ধীবরের কষ্টকর
　　বসাইছে জলকর
সরকার বাহাদুর, করিয়ে শ্রবণ;
　　বছরে দশ হাজার
　　মুদ্রা দিয়ে—অধিকার
করিলেন জাহ্নবীরে, গোপনে তখন
　　বিস্তারি কৌশলজাল
　　গঙ্গাবক্ষে—সুবিশাল
'বয়ায়' ডুবায়ে রাখি—জাহাজের গতি
　　রোধিলেন রাসমণি;
　　ইংরাজ প্রমাদ গণি
জলকর রহিতের দিলা অনুমতি।
　　নীলকর অত্যাচারে
　　প্রজারা 'মকীমপুরে'
উৎপীড়িত—এই কথা শুনিলেন যাই,
　　সাহস—উৎসাহ দিয়ে
　　লাঠিয়াল পাঠাইয়ে
ব'লে দিলা—তোমাদের কোন ভয় নাই,
　　প্রাণপণে কার্য্যোদ্ধার
　　কর সবে,—ব্যয়ভার—
বহন করিব শিরে সমস্ত আমার;
　　করিও না কোন চিন্তা
　　প্রজাদের সুখহন্তা
নীলকর শত্রুদের করগে প্রহার।
　　সব দর্প করি চূর্ণ,
　　করিলেন আশা পূর্ণ,
বিষদন্ত ভেঙ্গে দিলে কে দংশিবে আর ?
　　ফণা বিস্তারে না ফণী!
　　ধন্যা ধন্যা রাসমণি—
নিবারিলা একেবারে ঘোর অত্যাচার!
　　যখন বিদ্রোহানলে
　　দেশ যায় রসাতলে
তখন যে ভাব রাণী দেখাইলা সবে,
　　ভুলিবে না কোন দিন
　　সমস্বরে চিরদিন
গাইবে তোমার যশ মাতিয়ে উৎসবে!
　　যাঁর প্রতি অত্যাচার
　　তাঁরে হেন ব্যবহার
ভাবিলে অবাক্ মন—বিস্ময়ে মগন!
　　অকাতরে অর্থরাশি
　　বিলায়ে বিপদ নাশি
অন্ন বস্ত্র হয় হস্তী করিয়ে অর্পণ,
　　বাঁচাইলা বিপন্নেরে,
　　জগৎ সে দৃশ্য হেরে
মোহিত স্তম্ভিত—আজি করে গুণগান।
　　(বুঝি) দয়ার মূরতি এসে

জনমিলা বঙ্গদেশে
(তাই)পরদুঃখে বিগলিত কোমল পরাণ!
রারাণসী তীর্থধামে
যাইবেন এই কামে—
করিলেন যত কিছু সব আয়োজন;
হঠাৎ শুনিলা রাণী,
যেনগো সে দৈববাণী,—
'অকাল ছুর্ভিক্ষ দেশ করিছে শোষণ,
দীন দুঃখী শত শত
মরিতেছে অবিরত
তাদের ফেলিয়ে কোথা করিছ গমন?
জীবনের মহাব্রত
পালনে থাকহে রত,
অন্নছত্র খুলি সবে করাও ভোজন।'
থামাইয়ে তীর্থযাত্রা
দুঃখীর জীবন যাত্রা—
নির্ব্বাহে খুলিয়ে দিলা নিজের ভাণ্ডার,
(তাই) ভারতে রাণীর জয়,
ঘোষিল নরনিচয়
অকাল মৃত্যুর হাতে পাইয়ে নিস্তার!
একবার পিত্রালয়
গিয়ে দেখে সমুদয়
আত্মীয় স্বজন পরি মলিন বসন,
বিষাদে কাটিছে কাল
(রুক্ষ কেশ বদ্ হাল)
অমনি নিজের বস্ত্র করিলা বর্জ্জন।
বিতরি নূতন বাস
দীনতা করিলা নাশ
তেল মাখাইয়া দিলা সকলের চুলে,
অতুল সম্পদ লভি
শৈশবের সেই ছবি
স্মৃতি হ'তে একেবারে যান নাই ভুলে।

সাবট্টি বছর কাল
সুখে পালি প্রজাপাল
কালের করাল মুখে করিলা প্রবেশ;
কৃষকনন্দিনী হয়ে
রাণীর উপাধি লয়ে
কতই গৌরবান্বিত করিলা এদেশ!
এনহে কবি-কল্পনা,
শুন শুন বঙ্গাঙ্গনা,
ধীবরের ঘরে হেন রমণীরতন
জনমিল যেই দেশে
তার পরিণাম শেষে
এই হল?—ভাবি নাই স্বপনে কখন!
পাইতেছে উচ্চ শিক্ষা
সভ্যতা-মন্ত্রেতে দীক্ষা
জাতীয় ভাবেতে পূর্ণ যাহাদের মন,
নিস্তেজ অসাড় তারা
এ কেমন রীতি ধারা
বুঝিতে না পারি কিছু প্রকৃতি কেমন?
হৃদয়ে মহৎ ভাব
কিসে হয় সে স্বভাব
শিক্ষায় কি হয়?—না না দেখিনা এখন,
কজন শিক্ষিতা বালা
কুটীর করিছে আলা
রূপে গুণে—বল রাসমণির মতন?
ধিক্ শিক্ষা—অভিমান!
দেশের কাজেতে প্রাণ
না দিলে সে ছার-প্রাণে নাহি প্রয়োজন;
কি হবে ফাঁপা শিক্ষায়
যদি না দুর্গতি যায়,
না হয় দুঃখীর সুখ—দেশের কল্যাণ?
তবে এ বড়াই কেন?

চাহিনা কুশিক্ষা হেন
যাহাতে নিরেট করে নারীর পরাণ।
অশিক্ষিতা রাসমনি—
রমণীর শিরোমণি!

এহেন মণির খনি যে ভারত ভূমি
তার কি দুর্দ্দশা হায়!
সকলে দলিছে পায়!
জননীর মর্ম্মব্যথা কি বুঝিবে তুমি?

অদ্ভুত বিবাহপদ্ধতি।

পুরাকালে আমাদের দেশে রাক্ষস বিবাহ নামে এক প্রকার বিবাহপ্রণালী প্রচলিত ছিল। বিবাহার্থী কন্যার গৃহে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তাহার আত্মীয়-গণের অনভিমতে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইত। এখনও ইউরোপ প্রভৃতি অনেক সভ্য দেশে তাহার অনুরূপ একপ্রকার বিবাহ প্রণালী বর্ত্তমান আছে। ফ্রান্স দেশে বেরি নামক স্থানে বিবাহ দিবসে কন্যাও তাহার আত্মীয়গণ কন্যার গৃহে গৃহ-দ্বার বাতায়ন প্রভৃতি অবরুদ্ধ করিয়া লুকাইয়া থাকে। নিয়মিত সময়ে বর-পক্ষীয়েরা উপস্থিত হইয়া নানা কৌশলে প্রবেশ প্রার্থনা করে। প্রচলিত প্রথা-নুসারে প্রথমতঃ উভয় পক্ষীয়ের প্রতি-নিধিরা পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করে। বরপক্ষীয়েরা বলে যে তাহারা পথশ্রান্ত পথিক, বিশ্রাম করিবার স্থান প্রার্থনা করে; অথবা বলে তাহারা চুরি করিয়া পুলিষের ভয়ে লুকাইবার স্থান অন্বেষণ করিতেছে। কন্যাপক্ষীয়েরা তাহাদের প্রার্থনা শ্রবণ না করায় তাহারা ষড়যন্ত্র দ্বারা প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। এই সময়ে উভয় পক্ষ নানা প্রকার কৌতুকজনক তর্ক বিতর্ক করে। বরপক্ষীয়েরা বলে "আমরা রাজসেনা, আমাদিগকে তোমাদিগের বাধা দিবার অধিকার "কি?" কন্যা-পক্ষীয়েরা তাহার উত্তরে বলে—"রজ-নীতে কত তস্কর ভ্রমণ করে, তোমরা সেই তস্করের দল হইতে পার।" এই রূপ কথা বার্ত্তার পর তাহাদিগকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় এবং দুই পক্ষে কৃত্রিম যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে অনেক সময় কেহ কেহ আহতও হইয়া থাকে। তদনন্তর বরপক্ষের নিকট হইতে নিয়মিত অর্থ গ্রহণ করিয়া বরকে কন্যা লইয়া যাইতে দেওয়া হয়।

২। আবিসিনিয়া দেশে বিবাহের পূর্ব্ব রজনীতে বর ও কন্যা উভয়ের গৃহে যুদ্ধকালীন নৃত্যের ন্যায় নৃত্য হইয়া থাকে। বিবাহ দিনে বর বন্ধুবান্ধবের সহিত অশ্বতর আরোহণ করতঃ বন্দুক, তরবারী, বরষা প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হইয়া কন্যার গৃহাভিমুখে গমন করে। বাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহারা কৃত্রিম যুদ্ধ আরম্ভ করে, বন্দুক ছুড়িতে

থাকে, ঘোড়দৌড় করে, অস্ত্র সংঘর্ষণ করিতে থাকে। গৃহে প্রবেশ করিলে পর বর ও কন্যা দুইপক্ষের দুই দল দুই দিকে দণ্ডায়মান হয়। তদনন্তর বর কন্যার পিতার সম্মতি লইয়া তাহাকে স্বীয় বন্ধুদিগের নিকট রাখিয়া পুনর্ব্বার আসুরিক নৃত্যোদ্যমে উন্মত্ত হয়। পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার উভয় পক্ষের মধ্যে কৃত্রিম যুদ্ধ হইতে থাকে, এবং তোপ-ধ্বনি লম্ফ ঝম্ফ, অস্ত্রচালনা পরস্পর আঘাত প্রভৃতি সমাপ্ত হইলে কন্যাকে অশ্বতরোপরি আরূঢ় করাইয়া বরের গৃহে লইয়া যাওয়া হয়।

৩। মেকেসার দ্বীপের রাজকন্যার বিবাহোপলক্ষে নগরের সমস্ত সৈন্য রণ-বেশে সুসজ্জিত হইয়াছিল। বরও সৈন্য সমভিব্যাহারে উপনীত হইলে পর উভয় পক্ষে কৃত্রিম যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রমে কন্যাপক্ষ যেন পরাস্ত হইবার লক্ষণ দেখাইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিল এবং বরপক্ষ অগ্রসর হইল। নগরদ্বারে উপনীত হইলে পর কন্যাপক্ষেরা ভূমিতে একখানা বস্ত্র বিছাইয়া দিল। এই সঙ্কেত দ্বারা বর বুঝিতে পারে যে নগরবাসীদিগকে কিছু দান করিতে হইবে। বর নগরবাসী-দিগকে পানসুপারি প্রভৃতি উপহার দিলে পর ঐ বস্ত্র উঠাইয়া লওয়া হইল এবং তাহারা কিছুদূর গিয়া দেখে পুন-র্ব্বার ঐ বস্ত্র রাখা হইয়াছে। এতদ্দ-র্শনে বরপক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যাপক্ষের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করে এবং যতক্ষণ না আর একবার বরপক্ষ কিছু দান করে, ততক্ষণ পরস্পরে অস্ত্রাঘাত করিতে থাকে। আবার বস্ত্র উঠাইয়া লওয়া হয়। এইরূপ তিন চারিবার বস্ত্র বিস্তার ও দানের পর যখন কন্যার গৃহে বর প্রবেশ করে, তখন গৃহদ্বারে আর একবার বস্ত্র বিস্তার করা হয় এবং তখন বরকে কিছু অধিক দান করিতে হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে দুই একটী পানসুপারি দিয়াই বর নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন, এবার তাঁহাকে পকেট হইতে এক পূর্ণমুষ্টি সুপারি বাহির করিতে হইল, কিন্তু দিতে হইল না, কারণ গৃহীতারা উপস্থিত না হইতে হইতেই বস্ত্র উঠাইয়া লওয়া হইল এবং বর ফাঁকি দিয়া কন্যার গৃহে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে অত্যন্ত কৌতুক ও হাস্য হইয়া থাকে।

অবিনশ্বর স্বর।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

ফনোগ্রাফ দ্বারা নিম্নলিখিত কার্য্য গুলি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

১। বৈষয়িক চিঠি পত্রের মর্ম্ম সকল সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া অবকাশ মতে টাইপ রাইটারের শৃঙ্গ বা কৃত্রিম কর্ণ কর্ণে সংযোগ করিয়া অবলীলা ক্রমে টাইপ রাইটারে লেখা যায়, ক্ষতমাত্র লিখিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

২। সম্পাদকীয় মন্তব্য সকল সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত প্রকারে অবকাশ সময়ে বাহুল্য করিয়া লেখা যায়।

৩। উৎসব সমারোহ ও ভোজে নৃত্য গীত বাদ্য হাস্য পরিহাস কথোপকথন ও বক্তৃতা সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া যদৃচ্ছা ক্রমে সেই সকল পুনরাবৃত্তি করিতে পারা যায়।

৪। সামাজিক,রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত সভা সকলে পঠিত বা কথিত উত্তেজক বক্তৃতা সকল লিপিবদ্ধ করিয়া যদৃচ্ছা ক্রমে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে পারা যায়।

৫। দৈনিক বৃত্তান্ত সকল লিপিবদ্ধ করিয়া অন্ধ ও অনক্ষর ব্যক্তি সংবাদ পত্র শ্রবণ করিতে পারে। সম্প্রতি উচ্চারিত সংবাদপত্রের কল্পনা হইতেছে। যাঁহাদের পড়িবার সুযোগ অল্প, তাঁহারা আহারের সময় ফনোগ্রাফ হইতে সংবাদ সকল শুনিতে পাইবেন। বিজ্ঞানবিদ ইডিসন তজ্জন্য বিশেষ যত্নবান আছেন। ইনি ইহাঁর সদ্যোজাত বালিকার রোদন লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, যদৃচ্ছা শ্রবণ করিয়া সুখী হন। কন্যা বয়স্থা ও নিজে বৃদ্ধ হইলে সেই স্বর শুনিয়া উভয়ে কত আনন্দিত হইবেন।

বিজ্ঞানবিদ্ ইডিসন সভ্যজগতে সুপরিচিত। ইনি আমেরিকার ওহাইও প্রদেশস্থ মিলান নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। এক্ষণে ইহাঁর বয়স ৪২ বৎসর। প্রথমে টেলিগ্রাফ ও পয়েণ্টার বা সিগ্নালোরের কার্য্য করিতেন, কিন্তু কিছু দিন পরেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বৈদ্যুতিক পরীক্ষা দ্বারা জগতে পরিচিত হইয়াছেন। ইহাকে "উইজার্ড অব সায়েন্স" অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক কুহকী বলিয়া থাকে। ইনি দেখিতে সুন্দর, নাতিদীর্ঘ নাতি খর্ব্ব, সুস্থ এবং বলবান্। মস্তকের সরল কেশ সকল ঈষৎ ধূসর বর্ণ। গম্ভীর অক্ষিদ্বয় ঈষৎ পাণ্ডুনীলাভ এবং মুখশ্রী চিন্তাশীলতাপরিব্যঞ্জক। মন সতত উদ্ভাবনী শক্তি ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আসক্ত। "স্বনামে পুরুষ ধন্য"র অগ্রণী হইয়াও ইহার কিছুমাত্র অভিমান বা অহঙ্কার নাই। ক্রমাগত শ্রমের সাফল্যে ও উদ্দেশ্যের কৃতকার্য্যতায় অনেকের

মন উল্লসিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু মহাত্মা ইডিসন সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন। যতই ইঁহার শ্রমের সাফল্য হইতেছে, ততই গবেষণা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই আগ্রহাতিশয় সহকারে উন্নতিমার্গে ধাবমান হইতেছেন। বিজ্ঞানশাস্ত্র ইহা দ্বারা যে কতদূর উন্নতিলাভ করিবে, তাহা একণে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না।

নূতন সংবাদ।

১। গত ৩০এ জানুয়ারি ভারত-হিতৈষী ব্রাডল সাহেব কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন।

২। লেডী ডফারিণের এক প্রতিমূর্ত্তি বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। ইহা নূতন লেডী ডফারিণ হাঁসপাতাল গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৩। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বোম্বাই হইতে ২০ হাজার স্ত্রীলোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট প্রেরিত হইয়াছে। স্বামি ঘর করিবার বয়স বৃদ্ধির জন্য তাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছেন। লক্ষ পুরুষ অপেক্ষা একজন স্ত্রীলোকের মত এ বিষয়ে মূল্যবান্, কিন্তু এ দেশে অবলা বাক্‌শক্তি থাকিতেও বোবা।

৪। রুস্তমবাই ক্রামজী আর্দ্দিসর ভাকীল নাম্নী বি এ উপাধিধারিণী এক কুমারী বোম্বাই উইলসন কলেজের অধ্যাপিকা হইয়াছেন, তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিবেন। ইতিপূর্ব্বে কুমারী কর্ণিলিয়া সরাবজী বি এ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

৫। বসটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৭৮ ব্যক্তি এম ডি (ডাক্তার অব মেডিসিন) উপাধি লাভ করিয়াছেন, ইহার প্রায় অর্দ্ধেক স্ত্রীলোক।

৬। আমেরিকার মহিলাদিগের সুরাপান নিবারণ সম্মিলনের (Woman's Christian temperance union) প্রসিদ্ধ সভ্য বিবি মেরি সি লিভিট সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি লণ্ডন নগরে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার ভ্রমণ কালে অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, চিন ও জাপানে ত্রয়োদশ শত সভায় সুরাপান নিবারণ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। আমেরিকার মহিলাগণ সভ্য জগৎ হইতে সুরাসেবন বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুরার বিপক্ষে প্রচার করিবার ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ!

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। আলো ও ছায়া—কোন কৃতবিদ্য মহিলা কর্ত্তৃক বিরচিত। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার ভূমিকা লিখিয়া ইহা জনসমাজের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি কবিতাগুলির যার পর নাই প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন "স্থল বিশেষে (আমার) নিজের হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে।" হেম বাবু বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি হইয়া যে কবির এরূপ গৌরব করিয়াছেন তাঁহার লেখা যে পাঠক সমাজে সমাদরণীয় হইবে বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ নবীন কবির গভীর চিন্তাশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি, সরল সুললিত ভাষায় হৃদয়ের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা এবং বর্ণনাচাতুর্য্য দেখিয়া হেম বাবুর ন্যায় আমরাও মুগ্ধ হইয়াছি। ইহাঁর প্রতিভা আরও প্রস্ফুটিত হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের উজ্জ্বলতা বিধান করুক, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি।

২। অপচয় ও উন্নতি—শ্রীবিধুচন্দ্র মৈত্র প্রণীত—মূল্য এক টাকা। ইহাতে মানসিক, শারীরিক ও সাংসারিক সকল প্রকার অপচয় সুন্দররূপে প্রদর্শিত ও তাহার প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়নে যথেষ্ট অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিয়াছেন। এরূপ পুস্তক জনসমাজের বিশেষ কল্যাণকর।

বামারচনা।

তুমি তো আমার।

১

তুমিই সকল হরি! তোমারি সকল,
কে আমি যে নিত্য মাগি ভবের কুশল?
হয় হোক দিন রাত,
হয় হোক বজ্রাঘাত,
থাকুক বা ধরা ভরা আঁধার কেবল,
তাই কর ইচ্ছাময়,
যা তোমার ইচ্ছা হয়,
কে আমি যে ঢালিব এ শোক অশ্রুজল?

২

কে আমি ধরার কোণে বেঁধে ছোট ঘর,
এরে বলি "আপনার", ওরে বলি "পর"?
কেমন কুহকে ভুলি,
করি হেন দলাদলি,
কারে বলি "বেঁচে থাক", কারে বলি 'মর';
তোমার জগতে আসি,
আপনারে ভাল বাসি,
কে আমি এমন ভব অবোধ পামর?

৩

এ আমি কোথায় আমি পাই না ভাবিয়া,
কোথা হতে এসে যাব কোথায় চলিয়া?
কেন বা অজানা টানে
যেতেছি মরণ পানে,
পতঙ্গ আগুণে পোড়ে কি ভুলে ভুলিয়া!
বুঝিনাক কোন তত্ত্ব,
কেবলি আমাতে মত্ত,
পড়ে আছি শত ফেরে সংসার জড়িয়া!

৪

তোমার এ ঘরে বিভো"আমি"কি আবার?
"আমার""আমার"করি কি আছে আমার?
সকলি এখানে রবে,
আমারি যাইতে হবে,
আমারি ফুরাবে দিন ফুরাবে সংসার!
কে জানে কি হবে শেষ,
আঁধার অনন্ত দেশ,
পাব কি সেখানে কিছু ভাল বাসিবার?

৫

যা হবার হোক মোর শুনে কাজ নাই,
এসেছি যখন আমি খেটে খুটে যাই;
তুমি নাথ শুভময়,
জানিতেছ সমুদয়,
আমি কেন দিবা রাতি অভাব জানাই?
এ জগৎ থাকে থাক
না থাকে এখনি যাক্,
আমি কেন মোর তরে এটা সেটা চাই?

৬

অথবা—
তোমার এ বিশ্ব দেছ করি মোর ঘর,
যে কদিন থাকি কেন রব "পর পর?"
আমার সুখের তরে
রবি শশী আলো করে,
দুকূল উছলি নদী খেলে তর তর!
জুড়ায়ে আমারি কায়
অনিল দিগন্তে যায়,
বনে ফোটে ফুল, মোরে তোমারি আদর!

৭

কিনা দেছ তুমি মোরে করুণাসাগর,
না পেয়েছি কিবা তব জগত ভিতর?
আশা, প্রীতি, দয়া, স্নেহ,—
মাখা মানবের গেহ,
পাকে পাকে শত পাকে বেঁধেছ অন্তর,
তাই আমি ভিক্ষা চাই,—
তাও কি চাহিতে নাই?—
আমি যে তোমার অণু, আমি যে অমর!
যা মোর আকাঙ্ক্ষা আছে,
ক'ব না তোমার কাছে?
তুমি যে প্রেমের হরি, কিসে করি ডর?
তুমি তো আমারি—আমি কেন হব পর?

৮

তুমি তো আমারি, তবে কেন অশ্রুজল,
"তোমারি মঙ্গল" সে তো আমারো মঙ্গল;
হয় হোক দিন রাত,
হয় হোক বজ্রাঘাত,
ডুবাক অবনী ছুটি জলধির জল,
আমি কেন তার লাগি
ও চরণে ভিক্ষা মাগি,
তোমার মঙ্গল ইচ্ছা ফলুক সুফল!
তাই কর ইচ্ছাময়,
যা' তোমার ইচ্ছা হয়
কে আমি ফেলিব তা'য় নয়নের জল?
তোমারি মঙ্গল সে তো আমারো মঙ্গল।

(প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১৫ সংখ্যা। চৈত্র ১২৯৭—এপ্রেল ১৮৯১। ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শৈলবিহার—রাজপ্রতিনিধি ২৪এ মার্চ্চ কলিকাতা হইতে শৈল-বিহার যাত্রা করিয়াছেন, লেডী ল্যান্সডাউন ইতিপূর্ব্বে সিমলা গিয়াছেন। ছোট লাটও শীঘ্র দার্জ্জিলিঙে প্রস্থান করিবেন।

সুদীর্ঘজীবী—আমেরিকার সান সালভেডর নগরে ১৮০ বর্ষের এক বৃদ্ধ বাস করিতেছেন। ইনি পুষ্টিকর খাদ্য অগ্নুষ্ণ অবস্থায় খান, অধিক পরিমাণে জলপান করেন এবং মধ্যে মধ্যে দুই দিন করিয়া উপবাস করেন।

বরাহনগর মহিলাশ্রম—গত ২৯এ ফাল্গুন ছোটলাট সস্ত্রীক বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম দর্শন করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ স্ত্রী গ্রাজুয়েট—মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় দুইটী ফিরিঙ্গি রমণী উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

রন্ধন পরীক্ষা—পুনা নগরে পারসীক বালিকাদিগের জন্য ৬ জন পরীক্ষিকা নিযুক্ত হইয়াছেন। ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের ১০৮টী বালিকা এ পর্য্যন্ত পরীক্ষার্থিনী হইয়াছেন।

সেন্সস—নূতন লোক সংখ্যা গণনায় কলিকাতার পুরুষ ৪,১৬,১২৩ এবং স্ত্রীলোক ২,৩৪,১২৩ মোট ৬,৫০,২৪৬ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ইংরাজ ও ফিরিঙ্গীর সংখ্যা ৩৫০০০ মাত্র।

রুসীয়েশ্বরের সহোদর—গ্রাণ্ড ডিউক জর্জ আলেক্সিস ও সর্জিয়স কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া রাজ প্রতি-

নিধির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, এবং পশুশালা প্রভৃতি দর্শন করিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছেন।

ভারতেশ্বরীর হিন্দী শিক্ষা—লাহোর শিল্পবিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক রামসিংহ মহারাণীর অসবোরন্ প্রাসাদে এদেশীয় ধরণের একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণার্থে আহূত হইয়া গিয়াছেন, মহারাণী তাঁহার সহিত বিশুদ্ধ হিন্দিভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন।

নূতন আইন—১৯এ মার্চ্চ নূতন আইন পাস হইয়াছে, এখন ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালিকারা রাজবিধি দ্বারা সুরক্ষিত হইবে। হিন্দুসমাজ বালিকার বিবাহের বয়স বাড়াইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করুন্।

অন্ধপ্রদর্শনী— আমেরিকায় ৪০০০ অন্ধের এক প্রদর্শনী হইয়াছিল। বস্ত্রবয়ন, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি নানাকার্য্যে তাহাদিগের আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

বেলুনারোহণ—বাঙ্গালী বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লাহোরে ৭০০০ ফুটের উর্দ্ধে বেলুনে উঠিয়া লম্ফ দিয়া পড়িয়া তত্রত্য লোকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। হাইদ্রাবাদে ভণ টেসেন্ নাম্নী এক বিবী ৬০০০ ফুট ঊর্দ্ধে উঠিয়া ৪ মিনিটের মধ্যে পারাসুটে নামিয়াছেন।

এলাহাবাদ জেনানা হাঁসপাতাল—৪০,০০০ টাকা ব্যয়ে এই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার জয়—বেথুন কলেজ হইতে চারিটী ছাত্রী ফার্ষ্ট আর্টস এবং একটী বিএ পরীক্ষা দিয়াছিলেন, সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এ বৎসর স্ত্রীলোকদিগের শতকরা ১০০ পাস বড়ই গৌরবজনক।

পরিণামে সুরের জয়।

আমরা সুরাসুরের যুদ্ধ বিবরণ পুস্তকে পাঠ করিয়া কতই আশ্চর্য্যান্বিত হই। আমাদের হৃদয়রূপ বাসভূমে যে নিয়ত সুরাসুরের যুদ্ধ চলিতেছে, তাহা কি আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি?

পুরাণ বলেন দিতি-গর্ভজ দৈত্যগণের সহিত অদিতি-গর্ভসম্ভূত আদিতেয়গণের সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিত। এই আদিতেয়গণের অন্যতম নাম সুর ও দৈত্যগণের অন্যতম নাম অসুর। পুরাণপাঠক মাত্রেই জানেন যে পরিণামে সুরের জয় ও অসুরগণের ক্ষয়। সুরগণের জয় আর অসুরগণের ক্ষয় একই কথা, কেননা অসুরগণের ক্ষয় হইলে সুরগণের জয় হইবেই, আর সুরগণের জয় হইলে অসুরগণের ক্ষয় হইবেই।

যদিও সুরগণ মধ্যে মধ্যে অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া অধীনভাবে খাটিতে বাধ্য হইতেন, তথাপি পরিণামে সুরের জয় অনিবার্য্য। যদিও সহস্ররশ্মি অসুর-সরোবরের কমলোন্মেষোচিত কর মাত্র বিস্তার করিয়া অন্য কর রাশি সংযত করিতেন; যদিও চন্দ্র, কি শুক্ল পক্ষ, কি কৃষ্ণ পক্ষ, শিব শিরোমণীকৃত লেখা ব্যতীত আর সমস্ত কলায় অসুরকে পূজা করিতেন;—পবন পুষ্প-হরণাভিযোগে দণ্ডিত হইবার ভয়ে অসু-রের পুষ্পোদ্যানে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারিতেন না; ষড়্ঋতু পর্য্যায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক, উদ্যানপালের ন্যায় পুষ্পস্তোমসম্ভারে অসুরের উপাসনা করিতেন; উপঢৌকনযোগ্য রত্নাদি লইয়া সমুদ্রও অসুরের প্রতীক্ষা করিতেন, জ্বলন্মণিশিখা বাসুকিপ্রমুখ ভুজঙ্গগণ, স্থির দীপ শিখার ন্যায় অসুর গৃহ আলো-কিত করিতেন, ইন্দ্রও পারিজাতপুষ্প দিয়া অসুরের আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতেন; সুরবধূগণ অসুরের ভূষণার্থে নন্দন বৃক্ষের পুষ্প ও পল্লব সুকুমারহস্তে ছিন্ন করিতেন; সুরবন্দিনীগণ অসুর ভয়ে চুপে চুপে রোদন করিয়া অসুরের যথা-যোগ্য সেবা করিতেন;—যদিও অসুর সূর্য্যাশ্বগণের খুর ও মেরুশৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া ক্রীড়া পর্ব্বত প্রস্তুত করিত, মন্দাকিনীর কনক কমল সমূহ উৎপাটিত হইয়া অসুরের ক্রীড়াবাপীর শোভাবর্দ্ধন করিত—যদিও সুরগণ মধ্যে মধ্যে অসু-রের অত্যাচারে হিমক্লিষ্ট নক্ষত্রের ন্যায় মুকুলিত পদ্মের ন্যায় মন্দ প্রভাবিশিষ্ট হইতেন, যদিও বৃত্রহা কুলিসের তেজ সময় সময় অসুরের নিকট নিস্তেজ হইত; পাশ মন্ত্রৌষধি হতবীর্য্য সর্পের ন্যায় দশা প্রাপ্ত হইত; ত্যক্তগদা কুবেরবাহু ভগ্ন-শাখ দ্রুমের ন্যায় দেখাইত; যমের দণ্ড নির্ব্বাপিত অঙ্গারের ন্যায় নিস্তেজ হইত; দেবগণের চরমাশ্রয় বিষ্ণুর সুদর্শন অসু-রের উরোভূষণ স্বরূপ হইত; কিন্তু যখন গুণাকর দেবগণ বুঝিলেন যে দুর্জ্জনেরা প্রতীকার ব্যতীত উপকারে দমন হয় না বরং তাহাদের অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন সুরগণের জয় হইল। আমাদের হৃদয়স্বর্গ লইয়াও সুরাসুরের যুদ্ধ নিয়ত চলিতেছে। সেখানেও সুরগণ অসুরগণ কর্ত্তৃক পরা-জিত হইয়া কতই লাঞ্ছনা ভোগ করি-তেছেন, কিন্তু পরিণামে সুরের জয়।

নিবৃত্তির গর্ভসম্ভূত শম, দম, দয়া, সত্য, ত্যাগ, ন্যায়, প্রেম ও বিশ্বাস প্রভৃতি বিশ্বজনীন বৃত্তিগুলি সুর আর প্রবৃত্তির গর্ভসম্ভূত লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ও স্বার্থ প্রভৃতি অসৎ ভাবগুলি অসুর। এই সুরাসুর মনুষ্যের হৃদয় স্বর্গ অধি-কার করিবার জন্য নিয়ত ঘোর যুদ্ধ করিতেছে। এস্থলেও অনেক সময় অসু-রের জয় হইলেও পরিণামে সুরের জয়। একদিন দস্যু রত্নাকরের হৃদয় স্বর্গে এই যুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল, অসুরগণ-কর্ত্তৃক সুরগণ তখন কতই লাঞ্ছনা ভোগ

নিদ্দির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, এবং পশুশালা প্রভৃতি দর্শন করিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছেন।

ভারতেশ্বরীর হিন্দী শিক্ষা—লাহোর শিল্পবিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক রামসিংহ মহারাণীর অস্‌বোরন্‌ প্রাসাদে এদেশীয় ধরণের একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণার্থে আহূত হইয়া গিয়াছেন, মহারাণী তাঁহার সহিত বিশুদ্ধ হিন্দিভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন।

নূতন আইন—১৯এ মার্চ্চ নূতন আইন পাস হইয়াছে, এখন ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালিকারা রাজবিধি দ্বারা সুরক্ষিত হইবে। হিন্দুসমাজ বালিকার বিবাহের বয়স বাড়াইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করুন্‌।

অন্ধপ্রদর্শনী— আমেরিকায় ৫০০০ অন্ধের এক প্রদর্শনী হইয়াছিল। বস্ত্রবয়ন, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি নানাকার্য্যে তাহাদিগের আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

বেলুনারোহণ—বাঙ্গালী বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লাহোরে ৭০০০ ফুটের উর্দ্ধে বেলুনে উঠিয়া লম্ফ দিয়া পড়িয়া তত্রত্য লোকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। হাইদ্রাবাদে ভণ টেসেন্‌ নাম্নী এক বিবী ৬০০০ ফুট ঊর্দ্ধে উঠিয়া ৪ মিনিটের মধ্যে পারাসুটে নামিয়াছেন।

এলাহাবাদ জেনানা হাঁসপাতাল—৪০,০০০ টাকা ব্যয়ে এই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার জয়—বেথুন কলেজ হইতে চারিটী ছাত্রী ফার্ষ্ট আর্টস্‌ এবং একটী বিএ পরীক্ষা দিয়াছিলেন, সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এ বৎসর স্ত্রীলোকদিগের শতকরা ১০০ পাস বড়ই গৌরবজনক।

পরিণামে সুরের জয়।

আমরা সুরাসুরের যুদ্ধ বিবরণ পুস্তকে পাঠ করিয়া কতই আশ্চর্য্যান্বিত হই। আমাদের হৃদয়রূপ বাসভূমে যে নিয়ত সুরাসুরের যুদ্ধ চলিতেছে, তাহা কি আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি?

পুরাণ বলেন দিতি-গর্ভজ দৈত্যগণের সহিত অদিতি-গর্ভসম্ভূত আদিতেয়গণের সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিত। এই আদিতেয়গণের অন্যতম নাম সুর ও দৈত্যগণের অন্যতম নাম অসুর। পুরাণপাঠক মাত্রেই জানেন যে পরিণামে সুরের জয় ও অসুরগণের ক্ষয়। সুরগণের জয় আর অসুরগণের ক্ষয় একই কথা, কেননা অসুরগণের ক্ষয় হইলে সুরগণের জয় হইবেই, আর সুরগণের জয় হইলে অসুরগণের ক্ষয় হইবেই।

যদিও সুরগণ মধ্যে মধ্যে অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া অধীনভাবে খাটিতে বাধ্য হইতেন, তথাপি পরিণামে সুরের জয় অনিবার্য্য। যদিও সহস্ররশ্মি অসুর-সরোবরের কমলোন্মেষোচিত কর মাত্র বিস্তার করিয়া অন্ত কর রাশি সংযত করিতেন; যদিও চন্দ্র, কি শুক্ল পক্ষ, কি কৃষ্ণ পক্ষ, শিব শিরোমণীকৃত লেখা ব্যতীত আর সমস্ত কলায় অসুরকে পূজা করিতেন;—পবন পুষ্প-হরণাভিযোগে দণ্ডিত হইবার ভয়ে অসু-রের পুষ্পোদ্যানে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারিতেন না; ষড়্ঋতু পর্য্যায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক, উদ্যানপালের ন্যায় পুষ্পস্তোমসম্ভারে অসুরের উপাসনা করিতেন; উপঢৌকনযোগ্য রত্নাদি লইয়া সমুদ্রও অসুরের প্রতীক্ষা করিতেন, জ্বলন্মণিশিখা বাসুকিপ্রমুখ ভুজঙ্গগণ, স্থির দীপ শিখার ন্যায় অসুর গৃহ আলো-কিত করিতেন, ইন্দ্রও পারিজাতপুষ্প দিয়া অসুরের আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতেন; সুরবধূগণ অসুরের ভূষণার্থে নন্দন বৃক্ষের পুষ্প ও পল্লব সুকুমারহস্তে ছিন্ন করিতেন; সুরবন্দিনীগণ অসুর ভয়ে চুপে চুপে রোদন করিয়া অসুরের যথা-যোগ্য সেবা করিতেন;—যদিও অসুর সূর্য্যাশ্বগণের খুর ও মেরুশৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া ক্রীড়া পর্ব্বত প্রস্তুত করিত, মন্দাকিনীর কনক কমল সমূহ উৎপাটিত হইয়া অসুরের ক্রীড়াবাপীর শোভাবর্দ্ধন করিত—যদিও সুরগণ মধ্যে মধ্যে অসু-রের অত্যাচারে হিমক্লিষ্ট নক্ষত্রের ন্যায় মুকুলিত পদ্মের ন্যায় মন্দ প্রভাবিশিষ্ট হইতেন, যদিও বৃত্রহা কুলিসের তেজ সময় সময় অসুরের নিকট নিস্তেজ হইত; পাশ মন্ত্রৌষধি হতবীর্য্য সর্পের ন্যায় দশা প্রাপ্ত হইত; ত্যক্তগদা কুবেরবাহু ভগ্ন-শাখ দ্রুমের ন্যায় দেখাইত; যমের দণ্ড নির্ব্বাপিত অঙ্গারের ন্যায় নিস্তেজ হইত; দেবগণের চরমাশ্রয় বিষ্ণুর সুদর্শন অসু-রের উরোভূষণ স্বরূপ হইত; কিন্তু যখন গুণাকর দেবগণ বুঝিলেন যে দুর্জ্জনেরা প্রতীকার ব্যতীত উপকারে দমন হয় না বরং তাহাদের অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন সুরগণের জয় হইল। আমাদের হৃদয়স্বর্গ লইয়াও সুরাসুরের যুদ্ধ নিয়ত চলিতেছে। সেখানেও সুরগণ অসুরগণ কর্ত্তৃক পরা-জিত হইয়া কতই লাঞ্ছনা ভোগ করি-তেছেন, কিন্তু পরিণামে সুরের জয়।

নিবৃত্তির গর্ভসম্ভূত শম, দম, দয়া, সত্য, ত্যাগ, ন্যায়, প্রেম ও বিশ্বাস প্রভৃতি বিশ্বজনীন বৃত্তিগুলি সুর আর প্রবৃত্তির গর্ভসম্ভূত লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ও স্বার্থ প্রভৃতি অসৎ ভাবগুলি অসুর। এই সুরাসুর মনুষ্যের হৃদয় স্বর্গ অধি-কার করিবার জন্য নিয়ত ঘোর যুদ্ধ করিতেছে। এস্থলেও অনেক সময় অসু-রের জয় হইলেও পরিণামে সুরের জয়। একদিন দস্যু রত্নাকরের হৃদয় স্বর্গে এই যুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল, অসুরগণ-কর্ত্তৃক সুরগণ তখন কতই লাঞ্ছনা ভোগ

করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিণামে সুরেরই জয় হইল। সুরগণ বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হইয়া যখন প্রতীকারার্থ বদ্ধপরিকর হইল, তখন অসুর নিহত ও সুরগণ জয়ী হইলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অসুরগণের ক্ষয় ও সুরগণের জয় একই কথা, কেননা অসুর বর্ত্তমান থাকিতে সুরগণ স্বর্গলাভ করিতে পারেন না। কুবৃত্তি ও সুবৃত্তি অনেকগুলি আছে, ইহার মধ্যেএক একটী কুবৃত্তি ও সুবৃত্তি লইয়া পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দী বলা যাইতে পারে অর্থাৎ স্বার্থের প্রতিদ্বন্দী ত্যাগ, গর্ব্বের প্রতিদ্বন্দী বিনয়, নিষ্ঠুরতার প্রতিদ্বন্দী দয়া, ইত্যাদি। তাই যে কুবৃত্তিটী লয় না পায়, তাহার প্রতিদ্বন্দী সেই সুবৃত্তিটী সেখানে স্থান পায় না; অর্থাৎ যেখানে দয়া সেখানে নিষ্ঠুরতা স্থান পায়না, সুতরাং সুরের জয় অসুরের ক্ষয় একই কথা। তাই দস্যুরত্নাকরের হৃদয় হইতে যাই অসুর বিতাড়িত ও নিহত হইল, অমনি সেই মনুষ্যঘাতী রত্নাকরের প্রাণে একটী সামান্য পক্ষীর মৃত্যুও আঘাত করিল! যিনি স্বহস্তে শত শত কাতর, ভীত, অশ্রুবর্ষণকারী পথিককে বধ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও তাপিত হয়েন নাই, তিনিই ক্রৌঞ্চ-মিথুনের ক্লেশ দেখিয়া প্রাণে আঘাত পাইলেন। যিনি স্বহস্তে কত স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের জীবন বিনষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারই লেখনী-বীণা অদ্ভুত ভ্রাতৃবাৎসল্যের গাথা গাহিয়া জগমন-মোহিত করিয়াছে। একদিন জগাই, মাধাই বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের হৃদয় স্বর্গও অসুরগণ অধিকার করিয়া সুরগণকে কত লাঞ্ছিত করিয়াছিল! সুরগণ অমর, তাই নিহত হয় নাই; কিন্তু পরিণামে সুরের জয় হইল। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তোমার আমার হৃদয় লইয়াও সুরাসুরে ঘোর সংগ্রাম চলিতেছে, কিন্তু এই যুদ্ধ আমার তোমার জীবন পর্য্যন্ত চলিবে, কি একদিন চিরজয়ী সুরগণ জয়লাভ করিবে তাহা কে বলিতে পারে? আমরা যদি নিরপেক্ষ ভাবে আপনাপন হৃদয় স্বর্গ অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে এই সুরাসুরের যুদ্ধে আমাদের হৃদয়াগারের কত সুরগণ কক্ষভ্রষ্ট হইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে। তুমি সুরগণের পক্ষপাতী হইলেও (তোমার মন সমুন্নত হইলেও) দেখিবে যে জ্ঞানোদয় অবধি আজ পর্য্যন্ত সমস্ত হৃদয়ের একটী কক্ষও কোন না কোন অসুর কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল বা আছে। যদি তাহাই না হইবে, তবে আমরা চক্ষের উপর কত দীন দুঃখীর সন্তানকে অনাহারে অবস্ত্রে বিনাচিকিৎসায় যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতে দেখিয়াও আপনাপন সন্তানকে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত ও ক্ষীর সর নবনীত ভোজন করাইয়া সুখ ও স্বচ্ছন্দতা অনুভব করি কেন? সন্তানের জনক জননী হইয়াও দুঃখীর সন্তানের দুঃখ লক্ষ্য করি না কেন? নিজে মনুষ্য

আমি আমার শরীরের মনের সুখের জন্য নিরত ব্যস্ত থাকি, কিন্তু একটী দুঃখীর অভাব বুঝিয়াও বুঝি না কেন? ইহা কাহা কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া করি বল দেখি? অবশ্যই স্বার্থ কর্ত্তৃক। স্বার্থকে আমরা একটী অসুর বলিতে চাহি। যখন দয়া আসিয়া ধীরে ধীরে আমাদের কাণে বলে যে "তোমার শিশুর ৪। ৫ প্রস্ত পরিচ্ছদ আছে, তাহার একটী ঐ শীতার্ত্ত দুঃখী সন্তানকে দাও।" অমনি স্বার্থ আসিয়া দয়ার সহিত ঘোর যুদ্ধ বাধাইবে, ইহাতে অবশ্যই একজনের জয় হইবে। যদিও আমাদের মত দুর্ব্বল হৃদয়ে স্বার্থের জয়, কিন্তু বলা আবশ্যক যে স্বার্থের জয় অনিত্য ও দয়ার জয় নিত্য, কেননা স্বার্থ মর আর দয়া অমর। আমার শিশুর দশ টাকার জামাটা আমার শিশু-সমেত দশটী শিশুর শীত নিবারণ করিতে পারে, কারণ সামান্য পুরু কাপড়ের নয়টাকার দশটা জামায় দশটী শিশুর শীত নিবারণ হয়। (অবশ্যই এই দশটী জামার অংশী ধনীর শিশু নহে, দরিদ্রের শিশু।) এইরূপ একশত টাকার একযোড়া শাল এক জনের শীত নিবারণ করিতে পারে, আবার ঐ একশত টাকার এক একখানি মোটা চাদর ১০০ জনের শীত নিবারণ করিতে পারে। কিন্তু স্বার্থ সর্ব্বদা সেই ন্যায় সুরের প্রতি খড়্গহস্ত। অনেক সময় ন্যায় তাড়িত হইলেও সে অমর এবং ইহার বাসস্থান মনুষ্যের হৃদয়াগার, সুতরাং সে তাড়িত হইলেও তাহার বাসস্থানের মমতা ত্যাগ না করিয়া উপযুক্ত সময় খুঁজিয়া বেড়াইবে। তাই পরিণামে ন্যায়ের জয়, কেননা ন্যায় নিত্য। তুমি তোমার শিশুকে আনন্দিত করিবার জন্য আকাশের চাঁদ ডাকিয়া তাহার কপালে বসাইবে, এই যে মিথ্যা কথা বলিলে, তাহাতে আপাততঃ মিথ্যার জয় হইল বটে; কিন্তু সে যখন বুঝিবে যে আকাশের চাঁদ আসিবার নহে, তখন বিজয়-লক্ষ্মী চিরজয়ী সত্যেরই অঙ্কগত হইবে। মহাত্মা সক্রেটীস ও গালিলিয়ো অসত্যের দাস নির্ব্বোধগণকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের আবিষ্কৃত সত্য বিনষ্ট হয় নাই, সে সত্য অমর। যদি তাহাই না হইবে, তবে মিথ্যার চেয়ে সত্য ভাল, স্বার্থচেয়ে ত্যাগ ভাল, কপটতাচেয়ে সরলতা ভাল, নির্ব্বোধ চেয়ে বুদ্ধিমান ভাল, ক্রোধ চেয়ে ক্ষমা ভাল, মন্দ চেয়ে ভাল ভাল, এসব ভালর উদ্ধার কোথা হইতে হইল? ব্যক্তিগত তোমার আমার হৃদয় অসুরাধিকৃত হইয়া যদি এই জীবনে সুরের জয় না হয় তা বলিয়া ভাবিওনা যে অসুর চিরজয়ী। অনন্ত হৃদয় অনন্তকালের জন্য রহিয়াছে ও রহিবে, কোন হৃদয়ে না কোন হৃদয়ে চিরজয়ী সুরগণ জয়লাভ করিবেই করিবে। যদি একটী হৃদয়ে সমস্ত সুরগণ জয়লাভ করিতে না পারে, তবে সমষ্টিগত হৃদয় লইয়া জয়লাভ

করিবে—করিবে কি? করিয়াছে। মনে কর, তোমার সহিষ্ণুতা আছে, আমার দয়া আছে, তাহার বিশ্বাস আছে, এই সহিষ্ণুতা, দয়া ও বিশ্বাস প্রভৃতি কার্য্যের ফল মঙ্গলময়, সুতরাং যে কার্য্য গুলি বিশ্বের মঙ্গলজনক তাহার উত্তেজককে সৎবৃত্তি বলে; সেই সৎবৃত্তিকেই আমরা এস্থলে সুর বলিতেছি আর যাহা বিশ্বের অমঙ্গলকর তাহার উত্তেজক বৃত্তিগুলি অসুর। যে কার্য্যে বিশ্বের মঙ্গল সাধন হয়, তাহাই সৎ আর অসতের অর্থ ইহার বিপরীত। দয়া, বিশ্বাস, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিশ্বের সুখকর বলিয়া আমরা ঐ কার্য্য গুলিকে ভাল বলি। যদিও আমরা ভালকে আদর করি ও মন্দকে ঘৃণা করি, তথাপি একজনেতে সমস্ত ভাল থাকিবার সম্ভাবনা কম, তাই সমষ্টিগত হৃদয় লইয়া সুরের জয় বলা হইল।

আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়াছি যে আসক্তির গর্ভজ অসৎ, অসুর; আর নিবৃত্তির গর্ভজ সৎ, সুর। মনুষ্যের প্রবৃত্তি মন্দের দিকে টানে, ইহা যেমন নিসর্গের আদেশ; তেমনি মনুষ্যের বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি এবং ভাল মন্দ নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতাও আছে, তাই মন্দের দিকে আসক্তি থাকিলেও ভালর দিকে ইচ্ছা প্রবলা থাকে, এই কারণেই হৃদয় স্বর্গ লইয়া সুরাসুরের যুদ্ধ ঘটে। মনুষ্যেরা যে ভাল মন্দ নির্ব্বাচন করিয়াছেন ইহাই "পরিণামে সুরের জয়।" মন্দ চেয়ে যে ভাল ভাল, ইহাই সুরগণের চির জয়। মনুষ্য হৃদয়জ সুরগণ যখন বুঝিতে পারে যে "আমরা যত অসুরগণের উপকার করিব, ততই তাহারা আমাদের দুর্গতি করিবে," কেননা "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি" তখন সুরগণ কর্ত্তৃক অসুর বিনষ্ট হয়। যেমন বিশ্বের জলদাতা ইন্দ্রের, বাতাসদাতা পবনের ও আলোকদাতা সূর্য্য প্রভৃতির জয়ে বিশ্ব আনন্দিত হইয়া সুরগণের জয় গাহিয়া ছিল; তেমনি যেখানে মনুষ্য হৃদয়-স্বর্গে রাজা সত্যদেব রাণী ভক্তির (প্রেমের) সহিত সিংহাসনারূঢ় হইয়া আছে—ত্যাগ ও বিশ্বাস ভৃত্যদ্বয় চামর বীজন করিতেছে—দয়া ও ক্ষমা, কন্যাদ্বয় রাজা রাজ্ঞীর ক্রোড়দেশ শোভিত করিয়াছে ও অন্যান্য সুরগণ (সৎবৃত্তি নিচয়) সেই স্বর্গস্থান আলোকিত করিয়াছে, জগৎ! তুমি সেখানে মুক্তকণ্ঠে গাও, "পরিণামে সুরের জয়।"

সতীধর্ম্ম।

তৃতীয় প্রবন্ধ।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ৮৩ অধ্যায়)

নারায়ণাৎ পরং কান্তং ধ্যায়তে সততং সতী।
তদাজ্ঞারহিতং কর্ম্ম নৈব কুর্য্যাৎ কদাচন ॥ ১ ॥

সকল গুরুর গুরু যিনি ভগবান্,
তাঁহার পরেই সতী পতি করে ধ্যান,
স্বামী যাহা করিবারে করেন বারণ,
পতিব্রতা তাহা নাহি করে কদাচন।১।

পরপুংসাং পুরং চৈব স্ববেশং পুরুষং পরম্।
যাত্রামহোৎসবং নিত্যং নর্ত্তনং গায়নং তথা।
পরক্রীড়াং চ সততং নহি পশ্যতি সুব্রতা ॥ ২ ॥

পরপুরুষের গৃহ, সুবেশ মানব,
নৃত্য, গীত, বাদ্য, আর যাত্রা মহোৎসব,
পরপুরুষের খেলা, পরের ভূষণ
এ সকল সতী নাহি করে দরশন। ২।

যদ্ভক্ষ্যং স্বামিনাং নিত্যং তদেবমপি যোষিতাম্।
নহি ত্যজেত্তু তৎসঙ্গং ক্ষণমেব চ সুব্রতা ॥ ৩ ॥

পতি তার যাহা নিত্য করেন ভোজন,
পতিব্রতা নারী তাই করয়ে সেবন ;
পতিসঙ্গ সতী নাহি ছাড়ে একক্ষণ,
এইত জানিবে পতিব্রতার লক্ষণ। ৩।

উত্তরে নোত্তরং দদ্যাৎ স্বামিনশ্চ পতিব্রতা।
ন কোপং কুরুতে শুদ্ধা তাড়নাদ্বাপি কোপতঃ ॥৪॥

নাহি করে পতি-সনে কথা কাটাকাটি,
সুশীলা নারীর এই গুণ পরিপাটি ;
পতি যদি ক্রোধভরে করেন প্রহার,
তথাপি সতীর নাহি ক্রোধের সঞ্চার।৪।

ক্ষুধিতং ভোজয়েৎ কান্তং দদ্যাৎ পানং সুভাষিতম্।
ন বোধয়েত্তু নিদ্রালুং নিত্যং পুণ্যে প্রবর্ত্তয়েৎ ॥৫॥

ক্ষুধার্ত্ত পতিরে সতী করায় ভোজন,
মধুর পানীয় দেয়, বলে সুবচন ;
নিদ্রিত পতির নিদ্রা ভঙ্গ নাহি করে,
প্রবর্ত্তিত করে তাঁরে সুকার্য্যের তরে।৫।

শুভং সৌখ্যং সুধাতুল্যং কান্তং পশ্যতি সুন্দরী।
সস্মিতং বদনং কৃত্বা ভক্ত্যা সেবেত যত্নতঃ ॥ ৬ ॥

নিজ কান্তে হেরে সাধ্বী সকল সময়,
সুধাতুল্য সুমধুর শিব শান্তিময় ;
সদাই পতির কাছে সহাস্যবদন,
ভক্তিভাবে যত্নে করে তাঁহার সেবন।৬।

পুত্রস্নেহাৎ শতগুণং স্নেহং কুর্য্যাৎ পতিং প্রতি।
পতির্বন্ধুর্গতির্ভর্ত্তা দৈবতং কুলযোষিতঃ ॥ ৭॥

পুত্র প্রতি সতী নারী যত স্নেহ করে,
তার শতগুণ করে পতির উপরে ;
পতিই দেবতা ভর্ত্তা পতি বন্ধু তার,
একমাত্র গতি পতি কুলললনার। ৭।

সুতে স্তনান্ধে যঃ স্নেহো যেচ্ছান্নে ক্ষুধিতস্য চ।
পতিস্নেহস্য নারীণাং কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥৮॥

ক্ষুধার্ত্তের যে লালসা করিতে আহার,
স্তন্যপায়ী শিশু প্রতি যে স্নেহ মাতার,
সতীর পতির প্রতি সে ভালবাসার,
নাহি হয় সমতুল ষোড়শ কলার।৮।

স্তনান্ধে স্তনদানান্তং মিষ্টান্নে ভোজনাবধি।
কান্তে চিত্তং সতীনাং তু স্বপ্নে জ্ঞানে চ সন্ততম্ ॥৯॥

মিষ্টান্নে পিয়াসা ঘুচে করিলে ভোজন,
শিশুতে পিয়াসা ঘুচে পিয়াইলে স্তন ;
পতির উপরে কিন্তু সতীর হৃদয়,
স্বপ্নে জাগরণে সদা সমভাবে রয়।৯।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সতীপাদেষু তান্যপি।
তেজশ্চ সর্ব্বদেবানাং মুনীনাং চ সতীষু চ ॥১০॥

পৃথিবীতে আছে যত পুণ্যতীর্থ স্থান,
সতী-পদ-তলে সবে করে অধিষ্ঠান;
সর্ব্ব দেবতার সর্ব্ব মুনির প্রভাব,
সতী-মধ্যে সকলেরি হয় আবির্ভাব।১০।

তপস্বিনাং তপঃ সর্ব্বং ব্রতিনাং যৎ ফলং তথা।
দানে ফলং যৎ দাতৃণাং তৎ সর্ব্বং তাসু সন্ততম্ ॥১১

তপস্বীর তপস্যায় যত ফল হয়,
ব্রতিগণ ব্রতে করে যে ফল সঞ্চয়;
দাতারা করিয়া দান লভে যেই ফল,
একমাত্র সতীতেই রহে সে সকল।১১।

সতীনাং পাদরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
পতিব্রতাং নমস্কৃত্য মুচ্যতে পাতকান্নরঃ ॥১২॥

সতীর মহিমা--কথা কি বলিব আর,
সদ্য পূত হয় ধরা পদ-রজে যার;
পতিব্রতা নারীরে যে করে নমস্কার,
ধন্য সেই নর, পাপ দূরে যায় তার।১২।

স্বয়ং নারায়ণঃ শম্ভুর্বিধাতা জগতামপি।
সুরাঃ সর্ব্বে সুমুনয়ো ভীতাস্তাভ্যশ্চ সন্ততম্ ॥১৩॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি শক্তি আছে কত,
যোগী ঋষি সিদ্ধ আদি আছে শত শত;
যিনিই যতই শক্তি করুন প্রসব,
সতীর প্রভাবে সবে মানে পরাভব।১৩।

সতীনাং চ পতিঃ সাধুঃ পুত্রো নিঃশঙ্ক এব চ।
নহি তস্য ভয়ং কিঞ্চিৎ দেবেভ্যশ্চ যমাদপি ॥১৪॥

যে জন সতীর পতি সেই সাধু হয়,
সতীর তনয় যেই সে রয় নির্ভয়;
সতী-পতি সতী-পুত্র ভয় নাহি জানে,
দেবতা যমেও তার কাছে হারি মানে।১৪।

শতজন্মপুণ্যবতাং গৃহে জাতা পতিব্রতা।
পতিব্রতাপ্রসূঃ পুতা জীবন্মুক্তঃ পিতা তথা ॥১৫॥

শত শত জন্ম যেই করে পুণ্যরাশি,
জনমে তাহারি গৃহে পতিব্রতা আসি;
ধন্য মাতা যাঁর গর্ভে সতীর উদয়,
সতীর জনমদাতা জীবন্মুক্ত হয়।১৫।

আকাশং চ দিশঃ সর্ব্বা যদি নশ্যন্তি বায়বঃ।
সতীনাং তু পতিস্নেহো ন তথাপি বিনশ্যতি ॥১৬॥

দশ দিক্ বায়ু আর আকাশমণ্ডল,
রসাতলে যদি কভু যায় এ সকল,
তথাপি পতির প্রতি সতীর প্রণয়,
অটল অচলভাবে থাকিবে নিশ্চয়।১৬।

(ক্রমশঃ)

অদ্ভুত সরোবর।

আমেরিকার অন্তঃপাতী জর্জিয়া প্রদেশে "হ পণ্ড" নামে একটী অদ্ভুত সরোবর আছে। ইহার অগাধ জলরাশি প্রতিবৎসর জুন মাসের ১৫ই বা ১৪ই একবারে অদৃশ্য হইয়া যায়—এমন কি বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। ইহা যথাসময়ে পুনরায় ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হইয়া থাকে। সরোবরটী পার্ব্বতীয় প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত। বৃষ্টির জল বহুক্রোশ দূর হইতে প্রবাহিত হইয়া ইহার মধ্যে সঞ্চিত হয়। বসন্তকালে ইহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বহুবিধ মৎস্য ধৃত হইয়া থাকে। পরিশেষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সহসা প্রচণ্ড কল্লোল সহকারে একবারে অদৃশ্য হইয়া

যায়। এই নৈসর্গিক অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্য অদ্যাপিও প্রকাশিত হয় নাই। অনেক প্রাকৃততত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ইহার চতুর্দ্দিকে বহুদূর ব্যাপিয়া স্থানসকল পরীক্ষা করিয়া পর্য্যটন করিতেছেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দর্শন করিবার জন্য বহুদূর হইতে দর্শক সকল অবধারিত সময়ে তথায় আগমন করিয়া থাকে। নিকটস্থ বাসিন্দাদিগের সে দিন একটী পর্ব্ব দিন। আবালবৃদ্ধবনিতা অনন্তকর্ম্মা হইয়া সরোবরের নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই অদ্ভুত ঘটনার প্রাক্‌কালে ভূ-কম্প হেতু জলকম্পের ন্যায় সমস্ত সরোবর একেবারে আলোড়িত হয়, শেষে প্রচণ্ড কল্লোল সহকারে সহসা সমস্ত জলরাশি অদৃশ্য হইয়া যায়। দৃশ্যটী অতি অদ্ভুত, কিন্তু যেস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহা সন্দর্শন করিতে হয়, তাহা নিরাপদ নহে। সরোবরের চতুর্দ্দিকস্থ বহুদূরপ্রসারিত জমির অস্তিত্ব সন্দেহাত্মক। কখন্ কোন্ স্থান ভূ-গর্ভে নিহিত হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এবৎসর "বগচরের" সন্নিহিত এক খণ্ড ভূমি দর্শকগণের সমক্ষে চকিতের মধ্যে ভূ-গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকলের কেবল শীর্ষদেশ মাত্র "জাগিয়া" আছে, এতদ্ভিন্ন অন্য চিহ্ন আর কিছুই বর্ত্তমান নাই।

সচল অচল।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তঃপাতী বিয়ুনস্ আয়রিস প্রদেশে টাণ্ডিল পর্ব্বতে এই আশ্চর্য্য শৈল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ৯০ নব্বই পাদ দীর্ঘ ২৭ সপ্তবিংশতি পাদ উচ্চ এবং ১৮ অষ্টাদশ পাদ প্রস্থ। পরিমাণ ন্যূনাধিক দশবিংশতি টন। একটি অদৃষ্ট অক্ষমণ্ডল অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে দোদুল্যমান হইতেছে। এক জন মনুষ্য ইহাকে ঠেলিয়া অনায়াসে দোলাইতে পারে। শৈলটীর আকার প্রায় মন্দিরের ন্যায় এবং যে শিলাখণ্ডের উপর ইহার তলদেশ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাও মন্দিরের ন্যায় ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়াছে। ইহার অগ্রভাগের ব্যাস দশ ইঞ্চ মাত্র। এই দশ ইঞ্চ ব্যাসের উপর পঞ্চবিংশতি টন পরিমিত শৈল অবস্থিত রহিয়াছে। যখন পূর্ব্ব দক্ষিণ হইতে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন এই বিশাল শৈলখণ্ড বিস্তৃত বৃক্ষ শাখার ন্যায় বেগে উত্থিত, পতিত, বিকম্পিত ও সঞ্চালিত হয়।

তাড়িত বৃক্ষ।

ভারতীয় কাননাঞ্চলে সম্প্রতি এক জাতীয় বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার পত্র ভগ্ন বা ছিন্ন করিলে তৎক্ষণাৎ তাড়িতপ্রবাহ নির্গত হইয়া শরীরে প্রবিষ্ট হয়। চুম্বকশলাকা বিংশতি পাদ অন্তর হইতে ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং নিকটস্থ হইয়াই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। ইহার আকর্ষণী শক্তি বেলা দুইটার সময় অত্যন্ত প্রবল, রাত্র

রাত্রিকালে বা বৃষ্টি সময়ে কিছুই লক্ষিত হয় না। শ্যেন পক্ষী বা কীট কখনই এই বৃক্ষের নিকটে যায় না, শাখায় উপবিষ্ট বা পত্রে সংলগ্ন হইলেই তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। মূল দেশেও কোন পতঙ্গকে গমন করিতে দেখা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় যেস্থলে এই সকল বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তথায় তাড়িতপ্রবণ কোন ধাতুরই অস্তিত্ব লক্ষিত হয় না। আলোক ও উত্তাপ, তাড়িত ও আকর্ষণী শক্তি যুগপৎ এই আশ্চর্য্য বৃক্ষের পত্র ও মুকুলের জনয়িতা হইয়া উদ্ভিজ্জ জগতে একটী মহতী প্রহেলিকার কারণ হইয়াছে।

উদাসীনের চিন্তা।

আদর্শ রমণী।

আদর্শ রমণী এই বাক্যের অর্থ কি? এই বাক্যের অর্থ বিশদরূপে বুঝিতে হইলে আদর্শ শব্দে কি বুঝায় তাহ অগ্রে বুঝিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। আদর্শের বিপরীত কথায় কি বুঝায়, তাহা একবার জানিতে পারিলে আদর্শের অর্থ ভালরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। আদর্শের বিপরীত কথা প্রাকৃত। আদর্শমানুষের বিপরীত প্রাকৃত মানুষ। আদর্শ মানুষে যে সকল গুণ বিদ্যমান প্রাকৃত মানুষে সে সকল গুণ বিদ্যমান নাই। আদর্শ মানুষে অভাব নাই, প্রাকৃত মানুষে অভাব আছে। আদর্শ ব্যক্তি অথবা জিনিসের যাহা হওয়া উচিত, তাহাতে তাহাই আছে; কিন্তু প্রাকৃত ব্যক্তি কিংবা জিনিসে তাহা নাই। আমরা এই বাক্যদ্বয়ের আর একটু স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতেছি। আদর্শ আমাদের কর্ত্তৃত্বে রচিত, মন উহার আধার। দেশ কালে উহা আবদ্ধ নয়। প্রাকৃত প্রাকৃতিক শক্তিতে রচিত, দেশ কালের অধীন অনন্ত আকাশ তাহার আধার। আদর্শ কিরূপে রচিত হয়, তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে পাঠিকা আরও সহজে বুঝিতে পারিবেন। প্রকৃতিতে একটী গোলাপ ফুল দেখিলাম। দেশ কাল বাদ দিয়া গোলাপের যে গুণ গুলি (রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি) ইন্দ্রিয় দ্বারা মনোমধ্যে গ্রহণ করিলাম, তাহাদিগকে 'গোলাপ' এই বাক্য দ্বারা মনোমধ্যে একত্র করিয়া রাখিলাম। এই যে মনোমধ্যস্থিত গোলাপ নামে আখ্যাত গুণ সমষ্টি, তাহাই আদর্শ গোলাপ। এই আদর্শের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। মনে কর আমি আর একটী প্রাকৃত গোলাপে আর একটী নূতন গুণ দেখিতে পাইলাম, তাহাও আমি আমার আদর্শ গোলাপের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাইলাম। সুতরাং আমার পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শ গোলাপের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান রচিত আদর্শ গোলা-

পই ধরিয়া রাখিলাম। এইরূপে রচিত গোলাপের অনুরূপ গোলাপ শেষে আর প্রকৃতিতে দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রাকৃতিক গোলাপের একটু না একটু অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। একজই অনেকে বলিয়া থাকেন আদর্শ ব্যক্তি কিংবা পদার্থ প্রকৃতিতে মিলে না। এই বাক্য যে সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়, তাহা পাঠিকা বুঝিতে পারিবেন। আদর্শের মধ্যে আমরা যে সকল গুণ যোগ করি, দেশ কালের অধীনতা পাশে বদ্ধ হইয়া প্রকৃতি মধ্যে সেই গুণরাজি আর সেইরূপে সংযুক্ত হয় না। আমরা আদর্শের বিষয় এই পর্য্যন্ত বলিয়া এখন আদর্শ রমণীর বিষয় বলিতেছি। আমরা সংসারে দোষগুণ-বিমিশ্রিত অনেক রমণী দেখিতে পাই। ইহাদিগের যাহার মধ্যে যে গুণটুকু দেখিতে পাই, দোষটুকু বাদ দিয়া সেই গুণটুকু লই, এরূপ গুণ সংগ্রহ করিয়া মনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব রমণী বস্তু সৃষ্টি করিয়া লই এবং সেই মানসিক রমণীর ছবি দ্বারা প্রাকৃত রমণীদিগকে পরিমাণ করিয়া থাকি। এই আদর্শ রমণীর মানসিক ছবি অপরিবর্ত্তনীয়, ধ্রুব কিংবা নিত্য নহে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি আদর্শ পরিবর্ত্তনীয়। রমণীর আদর্শ সম্বন্ধে আমরা একটু বুঝাইতে চেষ্টা করি। এইমাত্র বলিয়া আসিলাম রমণীর দোষ বর্জ্জন করিয়া গুণের ভাগটুকু লই। কিন্তু আজ যাহা আমি দূষণীয় মনে করি, তাহা গুণে পরিণত হইতে পারে ; আজ যাহা গুণ বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা দোষের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটী কথা বলি। এমন এক সময় ছিল যে রমণীদিগের গাত্র চিত্রিত করা একটী গুণ বলিয়া অনুমিত হইত, সুতরাং সেই সময়ে রমণীর আদর্শের মধ্যে গাত্রের চিত্র রূপ গুণটীও সংলগ্ন ছিল। এখন তাহা নাই, এখন যে রমণীর সর্ব্বাঙ্গে ছাপ মারা,সেই রমণীর অন্যান্য গুণ থাকিলেও তিনি আদর্শ রমণী হইতে পারেন না। আবার আমাদের দেশে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে জ্ঞানশিক্ষা রমণী আদর্শের বাহিরে ছিল, সেই সময়ে কোন রমণী শিক্ষা লাভ করিলে কখনও তাঁহাকে আদর্শ রমণী ছবির অনুরূপ বলা যাইতে পারিত না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। একণে কাহাকেও আদর্শ স্থলে উঠিতে হইলে তাঁহার আত্মাকে জ্ঞানের আলোক দ্বারা সুশোভিত করিতে হইবে। এইরূপে জ্ঞান, ভূয়োদর্শিতা এবং রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রমণীর আদর্শেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে।

এখন এই প্রতিপন্ন হইল যে মানবীয় শক্তিদ্বারাই আদর্শ রচিত, পরিবর্ত্তিত এবং সংস্কৃত হইয়া থাকে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে এই আদর্শের রচনা, পরিবর্ত্তন কিংবা সংস্কার কি কোন সময়ে এবং কোন সমাজে এক ব্যক্তি দ্বারা সংগঠিত হয়, কি সকলের

মনেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে এক সময় সংসাধিত হইয়া থাকে। আমরা সেই গুরুতর সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব না। পাঠক পাঠিকা চিন্তা করিয়া এবং মানব আদর্শ রচনার ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্বয়ংই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লউন।

অতঃপর আমরা অপেক্ষাকৃত আর একটু জটিলতর বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে আদর্শের অনুরূপ ব্যক্তি কিংবা পদার্থ প্রকৃতিতে মিলে না। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আমরা এই তত্ত্ব প্রচার করিয়া পুরুষ ও রমণীর প্রাণে নিরাশার তরঙ্গ তুলিয়া দিতেছি। যদি আদর্শের অনুরূপ হওয়া অসম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহার অনুকরণ জন্য চেষ্টা করি কেন? একথা ঠিক যে অচেতন জড় পদার্থ কোন ক্রমেই আদর্শের অনুরূপ হইতে পারে না, কারণ প্রাকৃতিক শক্তি আমার ইচ্ছার অধীন নয়। আমি ইচ্ছা করিলাম আমার বাগানের গোলাপটী আমার আদর্শের অনুরূপ হউক। আমি তদনুরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিতে লাগিলাম, কিন্তু জাত এবং অজ্ঞাত অনেক প্রাকৃতিক শক্তি ঐ মনোহর গোলাপ ফুলটীর রচনায় নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহারা নৈসর্গিক নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে। আমি সেই সকল নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যতটুকু সাধ্য গোলাপটীকে পরিবর্ত্তন করিতে পারি, ঐ সকল নিয়ম অতিক্রম করিয়া গোলাপটীকে মনোমত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি না। কিন্তু আমার চরিত্রগঠনসম্বন্ধে ঠিক সেরূপ অবস্থার অধীন নই। আমি ইচ্ছা করিলে চরিত্রকে আদর্শের দিকে লইয়া যাইতে পারি, পথে কোন দুর্লঙ্ঘ্য নৈসর্গিক নিয়ম আমার গতি প্রতিরোধ করিতে পারে না। আমি ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে পারি বটে, কিন্তু আদর্শ অবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারি না; কেননা আদর্শ অনন্ত ও ক্রমোন্নতিশীল, যত উন্নত হই, আদর্শ তত বাড়িয়া যায়। নরনারী স্বাধীন, তাই তাহারা চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ। সুতরাং আদর্শের অনুরূপ হইতে পারিব না বলিয়া নিরাশ হইয়া চেষ্টা ছাড়িতে পারিব না, চেষ্টা দ্বারা যতটুকু পারা যায়, আত্মোৎকর্ষ বিধান করা কর্ত্তব্য। রমণীগণ এখন পুরাতন আদর্শ উন্নত করিয়া তদ্রূপ হইতে যত্ন করুন।

আখ্যানমালা।

১৩শ সংখ্যা।

১। সেনাপতি লর্ড ওয়াসিংটন শৈশবকালে একবার এক নৌ-কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন। গমন স্থির হইলে, তাঁহার পিতৃভবনের

সম্মুখে জলযান আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে গমনোন্মুখ হইয়া দ্রব্য সামগ্রী যানে প্রেরণ করিয়া জননীর নিকট বিদায় লইতে যাইয়া দেখেন যে, তাঁহার জননী অশ্রুধারাতে ধরাতল সিক্ত করিতেছেন। তিনি দেখিলেন যে বিদায় চাহিলে জননী মর্ম্মে আঘাত পাইবেন। সেইজন্য তাঁহাকে কিছু না বলিয়া ভৃত্যের পানে চাহিয়া বলিলেন, "যাও, তাহাদিগকে আমার বাক্স ফিরাইয়া আনিতে বল। মার প্রাণে কষ্ট দিয়া আমি যাইব না।" তাঁহার জননী ইহা শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিলেন "বাছা জর্জ্জ, যাহারা পিতা মাতাকে সম্মান করে, ঈশ্বর তাহাদিগের মঙ্গল করেন এবং আমি বিশ্বাস করি তিনি তোমার মঙ্গল করিবেন।" ধন্য সেই সন্তান, যিনি ধর্ম্ম দ্বারা পিতা মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করেন!

২। ইংলণ্ডের একস্থানে একবার ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশে একটী মণ্ডলী গঠিত হয়। যাহার যাহা ইচ্ছা, উহার সাহায্যার্থে দান করিতেন। একজন ষোড়ববর্ষীয় যুবা নাম স্বাক্ষর করিয়া দানের স্থানে লিখিলেন "Myself" অর্থাৎ 'আমাকেই'। ইনি এক বিধবার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। আর সাতটী সন্তানের ভার তাঁহার উপর, এই কারণে জননীর সম্মতি ব্যতীত তাঁহার দান গ্রহণ করা অবিধেয় বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহার জননীর নিকট গেলেন। তাঁহারা যুবার জননীর কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। বৃদ্ধা বলিলেন "বাছা যাক্, ঈশ্বর আমার ও আমার শিশুদের অন্ন জুটাইবেন। আমি কে যে আমি একজন ধর্ম্মপ্রচারক পুত্রের জননী হইব? আমি কি এত ভাগ্যবতী!" ইঁহারাই নারীজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এইরূপ যুবাই যৌবনের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন।

৩। পারস্যাধিপতি সাইরস্ একদা এক বন্ধুর অনুনয়ে তাঁহার সহিত একত্র ভোজে সম্মত হইলেন। বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ, কোথায়, এবং কি আহারীয় আয়োজন করিব?" সম্রাট উত্তর করিলেন নদীর তীরে, এবং এক খানি রোটিকা ব্যতীত আর কিছুই নহে।" ইহাই প্রকৃত রাজকীয় সৌজন্য ও মিতাহারিতা।

৪। প্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় ভ্রমণকারী ওয়েব (Webb) দেহ, মনের স্ফূর্ত্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি কেবল বারি পান করিতেন, বারুণী স্পর্শও করিতেন না। একদা তাঁহার এক সুরাপ্রিয় বন্ধুকে কেবল নির্ম্মল বারি পান করিতে পরামর্শ দিতেছিলেন। বন্ধু তাহাই করিবেন স্থির করিয়া বলিলেন একবারেই অভ্যাস ছাড়িতে পারিব না, তবে ক্রমে ক্রমে সুরাত্যাগ করিব। "ক্রমে ক্রমে!" বলিয়া ওয়েব চিৎকারস্বরে বলিলেন, "যদি দুর্ভাগ্যক্রমে অগ্নিতে পতিত হও, তবে কি তোমার

ভৃত্যগণকে ক্রমে ক্রমে তোমাকে তুলিতে বলিবে।” শুভস্য শীঘ্রং, অশুভস্য কালহরণং।

৫। মহামতি গ্লেডষ্টোন যে ভজনালয়ে সর্ব্বদা যাইয়া থাকেন, তথাকার যাজক বা আচার্য্য তথাকার মেথরকে একদা জিজ্ঞাসা করেন, “তোমার পীড়ার সময় এ পল্লির কে তোমাকে দেখিতে গিয়াছিল?”

মেথর—গ্লেডষ্টোন।

আচার্য্য—কে?

মেথর—মশাই, স্বয়ং গ্লেডষ্টোন্।

আচার্য্য—(সবিস্ময়ে) বল কি?

মেথর—আমাকে কয়েক দিন দেখিতে না পাইয়া, তিনি আমার সহধর্ম্মিণীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “তোমার স্বামীকে দেখিতে পাই নাই কেন!” সে কারণ নির্দেশ করায়, বৃদ্ধ গ্লেডষ্টোন আমার নিকট অর্থ, আহারীয় ও গ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন ও শয্যায় বসিয়া আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।” ইহলণ্ডই গ্লেডষ্টোনের উপযুক্ত।

খাসিয়া জাতি।

খাসিয়া পর্ব্বত আসাম প্রদেশের উত্তর পূর্ব্ব দিকে, তাহাতে খাসিয়া জাতি বাস করে। তাহাদিগের অনেকগুলি আচার ব্যবহার অতি সুন্দর। এদেশে সাঁওতালাদি যত আদিমনিবাসী আছে, তাহাদের মধ্যে খাসিয়াগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই। উহারা কমলা লেবুর চাষ ও প্রস্তরের চুণের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। উহারা চুরি, মিথ্যা কথা, ব্যভিচার জানে না। উহাদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা চূড়ান্ত। এ দেশে বালিকার বিবাহ হইলে সে যেমন “স্বামীর ঘর” করিতে যায়, তেমনি একজন খাসিয়া পুরুষের বিবাহ হইলে, তিনি “স্ত্রীর ঘর” করিতে যান। আমাদের পুত্রেরা যেমন পৈত্রিক ধনের উত্তরাধিকারী হয়, খাসিয়া পুত্রগণ সেরূপ উত্তরাধিকারী হন না। ইহাদের কন্যাগণই উত্তরাধিকার লাভ করেন। বস্তুতঃ উত্তরাধিকার ও “শ্বশুর ঘর করা” সম্বন্ধে আমাদের পুরুষ ও খাসিয়া রমণীগণের সমান অবস্থা।

ইহাদের ভাষার সহিত অন্য কোন জাতির ভাষার সাদৃশ্য নাই। ইহাদের লিখিত ভাষা ছিল না। খৃষ্টীয় পাদ্রিগণ ইহাদিগকে নিরক্ষর অবস্থাতে দেখিয়া ইহাদিগকে রোমক অক্ষর, অর্থাৎ ইংরাজী বর্ণমালা প্রদান করেন। ইহাদের ভাষা অতি সুশ্রাব্য ও সানুনাসিক।

ইহারা পৌত্তলিক নহে। ইহারা নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। কিন্তু ইহারা ভূতের উপাসনাও করিয়া থাকে। ইহাদের ভূতও নিরাকার। ইহাদের বিশ্বাস যে পীড়া সমূহের উৎপত্তির কারণ এই সমুদায় ভূত। ইহাদিগকে

প্রসন্ন করিবার জন্য খাসিয়াগণ কুক্কুট হংসাদির ডিম্ব ভাঙ্গিয়া থাকে এবং ভগ্ন ডিম্বের পতনপ্রণালী দেখিয়া রোগ দুরারোগ্য কি না, বিচার করে। বস্তুতঃ ইহারা প্রাচীন পারসিক ও খৃষ্টানদের মত মঙ্গলময় ঈশ্বর ও অমঙ্গলের কর্ত্তা এক ভূত বা শয়তানে বিশ্বাস করে।

ইহারা দেখিতে সরল ও মঙ্গোলীয় জাতীয়। ইহাদের নারীগণের প্রধান সৌন্দর্য্য চরণে। জানুর নিম্নদেশ সুন্দর, সুগোল এবং স্বাস্থ্য ও বলব্যঞ্জক হইলে সৌন্দর্য্যের সীমা থাকে না।

ইহারা সর্ব্বভুক বলিলেও চলে। তবে আমিষেই অধিক রুচি। স্ত্রী-শিক্ষা ইহাদের মধ্যে যেরূপ চলিত, সেরূপ সুসভ্য জগতেও দেখা যায় না। ইহা-দের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা নাই বটে, কিন্তু কি রাজমহিষী, কি পরিচারিকা সকলেই আপনাদের ভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারে, বুনিতে এবং পশমের সূচিকার্য্য করিতে ও জানে।

সম্প্রতি ব্রাহ্মসমাজ খাসিয়াদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং কতক-গুলি খাসিয়া আনন্দের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। খাসিয়া ভাষায় ব্রহ্ম-সঙ্গীত প্রভৃতি পুস্তকও প্রচারিত হইয়াছে।

সংসারে নারীর ক্ষমতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ)

আবার দেখুন ! প্রত্যেক নাটকেই যত দুর্ঘটনা পুরুষের দোষে ঘটিয়াছিল। আর স্ত্রীলোকদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের দ্বারা যত উদ্ধার সাধিত হয়। যেখানে নারীতে ঐ উদ্ধার সাধিতে অপারগ, সেইখানেই সকলে বিনাশ পায়, নাটক ট্র্যাজেডিতে বা শ্মশানে শেষ হয়। লিয়র নিজের বিচার শক্তির অভাবেই বহু ক্লেশ পান, অবশেষে কর্ণেলিয়াই তাঁকে দুঃখযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করে। ওথেলোর কথা অধিক বলিবার আবশ্যক নাই, তবে অপরিসীম প্রেমের মধ্যেও একটী দুর্ব্ব-লতা—হিংসা—তার সর্ব্বনাশ করিল। 'রোমিও ও জুলিয়েটে' স্ত্রীর যত সাহস ও বিচক্ষণতাপূর্ণ সৎপরামর্শ স্বামীর অধৈর্য্য বশতঃ বিফল হইয়া যায়। এ সব ছাড়া জুলিয়ার নিষ্ঠতা, হেলেনার সহৃতা, হিরোর ধৈর্য্য, বিয়াট্রিসের তীব্র মনো-বৃত্তি ও আরো কত স্ত্রীলোকের অসংখ্য গুণে অনেক অমার্জ্জিত বর্ব্বর পশুতুল্য পুরুষ মানুষের মত সভ্য ও শিষ্টাচারী হইয়াছে।

অধিকন্তু সেক্ষপিয়রের সমস্ত গ্রন্থা-বলীর মধ্যে আমরা কেবল তিনটী পাপীষ্ঠা স্ত্রীচরিত্র দেখিতে পাই, কিন্তু তারা সাধারণ জীবনের সীমার একবারে বাহিরে বলিয়া বোধ হয়। সৎকার্য্যের ক্ষমতার তুলনায় তাদের জীবনে পাপকার্য্যের এত আধিক্য দেখা যায় যে তাহাদিগকে জগ-তের যত অসাধারণ পাপশক্তির সমষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সেক্ষপিয়রের পর আমরা সার

ওয়াল্টর স্কটের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁর গ্রন্থাবলীতে প্রকৃত নায়কের অভাব না থাকিলেও নায়িকার সংখ্যা অনেক বেশী। এলেন ডগল্যাস, ফ্লোরা ম্যাকইভর, রোজ ব্র্যাডওয়ার্ডিন, ক্যাথারিন সেটন, ডিয়ানা ভর্ণন, লিলিয়াস, আলিস লি, আলিস ব্রিজনর্থ, জিয়ানী ডীনস ও রেবেকা—এ সকল নারীর চরিত্রেই কোমলতা, বুদ্ধি-শক্তি, বিচারশক্তি, নির্ভয় আত্মবিসর্জন, ধৈর্য্য, জ্ঞান ও শুদ্ধতার অসংখ্য উদাহরণ দেখা যায়। তারা প্রায় সকলেই নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি, সাহস ও বিবেক প্রভাবে পুরুষদিগকে বিপদের হাত হইতে উদ্ধার করে।

সেক্সপিয়রের মত স্কটের রচনাতেও আমরা দেখিতে পাই যে নারীই যুবকদিগকে শিক্ষা দেয় ও পথ দেখাইয়া চলে। ঐ শিক্ষা ও পথদর্শকের কাজ দৈবক্রমেও কখন পুরুষের উপর পড়ে নাই।

ইংরেজী গ্রন্থকারদের ছাড়িয়া ফরাসী, জর্ম্মণ, ইটালীয় ও গ্রীক সাহিত্যের মধ্যে —এমন কি মিসর দেশেও আমরা নারী-জাতির ঐরূপ অচলা ভক্তি, দৃঢ় বিশ্বাস ও জ্ঞান বুদ্ধির প্রভাব দেখিতে পাই। কিন্তু আর উদাহরণ সংগ্রহের কোনও আবশ্যকতা নাই। রোমীয়, গ্রীক ও মিসরী নারীদের স্নেহ, দয়া, ধৈর্য্য ও সাহসের কথা কাহার অবিদিত আছে?

এখন ঐ সব অতীত সাক্ষী ছাড়িয়া আমরা বর্ত্তমান কালের কথায় আসিতেছি। পাঠকেরা জগতের এই মহাকবি ও উন্নত লোকদের কথা শুনিয়া উহার যথাবিধি বিচার করিবেন। আমার কেবল এই জিজ্ঞাস্য যে, এই সব বিজ্ঞ প্রতিভাশালী লোকেরা কি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অপ্রকৃত ও অসম্ভব সম্বন্ধ লইয়া ঐ সব স্ত্রীচরিত্র গড়িয়াছেন? এ বিষয়ে একটা সত্য সিদ্ধান্তে আসা কি আমাদের উচিত নয়? এই সব মহোদয় ব্যক্তি কি কেবল মানুষের আমোদের জন্য কাল্পনিক পুতুল সাজাইয়া সকলের সম্মুখে স্ত্রীলোক বলিয়া ধরিয়াছেন? কিম্বা, পুতুলের চেয়েও অধম এমন অস্বাভাবিক দৃশ্যের কল্পনা করিয়াছেন যে উহাকে প্রকৃত জীবন্ত নারীতে পরিণত করিলে উহা দ্বারা সমস্ত পরিবারে বিপর্য্যয় ঘটিবে ও সংসার রসাতলে যাইবে।

অবশ্য প্রণয়কালে ভাবী-স্বামীর উপর ভাবী পত্নীর যে বিপুল প্রভাব দেখা যায় ও উভয়ের সম্বন্ধ অনেকাংশে সমান সমান থাকে, সে বিষয় অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু চিরজীবন স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ থাকা উচিত, তাহার মীমাংসা কালেই লোকের বুদ্ধির অভাব দেখা যায়। আমরা সচরাচর উপন্যাসে ও প্রকৃত জীবনেও প্রণয়ি-প্রণয়িনীর আচরণে সাম্য থাকায় দোষ নাই বিবেচনা করি, কিন্তু স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ঐরূপ ভাব দেখিলে উহা স্বাভাবিক নিয়ম-বিরুদ্ধ বলি। এরূপ

সংস্কার যে কতদূর নীচ, ভ্রান্তিমূলক ও পক্ষপাতিতার পরিচায়ক তাহা বলা যায় না। বিবাহবন্ধনের দ্বারা স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ হয়, কিন্তু আমরা কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা যদি উভয়কে আরো দূরবর্ত্তী রাখিবার প্রয়াস পাই ও উভয়জাতির স্বত্ব অধিকার সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র করিতে চাই, তাহাহইলে পবিত্র বিবাহ সম্বন্ধের কি অপমান করা হয় না?

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

প্রাণিতত্ত্ব।

(১৪শ সংখ্যা)

নখায়ুধ।

ইংরাজিতে ইহাদিগকে বিড়াল জাতীয় অর্থাৎ (Canine species) বলে। ইহাদের দেহ লঘু ও কর্ম্মঠ এবং সুন্দর পশমে আবৃত ও নানা বর্ণে চিত্রিত। ইহাদের হিংসাবৃত্তি সর্ব্ব জন্তু অপেক্ষা প্রবল বলিয়া ইহাদিগকে হিংস্রক জন্তুও বলে। ইহারা আমিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং জীবহিংসাদ্বারা উদর পূর্ণ করে। ইহাদের শরীরের গঠন জীবহত্যার ঠিক্ উপযোগী। লঘুদেহ, নিঃশব্দপদ, তীক্ষ্ণদর্শন ও তীক্ষ্ণশ্রবণ এবং দৌড় ও লম্ফপ্রদানে সুপটু বলিয়া ইহারা অনায়াসে শিকারের উপর পড়িয়া তাহার প্রাণনাশ করিতে পারে।

অনেকে হয়ত শুনিয়া বিস্ময়ান্বিত হইবেন যে নরমাংসাহারী সিংহ শার্দ্দূল ও মৎস্যাহারী ধার্ম্মিকপ্রবর বিড়াল মহাশয় একই শ্রেণীর জীব। বস্তুতঃ যদি উহাদের শারীরিক গঠনপ্রণালী তুলনা করা যায়, তবে কোন বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। উহাদের সাধারণ ধর্ম্ম এক, তবে আচার ব্যবহারে বিশেষত্ব আছে সন্দেহ নাই।

এই জাতির পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয় যে যাবতীয় জীব শ্রেণীর অধীশ্বর পশুরাজ সিংহ এই জাতিভুক্ত।

কুলপতি পশুরাজের বৃত্তান্তই প্রথমে আলোচনা করা যাইবে।

সিংহ।

বিড়ালের আকৃতি দেখিলেই সাধারণ ভাবে ইহাদের আকৃতি বুঝা যায়। সিংহের মস্তক, গ্রীবা এবং স্কন্ধদেশ স্থূল। তাহার শরীরের পশ্চাদ্ভাগ সূক্ষ্মতর এবং ক্ষুদ্রতর। সিংহের শরীরের মাংস অতি অল্প, কারণ তাহার স্নায়ু অতি দৃঢ় এবং পরিমাণে অধিক। তাহার গ্রীবা-দেশে দীর্ঘ দীর্ঘ কেশ লম্বিত থাকে, সেই জন্য তাহার আর এক নাম কেশরী। সিংহের শরীর অতি সুঠাম

ও শক্তিব্যঞ্জক। ইহাদের দেহের উচ্চতা দুই বা পৌনে তিন হস্তের অধিক নহে। ইহাদের শরীরের দৈর্ঘ্য চারি হস্ত হইতে ছয় হস্তের মধ্যেই।

ইহাদের দৈহিক শক্তি অসাধারণ ও বিস্ময়কর। ইহারা অনায়াসে যে কোন জন্তুকে বধ করিতে পারে। কেবলমাত্র গজ, শার্দ্দূল ও গণ্ডার ইহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে সক্ষম। ইহারা অক্লেশে একটী বৃহৎ মহিষকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে।

ইহাদের বর্ণ রক্তাভ হলদে ধরণের। ইহাদের কেশ গাঢ় ধূষর বর্ণ, কিম্বা কটাবর্ণ। বিশ্রামকালে ইহাদিগকে গম্ভীর ও প্রশান্ত দেখায়। ক্রুদ্ধ হইলে ইহাদের আকার অতীব ভীষণ হয়। ক্রুদ্ধ হইলে ইহাদের কেশ সমূহ খাড়া হয়, অধর কম্পিত হইতে থাকে, ইহারা লাঙ্গুল দ্বারা শরীরের দুই পার্শ্বে আঘাত করে, ও ঈষৎ মুখব্যাদন পূর্ব্বক বৃহৎ দন্তগুলি বাহির করে। তখন তাহাদের চক্ষু এত উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ হয়, যে বোধ হয় চক্ষু হইতে অগ্নি উদ্গীরিত হইতেছে।

ইহারা গহন কাননের মধ্যে বিচরণ করে ও মধ্যে মধ্যে সুদূরশ্রুত বজ্রনিনাদের ন্যায় গর্জ্জন করে। এই জন্য গম্ভীর ব্যক্তির কণ্ঠস্বর সিংহনাদের সহিত উপমিত হইয়া থাকে। ইহারা ঝোপ্‌শ বনে লুকায়িত থাকে ও কোন বন্য মৃগ, বরাহ, মহিষাদি জন্তু বা আহারান্বেষণে নিকটে আসিলে একলম্ফে ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক তাহার উপর পড়িয়া বেচারার সর্ব্বনাশ করে। তৎপরে শিকারকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার মাংস ও সময়ে সময়ে অস্থি পর্য্যন্ত উদরস্থ করে। ইহারা রজনী যোগেই আহারান্বেষণে নির্গত হয় এবং বিড়ালের মত লুকাইয়া লুকাইয়া শিকার ধরে।

ইহাদের নিবাস আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানে এবং এসিয়া খণ্ডের দক্ষিণ ভাগে। এসিয়া অপেক্ষা আফ্রিকাতেই ইহাদের অধিক প্রাদুর্ভাব। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই ইহাদের আকার বৃহত্তম এবং প্রকৃতি ভয়ানক নৃশংস হয়। দক্ষিণ মার্কিন দেশে সিংহের ন্যায় এক প্রকার জন্তু বাস করে, তাহাদের নাম পিউমা বা কাউগার।

সিংহেরা দীর্ঘজীবী হয়। পম্পি নামক একটী সিংহ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম কালে লণ্ডন নগরে সিংহলীলা সম্বরণ করে।

যদিও সিংহের দেহ দেখিতে হরিণাপেক্ষা বৃহত্তর নহে, তথাচ তাহাদের দেহের ভার অনেক পরিমাণে অধিক। ইহার কারণ, সিংহের দেহ অত্যন্ত দৃঢ় ও কঠিন স্নায়ু এবং অস্থিময়। অন্য জন্তুর সহিত তুলনায় ইহাদের শরীরের অল্প অংশই মাংসল, অবশিষ্ট সমুদায় অস্থি ও স্নায়ুময়।

পুরুষ অপেক্ষা নারীরা ক্ষুদ্রতর। সিংহীদের গ্রীবাদেশে কেশ নাই বলিয়া

তাহাদিগকে আরও ক্ষুদ্র দেখায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সিংহীগণ দেখিতে শান্ত বলিয়া বোধ হইলেও স্ত্রীসুলভগুণবিরহিত। ইহাদের বীরতা অপেক্ষাকৃত অল্প এবং উগ্রতা ও নৃশংসতা পুরুষগণের অপেক্ষা অধিক।

বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১। আমাদের ভারতেশ্বরী কেবল রাজ্য শাসন করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন। তিনি পুষ্পের চাষ, অর্থাৎ Horticulture বড়ই ভালবাসেন। তিনি পুষ্পমেলার পুরস্কার পাইবার জন্য উত্তম উত্তম পুষ্প নিজ উদ্যান হইতে পাঠাইয়া দেন।

সৌন্দর্য্যের পিপাসা মানব আত্মার একটী শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। জর্ম্মান কবি গেটে ইহার মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া তাঁহার ফাউষ্ট চরিত্রে ইহা সুন্দররূপে প্রকটিত করিয়াছেন। কারণ ফাউষ্ট ঘোর পাতকী হইয়াও সৌন্দর্য্যলিপ্সার মাহাত্ম্যে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। ইংরাজ জাতির এই বৃত্তি বড়ই প্রবল। ইংরাজ যেখানেই থাকেন, সেইখানেই পুষ্পলতা দ্বারা তাঁহার গৃহ সজ্জিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সৌন্দর্য্যলিপ্সাই প্রাচীন আর্য্যগণকে নদীতীরে সুরম্য বন উপবনে, ও ভীমসৌন্দর্য্যশালী তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে লইয়া যাইত। তাঁহাদের প্রাণে এই বৃত্তি জাগ্রত ছিল বলিয়া তাঁহারা ধর্ম্মেতে এত উন্নত হইয়া "গুহায়াম্ নিহিতং ধর্ম্মস্য তত্ত্বং" আবিষ্কার পূর্ব্বক মানব জাতিকে তাহা দান করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। আধুনিক হিন্দুদিগের মধ্যে সে সৌন্দর্য্যলিপ্সা আর নাই।

সৌন্দর্য্যকে ভালবাসিলেই মলিনতার প্রতি ঘৃণা হইবে। পাপ আত্মার মলিনতা। উহার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইলেই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইবে। তাহা হইলেই ধর্ম্মের অঙ্কুর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। ইহা একটী আধ্যাত্মিক সত্য। যাহাতে এই সৌন্দর্য্যবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়, তাহা প্রত্যেক মানবের অবশ্যকর্ত্তব্য।

২। সকল জাতিই কোন না কোন কুসংস্কারের বশীভূত। দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বকার রোমীয় সমাজও নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। একটী রোমীয় কুসংস্কার বর্ণনা করা যাইতেছে।

লুপারকেলীয়া উৎসব,—

রোমীয় পেলাটাইন্ পর্ব্বতে লুপর্কেল নামক একটী গহ্বর ছিল। উহা লুপর্কাস্ নামক উর্ব্বরতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার অন্য নাম প্যান (Pan)। ঐ স্থানে এই দেবতার সম্মানার্থে প্রত্যেক বৎসর

ফেব্রুয়ারি মাসে একটী উৎসব হইত। এই লুপারকেলীয়া উৎসবের দিবস নগরের ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের পুত্রগণ বিবস্ত্র হইয়া নগরের পথে পথে দৌড়িয়া বেড়াইত ও হস্তস্থিত সলোম চর্ম্মখণ্ডের দ্বারা যাহাকে সম্মুখে পাইত, তাহাকেই প্রহার করিত। বহুসংখ্যক রমণী ঐ পথে যাইয়া কর প্রসারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা থাকিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, যে ঐরূপ হস্তে চর্ম্মাঘাত প্রাপ্ত হইবে, সে অন্তঃসত্ত্বা থাকিলে সুখপ্রসব লাভ করিবে, এবং যে বন্ধ্যা থাকিবে, সে আঘাত পাইবামাত্র বন্ধ্যা দোষ হইতে মুক্ত হইবে!!

———:o:———

দুগ্ধের নল।

পাঠিকারা জলের নল, গ্যাসের নল, প্রভৃতি অনেক নল দেখিয়াছেন ও অনেক নলের কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু দুগ্ধের নলের বিষয় কেহ কি অবগত আছেন? সম্প্রতি আমেরিকায় নিউ ইয়র্কে মিডল-টাউন নগরে একটী কারখানা খুলিয়াছে, উদ্দেশ্য নলের দ্বারা নগরে নগরে ঘরে ঘরে দুগ্ধ যোগান। প্রথমে যখন এই উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপন করা হয়, তখন যে শুনিয়াছিল সেই অসম্ভব বোধে প্রস্তাব-কারীদিগকে উপহাস করিয়াছিল। "দুগ্ধ প্রবাহিত দেশ" কেবল কবিরই কল্পনা-প্রসূত, কিন্তু আজি আমরা ইহার সমূলক অস্তিত্ব অনুভব করিয়া চমৎকৃত হইলাম। আমরা যে সময়ে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছি—ইহা বৈজ্ঞানিক কাল। বাষ্পযান, বিদ্যুৎশক্তি, শিল্পযন্ত্র এ সময়ের নিয়ন্তা। এমন কার্য্য নাই যাহা এই সকল শক্তি ও উপাদান দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইতেছে। সুতরাং নল দ্বারা দুগ্ধ যোগান আশ্চর্য্য নহে। তবে সাধারণে নলে দুগ্ধ যোগান যেরূপ মনে করেন, ইহা ঠিক্ সেরূপ নহে। জলের ন্যায় নলে দুগ্ধ প্রবাহিত হইলে দুগ্ধ বিকৃত হইবার সম্ভাবনা। দুগ্ধ বিকৃত হইলে তদ্দ্বারা মহান্ অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। বাস্তবিক ইহা দুগ্ধবাহী জলেরই নল। টিনের বড় বড় চোঙ্গা দুগ্ধে পূর্ণ করিয়া নলের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং জলের বেগে ভাসমান হইয়া গৃহে গৃহে প্রয়োজন মত বিতরিত হইবে। প্রতি ঘণ্টায় পঞ্চাশৎ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত বিতরিত হইতে পারিবে। লোক রাখিয়া বিতরণ করিতে যে ব্যয় হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প ব্যয়ে এই কার্য্য সমাধা হইবে। নগরের স্বাস্থ্য রক্ষার্থ গোয়াল সকল অনেক দূরে স্থানান্তরিত করা হইতেছে, সুতরাং বিশুদ্ধ দুগ্ধ সহজে পাইবার সম্ভাবনা নাই। গোয়ালা এক

গুণ বিকৃত করিলে বাহকেরা তাহার দ্বিগুণ—কোথাও বা চতুর্গুণ করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে কারখানা হইতে বিশুদ্ধ দুগ্ধ বদ্ধটিনপাত্র করিয়া নলদ্বারা বিতরিত হইলে তাহা আর বিকৃত হইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রোথিত নগর।

হণ্ডুরাস অন্তঃপাতী ওলাঞ্চ প্রদেশে একটী প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহা পারটুক নদের মোহনা হইতে একশত পচিঁশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। নদের উপকূল দিয়াই তথায় উত্তীর্ণ হইতে হয়, যাইবার অন্য পথ নাই। এই প্রদেশে গিয়াস জাতীয় (আমেরিকান) ইণ্ডিয়ানদিগের বাস। ইহারা এই বিধ্বস্ত নগরের কোন সংবাদই বলিতে পারে না। নিবিড় বনপাদপের কিছু নিম্নেই ধ্বংসাবশেষ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। যতদূর খনন করা হইয়াছে তদ্দারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে নগরীটী দীর্ঘে প্রায় ক্রোশ পরিমিত বিস্তৃত ছিল। সমস্তই প্রাকারে বেষ্টিত। একস্থানে একটী বৃহৎ লোহার কারখানার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে বহুবিধ ভাস্কর কার্য্যেরও নিদর্শন দৃষ্ট হয়। শুভ্র গ্রানাইট প্রস্তরের অনেক প্রতিমা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অধুনা হণ্ডুরাস প্রদেশে এরূপ প্রস্তর আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহা অন্যস্থানহইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রস্তরের টাবলেট, তেপায়া বৃহৎ বাটী এবং রাশি রাশি খোদিত শিল্পময় পাত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পাত্রসকল অপূর্ব্ব কৌশলে অদ্ভুতরূপে নির্ম্মিত ও বিচিত্ররূপে চিত্রিত। কোনটিতে সর্প, কোনটিতে কচ্ছপ ও কোনটিতে ব্যাঘ্রের মস্তক অঙ্কিত এবং কোন কোনটিতে অসভ্য নরমূর্ত্তি সকল খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। এ, জে, মিলার নামে একব্যক্তি হণ্ডুরাস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অনেক স্থান খনন করিয়া অপূর্ব্ব বস্তু সকল আবিষ্কার করিতেছেন। সমস্ত আবিষ্কার হইলে সটীক বিবরণ প্রকটিত হইবার সম্ভাবনা। আমেরিকা পূর্ব্বে যে একটী মহান্ সমৃদ্ধিশালী সভ্যদেশ ছিল, এই সকল ধ্বংসাবশেষই তাহার পরিচায়ক।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

১। চীন জাতি অতি প্রাচীন কালেই বিবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পারিস নগরের একটি পুস্তকাগারে চীনদেশীয় কোন জ্যোতির্ব্বিদের কৃত নক্ষত্র জগতের একটী মানচিত্র সংরক্ষিত আছে। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে উহা খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত করা হয়। উহাতে ১৪৬০ টী নক্ষত্রের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালীন ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে এই মানচিত্র সম্পূর্ণরূপে ভ্রমশূন্য।

২। গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি সাধন প্রধানতঃ অতীব আবশ্যক। ইউরোপীয় ও মার্কিন জ্যোতির্ব্বিদগণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি সাধন জন্য অহরহ ব্যাপৃত আছেন। সম্প্রতি আমেরিকায় লিক্ নামক স্থানের মানমন্দিরে যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি রক্ষিত আছে, তাহা এতদূর সংস্কৃত করা হইয়াছে যে উহার সাহায্যে দৃষ্টি করিলে দূরস্থ গ্রহ নক্ষত্রের আলোক দুই হাজার গুণ বর্দ্ধিতাকারে দৃষ্ট হইবে।

৩। অদ্যাবধি পৃথিবীতে যতগুলি খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ফ্রান্সের অন্তঃপাতী পোরিয়র নামক স্থানের কয়লার খনি সর্ব্বাপেক্ষা গভীর। উহার গভীরতা চারি হাজার ফুট।

৪। সুইডেনের অন্তঃপাতী ষ্টকহলম নগরে দীর্ঘতম দিবস সাড়ে আঠার ঘণ্টা, লণ্ডন নগরে সাড়ে ষোল ঘণ্টা, সেণ্টপিটার্সবর্গে সতের ঘণ্টা, নিউইয়র্ক নগরে পনের ঘণ্টা, ফিণলণ্ডের অন্তঃপাতী টোর্ণিয়া নগরে বাইশ ঘণ্টা, স্পিটস্ বারজেনে সাড়ে তিন মাস, এবং নরওয়ের অন্তঃপাতী ওয়ার্ডবরি নগরে দুই মাস এক দিন।

৪। আমেরিকায় টেলিফোন্ যন্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। একশত দুইশত ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া টেলিফোন্ সংযোগে কথা বার্ত্তা করিতে পারে এরূপ ক্ষমতাবিশিষ্ট টেলিফোন যন্ত্র অনেক গুলি প্রস্তুত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত একটি টেলিফোন্ যন্ত্র আছে তাহার সাহায্যে নিউইয়র্ক নগরের লোক চিকাগো নগরবাসী লোকের সহিত কথোপকথন করিতে পারে। নিউইয়র্ক হইতে চিকাগো নগর পাঁচ শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

৬। ইউরোপের কোন কোন প্রদেশে এডার নামক এক জাতীয় সর্প আছে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে এই জাতীয় সর্পগণ বিপদের সময় শিশু সর্প গুলিকে গলাধঃকরণ করিয়া স্বীয় উদরে

রক্ষা করে। এক জন বিজ্ঞানবিৎ বনে উপস্থিত হইয়া সহসা একটী এডার্ সর্প ও তাহার পাঁচ ছয়টী ছানা দেখিতে পান। তিনি দেখিলেন সর্পটী ভীত হইয়া পলায়ন না করিয়া মুখ ব্যাদান করিল—ক্রমে ক্রমে ছানাগুলি তাহার উদরে প্রবেশ করিল। সে সে স্থান হইতে দূরে গমন করিল এবং কিয়দ্দূরে গমন পূর্ব্বক ছানা গুলিকে উদর হইতে বাহির করিয়া সকলে মিলিয়া এক গর্ত্তে প্রবেশ করিল।

বেথুন কলেজে রাজপ্রতিনিধির বক্তৃতা।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

এখন একটী কথা বলিতে বাকী আছে—যে সকল ছাত্রী পারিতোষিক লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছ, তাহাদিগের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আশা করি এই কৃতকার্য্যতা স্মরণ করিয়া তোমরা পাঠের অভ্যাস জীবনে রক্ষা করিবে এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পরেও আপনাদিগের মনের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত থাকিবে। তোমরা নিশ্চয় জানিবে এরূপ করিলে যে শিক্ষা এখানে লাভ করিয়াছ তদ্দ্বারা তোমাদের জীবন আরও উজ্জ্বল ও কার্য্যক্ষম হইবে। ইহাদ্বারা তোমরা নিজে অধিকতর সুখী হইবে এবং অন্যের সুখ সাধনে অধিকতর সমর্থ হইবে। তোমরা ভগিনীদিগকে এরূপ সদৃষ্টান্ত দেখাইবে যে প্রতি বৎসর অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক তোমাদের অনুবর্ত্তী হইবে, ইহার ফল তোমাদের সমাজের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর হইবে সন্দেহ নাই।

যে নূতন অট্টালিকা প্রতিষ্ঠায় আমি অগ্রসর হইতেছি, ইহা স্কুলের ছাত্রীগণের বাসস্থান হইবে। ইহাতে ৬০।৭০টী বালিকার সমাবেশ হইতে পারে এবং আমি আশা করি ইহা যথাসময়ে পূর্ণ হইবে। ইহার নির্ম্মাণে যে ব্যয় হইয়াছে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট উদারতা সহকারে তাহার এক অংশ দিয়াছেন, অপর অংশ বেথুন স্কুলের স্থাপয়িতা বেথুন সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য সংগৃহীত অর্থ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অপেক্ষা তাঁহার স্মরণোপযুক্ত কার্য্য আর কি হইতে পারে?

লেডী লান্সডাউন এবং আমি অদ্য অপরাহ্নে এখানে আসিয়া যে আনন্দ লাভ করিলাম, তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

চোখ ওঠার ঔষধ। *

এই ঔষধের দ্বারা আমরা অনেক লোককে আরোগ্য করিয়াছি। ইহার আশ্চর্য্য গুণ দেখিয়া সাধারণে প্রকাশ করিতেছি। বামাবোধিনীর পাঠকপাঠিকা-দের মধ্যে অনেকেই বেহার প্রদেশে বাস করেন, এই চৈত্র বৈশাখ মাসে কি প্রকার চোখ উঠিতে আরম্ভ হয়, তাহা তাঁহাদের অবিদিত নাই। এ সময় বালক বালিকা লইয়া বড় কষ্ট পাইতে হয়। বালক বালিকা কেন, অনেককেই এ যন্ত্রণা ভুগিতে হয়। চোখ ওঠার যে কি ভয়ানক যন্ত্রণা, যাঁহার একবার হইয়াছে, তিনিই জানেন।

আজ প্রায় সাড়ে তিন বৎসর হইল, যখন আমরা গয়া সবডিবিজনে ছিলাম, তখন আমার কন্যার চোখ ওঠে, তাকে লইয়া বড় কষ্ট পাই, সেই সময় এই ঔষধ শিখি, সামান্য ঔষধের দ্বারা যে কত যন্ত্রণাদায়ক রোগ আরোগ্য হইতেছে, কয় জন জানেন?

ইদানীন্তন কালে অনেক ভাল ভাল টোটকা ঔষধ লোপ পাইয়া যাইতেছে, সেই জন্য যাঁর যা টোটকা ঔষধ জানা আছে, তাহা প্রকাশ করা উচিত। মনুষ্য জীবন ক্ষণভঙ্গুর—কখন আছে কখন নাই, শীঘ্র প্রকাশ করাই ভাল। যদি প্রেরিত ঔষধ দ্বারা এক জনেরও কষ্ট নিবারণ হয় লেখা সার্থক জ্ঞান করিব।

কাজল।

ফটকিরি ৪ রতি আর লোধছাল ২রতি পুড়াইয়া লইবে, পরে কাজল লতার উপর উত্তমরূপে ঘসিবে, পরে সর্ষপতৈল দিয়া মাড়িবে, মাড়িয়া সর্ষপ তৈলের প্রদীপে যেমন কাজল পাড়ান হয়, সেই প্রকারে পাড়াইবে, খুব চটচটে হইলে রাখিয়া দিবে। যখন কাজল পরাইবে, তখন প্রদীপে গরম করিয়া পরাইবে।

প্রলেপ।

আফিম	৪ রতি
চা খড়ি	২ রতি
মুড়হলুদ	॥ তোলা
মুসর্ব্বর	১ তোলা
হরীতকী	১ টা
তেঁতুল পাতার রস	১॥ ছটাক

এই কয়টী দ্রব্য একত্র করিয়া বেশ করিয়া বাটিবে, পরে খুব পাতলা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। লোহার পাত্রে করিয়া ফুটাইবে। যখন চটচটে হইবে, তখন রাখিয়া দিবে। যখন লাগাইবে, তখন ঈষৎ জল দিয়া গরম গরম লাগা-ইবে। উপরে এই প্রলেপ ও ভিতরে উক্ত কাজল দিলে আশ্চর্য্য উপকার লাভ হইবে। যেমন ইচ্ছা চোক ওঠা হইলেও আরোগ্য হইবে। বেশীদিনের হইলে বেশীদিন লাগাইবে। যদি ইহাতে কোন ফল হয়, তাহাহইলে দুএকটী ঔষধ মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল।

* সীতামারীস্থ কোন সহৃদয়া পাঠিকার প্রেরিত।

নূতন সংবাদ।

১। সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক বাবু বিহারীলাল ভাদুড়ীর মৃত্যু সংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম।

২। কাবুলের আমিরের প্রধানা মহিষী সম্প্রতি কতকগুলি সহচরী ও রক্ষিবর্গে বেষ্টিত হইয়া বিলাতী বিবির পোষাক পরিয়া অশ্বারোহণে নগর ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে অবশ্য নীল সাটিনের অবগুণ্ঠন ছিল। কাবুলে ইহা নূতন ব্যপার।

৩। ইংলণ্ডের শবদাহ সভার রিপোর্টে জানা যায় গত বৎসরের মধ্যে ৫০টী ইংরাজের গোরের পরিবর্ত্তে অগ্নি-সংস্কার হইয়াছে। ইংরাজদের মধ্যে বড় বড় লোকে দাহপ্রণালীর পক্ষপাতী হইতেছেন। বেডফোর্ডের ডিউক এই কার্য্যের সাহায্যার্থ প্রায় ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন। তাঁহার নিজের দেহও সম্প্রতি অগ্নিসাৎ হইয়াছে। ইংলণ্ডের শ্মশান ভূমির নাম সেণ্ট জন সরি।

৪। গত ২৪এ মার্চ্চ আসামের চিফ কমিসনর কুইণ্টন সাহেব কতকগুলি বড় বড় সাহেব ও ৪৭০ গুরখা সৈন্য লইয়া মণিপুরের বিদ্রোহী যুবরাজকে বন্দী করিতে গিয়া সঙ্গিগণসহ স্বয়ং বন্দী হইয়াছেন। গুরখা সৈন্য অধিকতর সংখ্যক মণিপুরী সৈন্যের সহিত যুদ্ধে বেগতিক দেখিয়া প্রস্থান করিয়াছে। মণিপুরীদিগের দমনার্থ ইংরাজ সৈন্য চারিদিক্ হইতে চলিয়াছে।

৫। কাম্বেল মেডিকাল স্কুলের ১০টী ছাত্রী পরীক্ষোত্তীর্ণা হইয়াছেন এবং তন্মধ্যে শ্রীমতী শরৎকুমারী মিত্র প্রথম হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সীতা—বাবু অবিনাশচন্দ্র দাস এম এ প্রণীত, মূল্য ১ টাকা। আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। ইহার ভাষার বিশুদ্ধতা, রচনার গাঢ়তা এবং ভাবের মাধুর্য্য সকলই অতীব প্রশংসনীয়। কবিগুরু বাল্মীকি রামায়ণে যে অতুলনা স্বর্গের ছবি সীতাকে অঙ্কিত করিয়াছেন, অবিনাশ বাবু তাহা বাঙ্গালা রঙ্গে চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন এবং এ চিত্র সুন্দর হইয়াছে। পাঠিকাগণ আদর্শসতী সীতার যথোচিত সমাদর করিবেন, একন্য অনুরোধ করা বাহুল্য মাত্র।

২। সতীসংবাদ—শ্রীমতী হরিবালা দেবী প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। ইহাতে দক্ষের কন্যা সতী ও হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতীর বৃত্তান্ত কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। লেখিকা পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা, তাঁহার পক্ষে এরূপ পুস্তক প্রণয়ন প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। পুস্তকের শেষে কয়েকটী নমুনা সুন্দর কবিতা আছে।

বামারচনা।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়।

দুইটী পথ দুই দিক হইতে আসিয়া একই স্থানে একত্রিত হইয়াছে, ঠিক সেই স্থানে একদিন সন্ধ্যার সময় একটী পথিক আসিয়া দাঁড়াইল। একে সে স্থান অপরিচিত, তাহাতে ঘোর অন্ধকার-রাত্রি সন্নিকট, পথ জনমানব-শূন্য, নিকটে লোকালয় নাই, পথিক কোন্ দিকে যাইবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না। এমন সময় সেই দুই পথ দিয়া দুইটী রমণীমূর্ত্তি পথিক যে স্থলে দাঁড়াইয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বামের পথ দিয়া যে রমণী আসিয়াছিলেন, তাঁহার পরিধানে বহুমূল্য সাটী, এবং সর্ব্বাঙ্গ রত্নালঙ্কারে ভূষিত। কিন্তু তিনি চঞ্চলা, লজ্জা-হীনা ও ...মের গৌরবে অযথা অহঙ্কৃতা। তাঁহার নাম প্রেয়। অপরা রমণী শান্ত, লজ্জাশীলা, বিনম্রমুখী। পরিধেয় বসনের বিশেষ কিছু চাকচিক্য নাই, কিন্তু তাঁহার পবিত্র বদনে যেন অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য প্রতিভাসিত হইয়াছে। তাঁহার নাম শ্রেয়ঃ।

প্রথমা রমণী প্রেয় হাসিতে হাসিতে পথিককে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পথিক! তুমি পথ ভুলিয়াছ? আমার সহিত আইস, আমি তোমাকে এক সুখের রাজ্যে লইয়া যাইব। সেখানে দুঃখ নাই, কষ্ট নাই কেবল আমোদ। সেখানে দেখিবে কত বিলাস সামগ্রী রহিয়াছে তুমি সেই খানে চল, সুখে থাকিবে। সাবধান! শ্রেয়ঃ যেখানে যাইতে বলে সেখানে যাইও না, সেখানে গেলে তুমি বিপদে পড়িবে, অশেষ কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। অতএব চল, আমি তোমাকে লইয়া যাই।" প্রথমার কথা শেষ হইল। দ্বিতীয়া রমণী ধীরে ধীরে বিনম্রবচনে পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পথিক! তুমি অজানিত স্থানে আসিয়া পথ হারাইয়াছ, তুমি কোন্ পথে যাইবে ঠিক পাইতেছ না। যে স্থানে দাঁড়াইয়াছ, ইহা পাপ ও পুণ্যের সন্ধিস্থল। পথভ্রান্ত মানব এই খানে আসিয়া দিশাহারা হয়। বুঝিতে পারে না কোন্ পথে গেলে তাহার মঙ্গল হইবে। দুর্ব্বল মানব আপাতমনোহর পথ দেখিয়া সেই দিকেই অগ্রসর হয়, বিলাসের পাপ পঙ্কিল হ্রদে ডুবিয়া অবশেষে স্বর্গরাজ্য হইতে বঞ্চিত হয়—অনুতাপ অনলে চিরদিনের জন্য দগ্ধ হইতে থাকে। আমার পথ কুসুমাবৃত নহে। সে রাজ্যে যাইতে হইলে আপাততঃ কিছু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সে রাজ্যে যে একবার যায়, তাহার আর

জরা নাই, মৃত্যু নাই, কেবলই আনন্দ! যদি সেই দেববাঞ্ছিত আনন্দ উপভোগ করিতে চাও, আইস আমি তোমাকে অতি সাবধানে সেখানে লইয়া যাইতেছি।"

পথিক মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিল। তাঁহার বিবেক যেন তাহাকে বলিতে লাগিল "যাও, শ্রেয়ঃ যে পথে আসিয়াছে, সেই পথে যাও। আপাতমনোরম পথ দেখিয়া ভুলিও না!" বিবেক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল। পাপ পুণ্যের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান পথিক আপাতলব্ধ সুখের আশা ছাড়িতে পারিল না। পথিক তখন লালসার বশবর্ত্তী হইয়াছে। স্বর্গরাজ্যের কল্পনা এখন তাঁহার হৃদয় হইতে বিদূরিত হইয়াছে। সেই কল্পনাময় আপাতমনোহর রাজ্যের চিন্তায় সে দেহ, মন সমর্পিত হইয়াছে। স্বর্গরাজ্য হইতে ঈশ্বরের সেবিকা পথহারা পথিককে আহ্বান করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু পথিক জীবন সংগ্রামে পাপের জালেই জড়াইয়া গিয়াছে, স্বর্গের আহ্বানে সে সুখী হইল না। পথিক স্বর্গরাজ্যে যাইতে চাহিল না, প্রেয় যে পথ দিয়া আসিয়াছে, সেই পথেই চলিল। অনতিবিলম্বে তাহার বাঞ্ছিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ভয়াবহ প্রথম দিনে পথিক সেই নরক রাজ্যের পাপ-পঙ্কিল পূতিগন্ধের ঘ্রাণগ্রহণ করিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার হৃদয় টলিল, সে ভাব স্থায়ী হইল না। দুর্দ্দমনীয় লালসা পুনরায় তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। পথিক পুনরায় বিহ্বল হইলেন। পথিকের হৃদয়ে আর বিবেক নাই, বিচার শক্তি নাই, উন্মত্তের ন্যায় এখন লালসার সেবা করিতে ব্যতিব্যস্ত। পাপ পুণ্যের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান আমাদের সেই পরিচিত পথিক এখন অধঃপাতের চরম সীমায় উপস্থিত।

পথিকের জীবন নাট্যের অভিনয় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বার্দ্ধক্যের সহচর দুর্ব্বলতা, অবসরতা প্রভৃতি তাহার শরীর আশ্রয় করিয়াছে। আর সে তেজ নাই, সে বিক্রম নাই, ক্রমে ইন্দ্রিয় সকল অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। তথাপি ক্রমাগত পৈশাচিক অভিনয়ে সে হৃদয় কঠোর হইতেও কঠোরতর আকার ধারণ করিয়াছে, বিবেক সে হৃদয়ে আর নাই। পাপের সেবক এখনও ভাবে নাই, জীবনলীলা ফুরাইয়া আসিয়াছে, আর বেশী দিন এ সংসারে থাকিতে হইবে না। ক্রমে "শেষের সে দিন" আসিয়া উপস্থিত। আমাদের সেই পথিক মৃত্যুশয্যায় শয়ান, শিয়রে সাক্ষাৎ যম আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কঠোরহৃদয় যম পথিকের কাতর কণ্ঠের আর্ত্তনাদ শুনিয়াও শুনিল না। ভগবানের রাজ্যে পাপীর শাস্তি দিবার জন্য সে নিযুক্ত, পথিকের প্রার্থনা সে শুনিবে কেন? হতভাগ্য পথিক চারিদিক্

অন্ধকার দেখিতে লাগিল। এত কাল সে যে উন্মত্তের মত পাপের সেবা করিয়াছে, সে জন্য আজ অনুতাপে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। অনুতাপের যন্ত্রণা পাপীই কেবল উপলব্ধি করিতে পারে। অনুতাপরূপ অনল পথিকের হৃদয়ে যেন শত তুষানল জ্বালিয়া দিল। অনেক দিন পরে আজ শ্রেয়ঃকে মনে পড়িল। স্বর্গের প্রেরিত, সাক্ষাৎ মাতৃরূপিণী দেবীর আহ্বান অবহেলা করিয়াছে ভাবিয়া সে দগ্ধ হইতে লাগিল। শ্রেয়ঃ তাহাকে সুমিষ্ট বচনে যে সৎ পথ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাহার ভবিষ্যৎ কল্যাণের আশা দিয়াছিলেন, আজ পথিকের তাহাই মনে পড়িয়া নয়নে অবিরল ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল। আজ প্রেয় পলায়ন করিয়াছে—সংসারের সকল সুখ সম্পদ তাহাকে নির্ম্মমের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছে। পথিক সকল বুঝিল। জীবনের শেষদিনে সাক্ষাৎ যম সম্মুখে দাঁড়াইয়া, এমন্ সময় একবার প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। পথিকের সে কাতর কণ্ঠের দয়া ভিক্ষা আজ বড়ই হৃদয়ভেদী। পথিকের হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদকরিয়া যে কাতর প্রার্থনা হইতেছিল, তাহাতে দয়াময় পিতা কি স্থির থাকিতে পারেন? আজ্ পাপী পথিকের সে কাতর প্রার্থনায় স্বর্গের সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল। বহুদিন পরে আজ্ পথিক আবার একবার শ্রেয়ঃকে সম্মুখে দেখিল। দেখিল—সে মূর্ত্তি যেন করুণাময়ী। সে পবিত্র কমনীয় শান্তোজ্জ্বল দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া পথিকের পাপদগ্ধ প্রাণ শীতল হইল, যমভয় দূরে পলাইল। শ্রেয়ঃ পথিককে বলিতে লাগিলেন "বৎস! তোমাকে পূর্ব্বেই আমার সঙ্গে যাইতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পাপপঙ্কে ডুবিলে। তখন বুঝিতে পার নাই যে তোমার এ দশা ঘটিবে। যাহাহউক তুমি কাতরপ্রাণে ভগবানের কাছে যে দয়া ভিক্ষা করিয়াছ, সর্ব্বান্তর্যামী তিনি তাহা শুনিয়া তোমাকে দয়া করিয়াছেন। আইস, আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া চল, সেখানে যাই যেখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই, তাপ নাই, সর্ব্বদাই আনন্দ বিরাজমান।"

সেই মুহূর্ত্তে পথিকের নরক ভয় দূরে পলাইল, হৃদয়ে অপার শান্তি পাইল। তখন হাসিতে হাসিতে পাপ-পূতিগন্ধময় রাজ্য ছাড়িয়া স্বর্গ রাজ্যে পিতার কাছে চলিয়া গেল।

সরোজিনী রায়।

১২৯৭ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচিপত্র ।

১ । বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি ।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
নববর্ষ	১
বোম্বাই জাতীয় মহাসমিতির মহিলা প্রতিনিধিগণ	৯
বরাহনগর মহিলাশ্রম	৯৪
বামাবোধিনীর সপ্তবিংশ জন্মোৎসব	১২৯
বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী	১৬২
বেথুন কলেজে রাজপ্রতিনিধির বক্তৃতার মর্ম্ম	৩৪৫, ৩৭৫
সংসারে নারীর ক্ষমতা	৩৪২, ৩৬৭

২ । নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ	
সংজ্ঞা, ছায়া	৬৭
রাত্রি, শ্রদ্ধা, সর্পরাজ্ঞী	১৫২
সূর্য্যা	১৭৭, ২০৪, ২৬৯
নরসেবিকা শ্রীমতী যোজেফাইন বট্‌লার	৭১
কুমারী ফসেট	৯৮
সুরসুন্দরী	১১১
মিসেস জেনারল বুথ	২৩৭
লংভিলের ডিউক পত্নী	২৮২
জীবক চরিত—সিদ্ধেশ্বরী	২৯০

৩ । নীতি, ধর্ম্ম ও নৈতিক উপন্যাস ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
উদাসীনের চিন্তা	৬, ৩৮, ৮৬
স্ত্রীজাতি	৮
অহঙ্কারীর পরিণাম	১৮
মাতার প্রতি উপদেশ	২৩, ৫৮
স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সাধুক্তি	৪৪
শিশুশিক্ষা	৫৪, ১২৪
সুশীলা ও সরোজের কথোপকথন	৫৬
গৃহধর্ম্ম	৬০, ১১৯
রত্নহার	৬১
উদাসীনের চিন্তা—কালতত্ত্ব	১০৯
শরৎ ও সরোজিনীর কথোপকথন	১২০
দুইখানি ছবি	১৩৬
সুভার্য্যা	১৪৭
বিশ্বাস, আশা ও প্রেম	১৬৭
সন্তানের সুশিক্ষা	১৬৮
বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য	১৬৯, ১৯৮
আদর্শ স্ত্রী	১৮১
মঙ্গলকর কার্য্য করিবার প্রণালী	১৮২
তদ্বৈব রমতে হরিঃ	১৮৮, ২২২
সহধর্ম্মিণী	১৯৫
উদাসীনের চিন্তা—উপদেশ এবং জীবন	১৯৭
বিবাহ	২০৬
বাঙ্গালা প্রবচন	২১৫
উদাসীনীর সংসার	২২৩

বিষয়	পৃষ্ঠা।
স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সাধূক্তি	২৩৯
উদাসীনের চিন্তা—ভোগরোগের চিকিৎসা	২৫৯
বাঙ্গালীর পরিবার	৩৩৯
সভা, সমিতি ও সম্মিলনী প্রভৃতি বিষয়ে একটী নিবেদন	২৭৯
স্তোত্র শ্রবণ	২৯৬
স্ত্রীশিক্ষা	ঐ
পুত্র ও জননী	২৯৮
একটী সমস্যা	৩০০
*সতীধর্ম্ম ১ম প্রবন্ধ	৩০৫
* ঐ ২য় ঐ	৩২৬
গুণগ্রাহিতা শক্তি	৩১১, ৩২৩
স্তোত্রম্	৩২২
বীরাঙ্গনা	৩৪৭
বৌমার জয়	১৬, ১০৫
গৃহ ও সুখ	৩০৮
পরিণামে ছুরের জয়	
*সতীধর্ম্ম	
উদাসীনের চিন্তা—আদর্শ রমণী	৩৬২

৪। ইতিহাস ও দেশাচার।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
*প্রাচীন সভ্যতা ও আচার ব্যবহার	৪,৩৫
মহাপ্লাবন	২১
*প্রাচীনকালে ইউরোপে দাস বিক্রয় প্রথা	৪৯
কায়স্থজাতি	৭৪
*দেশাচার ২য় সংখ্যা	৭৮০
ইতিহাস অধ্যয়ন	৮৯
ইংরাজ অধিকারে ভারতবর্ষ কি যথার্থই নির্ধন হইতেছে?	১০০
রোমান্ জাতির পাশব ক্রীড়া	১২১
প্রাচীন তক্ষশীলা	১৩২
*প্রাচীন গ্রীসের সামাজিক আচার ব্যবহার	১৪৫, ২০২
প্রভুভক্ত বীরের অসাধারণ সাহস	১৫০
সিসিলীর নারী	২১৭
*ব্রহ্মবাসীর পুনর্জন্মে বিশ্বাস	২৩৪
জর্ম্মণ মহিলা	ঐ
মদিনা	২৩৬
ঠগীদিগের ইতিহাস	২৪৪
বিবাহ সংস্কার সম্বন্ধে মালাবরী মহাশয়ের চেষ্টা	২৪৭
সিংহলে স্ত্রীশিক্ষা	২৬৮
যদুবংশ	২৯২, ৩৩১
*সভ্যদেশীয় কুসংস্কার	৩০১
*অদ্ভুত বিবাহ পদ্ধতি	৩১৫
*নরমাংস ভোজন প্রথা	৩৫০
খাসিয়া জাতি	৩৬৬
প্রোথিত নগর	৩১৫

৫। জীবন চরিত ও আখ্যায়িকা।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
মহর্ষি সক্রেটিস	১২, ৫০
কারাবাসে গ্রন্থরচনা	৩০
আখ্যানমালা ৫ম সংখ্যা	৪৭
ঐ ৭ম ঐ	৮৩
ঐ ৮ম ঐ	১১৭
ঐ ৯ম ঐ	১৫৬
ঐ ১০ম ঐ	১৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা।
পূজার ছুটি	২০৫
বালকের বীরত্ব	২৬৩
ইন্দু ও যামিনী	২৭০
রাণী রাসমণি	৩১৩
ভারতবন্ধু স্বর্গীয় মহাত্মা ব্রাড্‌ল	৩৩৬

৯। বিবিধ।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
*দাসবিক্রয় প্রথার উৎপত্তি	১০
আমেরিকার স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষা	১১
মুসলমানদিগের নমাজ	৩৪৪
বিধবার ধন	ঐ
*সদ্‌গ্রন্থের দুর্দ্দশা	৩৪৫
জ্ঞানিগণের আমোদ	২৮
ইয়োরোপে উপনিষদের সমাদর	৪২
চীন সম্রাটের উদার ধর্ম্মমত	৪৬
স্বভাব দর্শন	৫৭
জাতীয় মহা সমিতি	১৭৫, ২৭৩
বাবু ব্রজমোহন দত্ত প্রদত্ত পারিতোষিকের নিমিত্ত দেশীয় স্ত্রীলোকের রচনা	২৮৬
এঞ্জিলম	৩১০
বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ	৩৭১
দুঃক্ষর নল	৩৭২

১০। বামারচনা।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
নবজাত শিশুর প্রতি	৬২
চিতোরের রাজ্ঞীর প্রতি মুকুল ধাত্রীর ভৎর্সনা	৬২
স্ত্রী	৬
তিন দিনের কথা	১২
ময়ূর	১২
ভ্রাতার প্রতি ভগ্নী	১৩০, ১৫
হতাশের আক্ষেপ	১৮
মিছে	১৯
এই কি জীবন	ঐ
বীরনারী	২২
পত্র	২২
আঁধারে	২২
দুঃখস্মৃতি	২৫
শিবচন্দ্র স্বর্গে	২৮
তুমি তো আমার	৩১
প্রকৃতি মাধুরী	৩৫
সাধ	৩৫
শ্রেয় ও প্রেয়	৩৮

১১। সাময়িক প্রসঙ্গ।

২, ৩৩, ৬৫, ৯৭, ১৩০,—১৯৩, ২২৫ ১৫৭, ২৮৯, ৩২১, ৩৫৩ পৃষ্ঠা।

১২। নূতন সংবাদ।

৩১, ৬১, ৯৬, ১২৬, ১৫৮, ১৮৯ ২১৯, ২৫৫, ২৮৭, ৩১৮, ৩৫০, ৩৮৭পৃষ্ঠা।

১৩। পুস্তকাদি সমালোচনা।

২১, ৬২, ৯৬, ১৫৯, ২২০ ২৫৫ ৩১৯, ৩৫১, ৩৮৭ পৃষ্ঠা।